মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৯৯

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

رب زدنى علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد:٣ عدد:١، جمادي الأخرى ١٤٢٠هـ /اكتوبر ١٩٩٩م

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত দাকোপা আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ, রামপাল, বাগেরহাট।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=(ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৩য় বর্ষঃ ১ম সংখ্যা
জুমাদাল সানি ১৪২০ হিঃ
আশ্বিন ১৪০৬ বাং
অক্টোবর ১৯৯৯ ইং

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ফোন-(০৭২১)৭৬০৫২৫

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফাক্সঃ ৮৯৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ০৯
- প্রবন্ধ ঃ
  - ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ ১৩
    – শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
  - জ্বলন্ত কাশ্মীরঃ সমাধান কোন পথে? ১৬
    – শামসুল আলম
- ছাহাবা চরিতঃ
  - হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ২০
    – মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- মনীষী চরিতঃ
  - মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী ২৩
    – আমীনুল ইসলাম
- চিকিৎসা জগৎ ২৭
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ২৮
  –মারূফা বিনতে ইব্রাহিমী
- খুৎবাতুল জুম'আ ২৯
- দো'আ ৩০
- কবিতা ৩১
  তাহরীক তুমি, মুসলমান,
  কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল
- সোনামণিদের পাতা ৩২
- স্বদেশ–বিদেশ ৩৫
- মুসলিম জাহান ৪২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৪
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

তাওহীদ ও রিসালাত

মুসলিম জীবনের চলার পথে দু'টি প্রধান আলোকস্তম্ভ হ'ল 'তাওহীদ ও রিসালাত'। রেলের দু'টি পথের একটি না থাকলে বা দুর্বল হ'লে যেমন রেলগাড়ী অচল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তাওহীদ ও রিসালাতের যেকোন একটির উপরে বিশ্বাস ও আমল না থাকলে মুমিনের জীবন গাড়ী অচল হ'য়ে যায়। ঈমানের গণ্ডীভুক্ত হওয়ার জন্য মুখে আল্লাহ ও রাসূলের স্বীকৃতি দিলেই চলে। কিন্তু জাহান্নাম থেকে বাঁচা ও জান্নাত লাভের জন্য কেবল মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। জাহেলী আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে মুখে স্বীকার করত। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, জীবন ও মরণদাতা হিসাবে বিশ্বাস করত। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও তারা 'হক' বলে জানতো। অনেকে মুখেও স্বীকার করত। তবুও তারা ইসলামে প্রবেশাধিকার পায়নি। তাদের রক্ত হারাম হয়নি। বদর, ওহোদ, খন্দক, হুনাইন, তাবুক প্রভৃতি যুদ্ধ তাদের সঙ্গেই হয়েছে। তাই বিশ্বাস ও স্বীকৃতির বাস্তবতাই হ'ল মূল কথা। আমলী যিন্দেগী যদি তাওহীদ ও রিসালাতের আলোকে গড়ে না ওঠে, তাহ'লে কেবল ঐ বিশ্বাস ও স্বীকৃতি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে না। তাওহীদ অর্থ একত্ব। মুমিনের সার্বিক জীবনের সকল ক্রিয়াকর্ম হবে একমুখী। সবকিছুই হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের একক লক্ষ্যে। কোন্ পথে কিভাবে কি কাজ করলে তিনি খুশী হবেন, তার বাস্তব পথনির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (ছাঃ)। তাই রিসালাতের সিঁড়ি বেয়ে তাওহীদের লক্ষ্যপথে এগোতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি হাছিল করা যেমন সম্ভব নয়। তেমনি দু'টিকেই কেবল ভক্তি দেখিয়ে অন্য কোন স্থান থেকে ফায়ছালা গ্রহণ করলে সেটাকে 'ত্বাগূত' বলা হবে। মানুষের সার্বিক জীবনকে ত্বাগূত মুক্ত করার জন্য যুগে যুগে নবীগণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাই ত্বাগূতকে পুরোপুরি অস্বীকার করা ব্যতীত তাওহীদ হাছিল হওয়া সম্ভব নয় এবং বিদ'আত-কে অস্বীকার ও তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া ব্যতীত রিসালাতের পূর্ণ অনুশীলন সম্ভব নয়।

আজকের মুসলিম জীবনে তাওহীদ ও রিসালাত বাধামুক্ত নয়। তাওহীদের স্বচ্ছ নীলাকাশ যেমন শিরকের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, রিসালাতের সবুজ ময়দান তেমনি অসংখ্য বিদ'আতের ক্রিমিকীটে পূর্ণ হ'য়ে গেছে। বরং বলা চলে যে, এখন শিরক ও বিদ'আতগুলিই এদেশে ইসলাম হিসাবে গণ্য হচ্ছে। পুরা রাষ্ট্রশক্তি আজ শিরক ও বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ লোক সেগুলিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং ক্রমেই সমাজের রুচি বিকৃতি ঘটছে। মদ্যপায়ী জানে যে, মদ খাওয়া অন্যায়। তবুও সে মদের জন্য পাগল হ'য়ে ওঠে। শিরক ও বিদ'আতের অনুসারীরাও অনেকে জানে যে, এর পরিণাম জাহান্নাম। তবুও তারা ঐগুলির দিকে প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে। কে এদেরকে বাধা দেবে? কে এদেরকে বুঝিয়ে পথে আনবে?

এ দায়িত্ব ছিল সরকার ও আলেম সমাজের। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে বর্তমান যুগে এ বিষয়ে কিছু আশা করা বৃথা সময় নষ্ট করার শামিল। আলেম সমাজের অনেকে সরাসরি ও অনেকে পরোক্ষভাবে শিরক ও বিদ'আতের সাথে জড়িত। বাকী যারা আছেন, যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ভীরু, যোগ্য ও সচেতন, তাঁদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সমাজের কাছে তাঁরা অপরিচিত। তাঁদেরকে খুঁজে বের করে এনে সমাজ সংস্কারের দায়িত্বে নিয়োজিত করা খুবই যরূরী। এজন্য প্রয়োজনে দ্বীনদার ধনী সমাজকে এগিয়ে এসে আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। মুত্তাক্বী আলেমদের উপরে কোন একক ব্যক্তির সরাসরি খবরদারী করা চলবে না। এজন্য একটি দ্বীনদার জামা'আতকে বেছে নিতে হবে। যাদের মাধ্যমে পুরা সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজিয়ে তাওহীদ ও রিসালাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হৌক না সংখ্যায় কম, তবুও আমাদেরকে সেই জামা'আতের সাথে থাকতে হবে। তাকে পরিচর্যা করতে হবে। তাকে এগিয়ে নিতে হবে। হাদীছের ভাষায় 'ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এই জামা'আত বর্তমান থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না' এবং 'কারু নিন্দাবাদকে তারা ভয় পাবে না'। আপনি কি কখনো তাদেরকে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন? আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের সেই জামা'আতের সাথে আমৃত্যু থাকার তাওফীক দাও- আমীন!

তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ

আত-তাহরীক অর্থ আন্দোলন। এ আন্দোলন তাওহীদ ও রিসালাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন। আমাদের কাংখিত শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ও তাক্বওয়াশীল সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে দু'বছর পূর্বে **মাসিক আত-তাহরীক** তার যাত্রা শুরু করেছিল। এই স্বল্প সময়ে প্রচার সংখ্যা ১১ হাযারে উন্নীত হওয়াই **আত-তাহরীকের** জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। বাংলাদেশে কোন ধর্মীয় মাসিক পত্রিকার এত স্বল্প সময়ে এত অধিক প্রচার সংখ্যার রেকর্ড সম্ভবতঃ এটাই এবং বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ ৩৫ বছরের পুরানো মাসিক মদীনার প্রচার সংখ্যার পরে এই নবীন পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা সম্ভবতঃ সর্বাধিক। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। আমাদের সূচিত আন্দোলনের প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হচ্ছেন, তাদের অনেকেরই আক্বীদা-আমলের পরিশুদ্ধি ঘটছে এবং এর মাধ্যমে আমরাও নেকীর অধিকারী হচ্ছি, এটুকু ভেবে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করছি। ইতিমধ্যে **'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম'** গঠিত হয়েছে। আমরা পাঠক ভাইদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং দেশের ও বিদেশের পাঠক-পাঠিকাগণ অনুরূপ পাঠক ফোরাম গড়ে তুলুন, এরূপ কামনা করি। একজন পাঠক বৃদ্ধি করা অর্থ একজন ভাইয়ের নিকটে দাওয়াত পৌঁছানো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমার দ্বারা একজন ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য (সর্বোত্তম) লাল উট কুরবানী করার চেয়ে উত্তম হবে' (বুখারী)।

তৃতীয় বর্ষের শুরুতে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ী ভাই-বোনদের জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ আমাদের যাত্রাপথকে সুগম করবে বলে আশা করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! =(সঃ সঃ)।

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

জান্নাতের পথ আপোষহীন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ۝ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

১. **উচ্চারণঃ** কুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূন। লা আ'বুদু মা তা'বুদূন। ওয়া লা আন্তুম 'আবিদূনা মা আ'বুদু। ওয়া লা আনা 'আ-বিদুম মা 'আবাদতুম। ওয়া লা আন্তুম 'আ-বিদূনা মা আ'বুদু। লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন।

২. **অনুবাদঃ** আপনি বলুন, হে কাফিরগণ! (কাফিরূন-১)। আমি ইবাদত করিনা তোমরা যার ইবাদত কর (২)। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৩)। আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর (৪)। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৫)। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য ও আমার দ্বীন আমার জন্য (৬)।

৩. **শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ**

(১) কুল (قُلْ) অর্থঃ আপনি বলুন! صيغه واحد مذكر حاضر، بحث أمر حاضر معروف باب نَصَرَ يَنْصُرُ মাদ্দাহ قَوْلٌ মূলে ছিল 'উক্বুল' أُقْوُلْ بروزن أُنْصُرْ অতঃপর تعليل -এর নিয়ম অনুসারে قُلْ হয়েছে। واو متحرك ماقبل حرف صحيح ساكن সেকারণ واو -এর حركت কে পূর্ব অক্ষরে দেওয়া হ'ল। এক্ষণে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় واو ফেলে দেওয়া হ'ল। مضارع -এর প্রথম অক্ষর এখন متحرك হওয়ায় এখন আর همزه وصل -এর প্রয়োজন নেই। অতএব তা ফেলে দেওয়া হ'ল। قُلْ হয়ে গেল। এখানে বড় ক্বাফ উচ্চারণে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা ছোট কাফ উচ্চারণে সাধারণভাবে 'কুল' (كُلْ) পড়লে তার অর্থ হবে 'আপনি খান'। ফলে আয়াতের অর্থ একেবারেই পাল্টে যাবে ও গোনাহগার হ'তে হবে।*

(২) ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূন (يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ)ঃ 'হে কাফিরগণ!' (ক) 'আইয়ুহা' (أَيُّهَا) সম্বোধন সূচক অব্যয় المنادى المعرف باللام অর্থাৎ ال দ্বারা নির্দিষ্টকৃত منادى। সম্বোধিত ব্যক্তি বা বস্তুকে ال দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রে منادى -এর পূর্বে পুংলিঙ্গে أَيُّهَا এবং স্ত্রীলিঙ্গে أَيَّتُهَا বসাতেই হবে। هذا ও বসানো যায়। তবে الله -এর ক্ষেত্রে يَا اَللّٰهُ কিংবা اَللّٰهُمَّ বলতে হবে। يَا أَيُّهَا -এর ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, يَا দ্বারা নফসকে, أَيُّ দ্বারা ক্বলব-কে এবং هَا দ্বারা রূহকে সম্বোধন করা হয়েছে'। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, يَا দূরবর্তীকে, أَيُّ নিকটবর্তীকে ও هَا সতর্কতাসূচক সম্বোধন -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আমি তোমাকে তিন তিনবার ডাকলাম। অথচ তুমি সাড়া দিলে না? এটা তোমার গোপন মূর্খতা বৈ কিছুই নয়'।[১]

(খ) এখানে ব্যবহৃত ال দ্বারা جنس বা গোটা কাফির সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়নি। কেননা তাদের মধ্যে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বরং ال দ্বারা عهد خارجى বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐসব কাফের নেতা যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আপোষ প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। বর্তমানে এটাকে عهد ذهنى হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। যা যুগে যুগে সকল কাফিরকে শামিল করে।

(গ) কাফির (الْكَافِرُ) অর্থঃ গোপনকারী। চাষী চাষের মাধ্যমে বীজকে মাটির নীচে ঢেকে দেয়। এজন্য তাকে 'কাফির' বলা হয়। পারিভাষিক অর্থেঃ আল্লাহ্কে, নবুঅতকে বা শরীয়তকে অথবা তিনটিকে একত্রে অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে 'কাফির' বলা হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র নে'মতকে অস্বীকারকারী ব্যক্তিকেও 'কাফির' বলা হয়। 'কাফফারা'-কে এ জন্য 'কাফফারা' বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা নির্দিষ্ট গোনাহকে ক্ষমা করে মিটিয়ে দেওয়া হয় (আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)। আয়াতে বর্ণিত 'কাফিরূন' (الْكَافِرُوْنَ) অর্থ উপরের সব কয়টিই হ'তে পারে। মক্কার কাফেরগণ আল্লাহকে স্বীকার করত। কিন্তু নবুঅত ও শরীয়তকে স্বীকার করতে চায়নি। আবার কেউ কেউ ছিল যাদের মধ্যে তিনটি দোষই বর্তমান ছিল।

** এবিষয়ে লেখক প্রণীত 'আরবী ক্বায়েদা' পাঠ করুন।- সম্পাদক।*

১. ইমাম রাযী, তাফসীরুল কাবীর (মিসরঃ জামে আযহার ১ম সংস্করণ) ৩২ খণ্ড পৃঃ ১৪৩।

(৩) লা আ'বুদু (لَا أَعْبُدُ)ঃ 'আমি ইবাদত করি না'। 'ইবাদত' অর্থ চরম আনুগত্য ও প্রণতি। পারিভাষিক অর্থঃ পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হওয়া, উপাসনা করা, আনুগত্য করা ইত্যাদি (আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)। মূলতঃ ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় আল্লাহ্র আনুগত্য করাকে 'ইবাদত' বলা হয়।

(৪) 'দ্বীন' (دِيْن) অর্থঃ হিসাব, কর্মফল, বদলা, বাধ্যতা, পরহেযগারী মিল্লাত, আদত, হালত, সীরাত, অধিকার, শক্তি, শাসন, নির্দেশ ইত্যাদি। পারিভাষিকভাবে 'দ্বীন' অর্থঃ তাওহীদ এবং আল্লাহ্র আনুগত্য পূর্ণ সকল কাজ'।[২]

৪. গুরুত্বঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ত্বাওয়াফ শেষে সূরায়ে কাফিরূণ ও সূরায়ে ইখলাছ দিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। অনুরূপভাবে ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত উক্ত দু'টি সূরা দিয়ে পড়তেন'।[৩] (২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবলীসকে ক্রুদ্ধকারী সূরা এর চাইতে আর নেই। কারণ এই সূরাটিতে শিরক হ'তে বিচ্ছিন্নতা ও তাওহীদের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে'। আছমাঈ বলেন, সূরায়ে কাফেরূণ ও সূরায়ে ইখলাছ-কে 'মুক্বাশক্বিশাতা-ন' (المقشقشتان) বলা হয়। কারণ এ দু'টি সূরার মাধ্যমে 'নিফাক্ব' থেকে স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করা হয়েছে।[৪] ইমাম রাযী বলেন, এই সূরাটির অন্যতম নাম হ'ল 'মুনা-বাযাহ' (المنابذة)। কারণ এই সূরাটির মাধ্যমে শিরককে দূরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন, কুরআনে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধ সমূহের প্রত্যেকটি দু'ভাগে বিভক্ত। আক্বীদা বা বিশ্বাসগত এবং আমল বা ব্যবহারগত। অত্র সূরায় আক্বীদাগত হারাম সমূহ অর্থাৎ শিরক ও নিফাক্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যা কুরআনের এক চতুর্থাংশকে শামিল করে'।[৫]

৫. ফযীলতঃ

হযরত আনাস ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন... যে ব্যক্তি সূরায়ে ইখলাছ পাঠ করল, সে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ এবং যে ব্যক্তি সূরায়ে কাফিরূণ পাঠ করল, সে কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমপরিমান নেকী পেল'।[৬]

৬. শানে নুযূলঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে ইবনু ইসহাক্ব প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, একদা ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ, আছ বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন আবদুল মুত্ত্বালিব, উমাইয়া বিন খালাফ প্রমুখ কুরায়েশ নেতৃবর্গ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও আপোষ প্রস্তাব পেশ করে বলেন, হে মুহাম্মাদ! এস আমরা তোমার মা'বূদকে ইবাদত করি ও তুমি আমাদের মা'বূদের ইবাদত কর। এভাবে আমরা ও তুমি একত্রে আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করি। যদি আমাদের চেয়ে তোমার আনীত নিয়ম-বিধান সমূহ উত্তম বিবেচিত হয়, তাহ'লে আমরা তোমার কাজে শরীক হয়ে যাব এবং আমরা তার অংশ পাব। আর যদি আমাদের নিয়ম বিধান সমূহ তোমার চেয়ে উত্তম হয়, তাহ'লে তুমি আমাদের কাজে শরীক হ'য়ে যাবে এবং তুমি তোমার অংশ নিয়ে নেবে'। তখন আল্লাহ পাক অত্র সূরা নাযিল করেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك 'যদি তুমি আমাদের এইসব দেব-মূর্তিগুলির কোন একটিকে চুমা দাও বা ছুঁয়ে দাও, তাহ'লেই আমরা তোমাকে সত্য বলে মেনে নিব'। তখন জিব্রীল (আঃ) অত্র সূরার আয়াত সমূহ নিয়ে হাযির হ'লেন। ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল এবং রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের উপরে অত্যাচার শুরু করল'।[৭]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাওহীদের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য আপোষ প্রস্তাব নিয়ে মক্কার নেতারা কয়েকবারই আবু ত্বালিবের মধ্যস্থতায় এবং পৃথকভাবে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাদের হেদায়াতের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। একবার তারা এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র ক্বসম! সমগ্র আরব উপদ্বীপে আমরা এমন কাউকে দেখিনা যে তোমার মত এমনভাবে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তুমি তোমার বাপ-দাদাদের গালি দিয়েছ, তাদের ধর্মকে দোষারোপ করেছ (عِبْتَ الدين) তাদের ইলাহগুলিকে গালমন্দ করেছ, জ্ঞানীদেরকে বোকা বলেছ, সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট করেছ (فَرَّقْتَ الجماعة)। এমনকি এমন কোন মন্দ কর্ম আর বাকী নেই, যা আমাদের ও তোমার মধ্যে ঘটেনি। এক্ষণে যদি তুমি তোমার দাওয়াত

---

২. *আল-মুনজিদ, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব প্রভৃতি। বিস্তারিত আলোচনা দেখুন দরসে কুরআন নভেম্বর '৯৮ সংখ্যা 'আন আক্বীমুদ্দীনা' আয়াতের ব্যাখ্যা।*

৩. *মুসলিম, তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৫৯৮।*

৪. *তাফসীরে কুরতুবী ২০/২২৫।*

৫. *তাফসীরুল কাবীর ৩২/১৩৬।*

৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৬ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়; হাদীছটি 'ছহীহ' তবে প্রথম অংশ ব্যতীত। যেখানে রয়েছে যে, সূরায়ে যিলযাল কুরআনের অর্ধাংশ। ছহীহ তিরমিযী হা/২৩১৭-১৮; 'হাসান' ছহীহুল জামে' ছাগীর হা/৬৪৬৬।*

৭. *তাফসীর কুরতুবী ২০/২২৫।*

http://islaminonesite.wordpress.com

থেকে বিরত হও, তাহ'লে তার বিনিময়ে (১) যদি তুমি অর্থ-সম্পদ চাও, আমরা তাই দেব, তখন তুমি আমাদের মধ্যে সেরা ধনশালী হবে। (২) যদি মর্যাদা চাও, তাহ'লে আমরা তোমাকে আমাদের উপরে নেতৃত্ব প্রদান করব। (৩) যদি তুমি শাসন ক্ষমতা চাও, তবে আমরা তোমাকে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করব। (৪) যদি তুমি মনে কর, যে জিন তোমার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে, সেটার চিকিৎসার জন্য পয়সার দরকার, আমরা সকলে মিলে তা খরচ করব (ইবনে হিশাম)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, (৫) তুমি যাকে চাও, তার সাথে তোমার বিয়ে দেব (نُزَوِّجُكَ مَنْ شِئْتَ)। যদি তুমি আমাদের প্রস্তাবসমূহ মেনে নাও ও আমাদের ইলাহগুলিকে গালি দেওয়া থেকে বিরত থাক, তাহ'লে আমরা তোমার অনুসারী হব। আর যদি না মানো, তাহ'লে তোমার নিকটে একটিই মাত্র আপোষ প্রস্তাব রইল, যাতে তোমার ও আমাদের সকলের কল্যাণ রয়েছে। সেটি হ'লঃ তুমি একবছর আমাদের (লাত-ওযযা প্রভৃতি) ইলাহের ইবাদত করবে এবং আমরা এক বছর তোমার ইলাহের ইবাদত করব। এইভাবে আগামীতে চলবে। তাতে আপোষে আর কোন দ্বন্দ্ব হবে না'। তখন অত্র সূরা নাযিল হয় (কুরতুবী)।

ইবনু ইসহাক্ব ইয়াকূব বিন ওৎবা থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ যখন অনুরূপ আপোষ প্রস্তাব নিয়ে আবু ত্বালিবের নিকটে আসে, তখন তিনি কিছুটা নরম হ'য়ে ভাতীজা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেনঃ হে আমার ভাতীজা! তোমার বংশের নেতারা আমার নিকটে আপোষ প্রস্তাব সমূহ নিয়ে এসেছে। অতএব তুমি আমার কাছেই থাক ও নিজেকে নিয়েই থাক। অন্যকে দাওয়াত দিতে গিয়ে তোমাকে রক্ষা করার বোঝা আমার উপরে চাপিয়ো না, যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই'। রাসূল (ছাঃ) ভাবলেন, সম্ভবতঃ চাচা তাকে সাহায্য করতে ও তার পক্ষে দাঁড়াতে দুর্বলতা অনুভব করছেন। তখন তিনি চাচাকে লক্ষ্য করে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, يا عم! والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترُكَ هذا الأمرَ حتى يُظهره الله او أهلك فيه، ما تركتُه 'হে চাচাজী! আল্লাহ্র ক্বসম! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এনে দেয় ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এই শর্তে যে, আমি এই কাজ ছেড়ে দেব, যতক্ষণ না আল্লাহ এটাকে বিজয়ী করবেন অথবা আমি এতে ধ্বংস হ'য়ে যাব, আমি এ দাওয়াত পরিত্যাগ করব না'। বলেই তিনি কেঁদে ফেললেন ও অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর যখন চাচার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হ'লেন, তখন অসহায় ভাতীজার প্রতি স্নেহশীল চাচার হৃদয় উথলে উঠল এবং চীৎকার দিয়ে ডেকে বললেন, হে ভাতীজা এদিকে এসো! তিনি কাছে এলে বৃদ্ধ চাচা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, إذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت فوالله لا أُسلمك لشئ ابدًا 'যাও আমার প্রিয় ভাতীজা! তোমার যা খুশী মানুষকে বল। আল্লাহ্র ক্বসম! কোন কিছুর বিনিময়ে আমি আর কখনোই তোমাকে ছেড়ে যাব না'।[৮]

৭. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

অত্র সূরাটি তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্যকারী হিসাবে পরিচিত। তাওহীদের শেষ ঠিকানা জান্নাত ও শিরকের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। দু'টি পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। জান্নাতের পথে যারা চলতে চায়, তাদেরকে শিরকের পথে যাওয়া চলবে না। জীবনের কোন একটি অংশে শিরকের সাথে সামান্য সময়ের জন্যও আপোষ করা যাবে না। এজন্য যদি অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সবকিছু ছাড়তে হয়, তথাপিও নয়। দেশ, জাতি, সমাজ, বংশ সবাই যদি বিরুদ্ধে যায়, তথাপি জান্নাতের পথ আপোষহীন। দুনিয়াবী কোন লোভ ও স্বার্থ জান্নাতের পথিককে তার লক্ষ্যপথ থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না।

প্রথম আয়াতে 'আপনি বলুন, হে কাফিরগণ!' বলে নিজ বংশের নেতাদের কিছুটা কর্কশ ভাবে আহবান করা হয়েছে। ইমাম রাযী এর ৪৩টি কারণ বর্ণনা করেছেন। মূল বিষয় হ'ল এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে, তিনি রাসূল বা সংবাদবাহক মাত্র। তাই আল্লাহ প্রেরিত কুরআনী অহি-তে সামান্যতম হেরফের করার কোনরূপ এখতিয়ার তাঁর নেই। দ্বিতীয়তঃ যদি অন্যভাবে বলা হ'ত, যেমন 'হে ঐসমস্ত লোকেরা যারা কুফরী করেছ' তাহ'লে কাফির নেতারা ধারণা করত যে, এটা মুহাম্মাদের নিজস্ব কথা। আল্লাহ্র কথা নয়। তাছাড়া তাদের এই আপোষ প্রস্তাবের জওয়াব যে রাসূলের নিজের পক্ষ থেকে দেওয়ার কোন এখতিয়ার নেই, এটা বুঝিয়ে দেওয়া এবং তিনি যে জিনে ধরা রোগী নন বরং বাস্তবেই রাসূল, ঐ বোকা নেতাদের সেটা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ও তাদের অন্ধ-বধির জ্ঞান চক্ষুকে তীর্যক ভাষার মাধ্যমে সজাগ করে দেওয়ার জন্য সরাসরি 'আপনি বলুন, হে কাফিরগণ!' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

এখানে রাসূলকেও পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, তুমি নেতাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য লালায়িত ছিলে। ভেবেছিলে, তারা দলে আসলে ইসলাম সত্বর বিজয় লাভ করবে। তোমার এই ধারণা ভুল। নেতারা কখনো আল্লাহ্র

৮. *সীরাতে ইবনে হিশাম (মিসরঃ বাবী হালবী প্রেস, ২য় সংস্করণ ১৩৭৫/১৯৫৫, ১/২৯৫, ২৬৬ পৃঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

আইন মানতে চায় না। তারা নিজস্ব আইনে জনগণকে শোষণ করে বেঁচে থাকে। ওরা সবকিছু বুঝেও না বুঝার ভান করে। ওরা মুখে স্বীকার করে যে, আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি সবকিছুর মালিক (লোকমান ২৫)। অথচ আল্লাহ্র হুকুম মানেনা। যেটুকু মানলে দুনিয়াবী স্বার্থে ঘা লাগেনা, সেটুকু তারা মেনে চলে। যেমন তারা হজ্জের হুকুম মানত। কেননা হাজীদের কাছ থেকে নিরাপত্তার নামে টাকা আদায় করা যেত। দেশ-বিদেশে কা'বা ঘরের হেফাযতকারী হিসাবে মর্যাদা পেত। ফলে অন্যের মালে ডাকাতি হ'লেও কুরায়েশ নেতাদের ব্যবসায় পণ্যে কখনো ডাকাতি হ'ত না। কিন্তু যেনা-ব্যভিচারী, লটারী, মদখোরী, সূদখোরীর নিষেধাজ্ঞা মানতো না। কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার।

রাসূল যে সত্য এতে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না। আপত্তি ছিল তাঁর আনীত অহি-র বিধান মানার ব্যাপারে। কেননা অহি-র বিধান কোন রাজা-প্রজা বা নেতা-কর্মীকে খাতির করে না। আল্লাহ্র হুকুমের অধীনে সবাই গোলাম হিসাবে ভাই ভাই। এই সমতা কখনোই মক্কার নেতারা বরদাশত করতে পারেনি। ইতিপূর্বে কোন নবীকেই স্ব স্ব যুগের নেতারা একই কারণে মেনে নেয়নি। আর তাই তারা নবীদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপানোর জন্য বাপ-দাদার ধর্ম ও রেওয়াজকে যুগে যুগে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে।

মক্কার নেতারা আরেকটি হাতিয়ার যোগ করেছিল। সেটা হ'ল জামা'আতী ঐক্যের দোহাই। তারা বলেছিল 'মুহাম্মাদ তুমি জামা'আতকে বিভক্ত করেছ' (فرّقتَ الجماعةَ)। অথচ তিনি জামা'আতকে ভাঙ্গেননি বরং অধঃপতিত জামা'আত ও সমাজকে তাদের হারানো পথ তথা আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। রাসূলের এই দাওয়াতকে তারা নেতৃত্ব লাভের বাসনা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। যেমন নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর কওমের নেতারা করেছিল (ছোয়াদ ৬-৭)। আর সেজন্যই তারা রাসূলকে টাকা-পয়সা ও নেতৃত্বের লোভ দেখিয়ে কাবু করতে চেয়েছিল।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কাফিরদের শিরককে এখানে 'মা তা'বুদূন' (مَا تَعْبُدُوْنَ) বলার মাধ্যমে 'ইবাদত' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে তাদের মূর্তি-প্রতিমাকে 'ইলাহ' বলা হয়েছে (ছোয়াদ ৫)। যদিও শিরক মিশ্রিত ইবাদত কখনোই 'ইবাদত' পদবাচ্য নয়। এর কারণ হ'ল তর্কের খাতিরে তাদের দাবীকৃত মা'বূদ ও ইলাহগুলির উপাসনাকে তাদের ভাষায় 'ইবাদত' হিসাবেই স্বীকার করা হয়েছে' (যুমার ৩)। যদিও তা ঠিক নয় এবং ঐসব মা'বূদ প্রকৃত অর্থে মা'বূদ নয়। বরং প্রকৃত মা'বূদ হ'লেন আল্লাহ। এ জন্যেই لا إله إلا الله -এর অর্থ হ'ল لا معبود بحق إلا الله 'কোন হক মা'বূদ নেই আল্লাহ ব্যতীত'।

এর দ্বারা আরেকটি বিষয় ফুটে ওঠে সেটা হ'ল পূজ্য বস্তু বা মূর্তিটাই এখানে প্রধান, না তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজাটাই প্রধান। কারণ মূর্তি পূজারীরা সর্বদা মূর্তি ভাঙ্গে আবার গড়ে। কুরায়েশরাও এরূপ করত।[৯] বুঝা গেল যে, মূর্তি নয় বরং মূর্তির প্রতি ভক্তি-ভালবাসা বা মূর্তি পূজাই বড় কথা। যাকে ইবাদত বা উপাসনা বলা হয়। মূর্তি হ'ল গোপন ভালবাসার বাহ্যিক প্রতীক মাত্র। ইসলামের তাওহীদ ঐ ভালবাসা ও তার প্রতীক উভয়কে দূরে নিক্ষেপ করতে চায়। কাফেররা আল্লাহকে মানত। কিন্তু তাঁর বিধানকে মানত না। আর তাই জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ও আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য নিজেরাই কিছু সুপারিশকারী বা মাধ্যম নির্ধারণ করে নিয়েছিল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এসে তাদেরকে সেই সব কল্পিত সুপারিশকারী ছাড়তে বলেছিলেন ও স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র বিধান মেনে চলতে আহবান জানিয়েছিলেন। এতে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার আশংকা ছিল। তাই তারা রাসূলের এই আহবানকে জেনে বুঝে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং রাসূলকে দাওয়াত বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

সূরাতে 'আমি তোমাদের ইবাদত করিনা' কথাটি দু'বার বলার অর্থঃ বর্তমানেও আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করিনা, ভবিষ্যতেও করব না'। তাছাড়া কোন বিষয় প্রত্যাখ্যানকে যোরদার ভঙ্গিতে বলার জন্য এক কথা একাধিকবার বলা আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবেই পরিগণিত। যেমন রহমান, মুরসালাত, ইনশিরাহ, তাকাছুর প্রভৃতি সূরাতে রয়েছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ 'তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য ও আমার দ্বীন আমার জন্য' একথা কাফেরদের ধিক্কার দিয়ে বলা হয়েছে। নইলে কোন নবী কারু কুফরীতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন না। এত বুঝানোর পরেও যখন তারা বুঝতে চায় না। বরং উল্টা যুলুম করে, তখন তাদেরকে একথা বলা ছাড়া আর কোন পথ থাকেনা। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ 'আমাদের জন্য আমাদের আমল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের আমল' (ক্বাছাছ ৫৫)। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থঃ لكم كفركم بالله ولى التوحيد والإخلاص له 'তোমাদের জন্য তোমাদের কুফরী এবং আমার জন্য খালেছ তাওহীদ'। কেউ কেউ অর্থ করেছেন,

৯. কুরতুবী ২০/২২৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

لكم حسابكم ولى حسابى 'তোমাদের জন্য তোমাদের হিসাব, আমার জন্য আমার হিসাব'। কেউ অর্থ করেছেন, لكم جزاء دينكم ولى جزاء دينى 'তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য ও আমার কর্মফল আমার জন্য'। কেননা দ্বীন অর্থ হিসাব ও বদলা দু'টিই হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখিত 'দ্বীন' আসলে ছিল 'দ্বীনী' (دِيْنِىْ) অর্থাৎ আমার দ্বীন। বাক্যের শেষে হওয়াতে حرف علت বা স্বরবর্ণ ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং মূল মুছহাফে ওছমানীর অনুকরণে دِيْنِ লিখিত হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে فَهُوَ يَهْدِيْنِ (শু'আরা ৭৮), فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (আলে ইমরান ৫০) ইত্যাদি। শেষে নূনের নীচে যের দেওয়া হয়েছে ইয়া-এর স্মৃতি রক্ষার্থে।

ইমাম রাযী বলেন, এই আয়াতটি চূড়ান্ত সীমা নির্দেশকারী হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন কেবল তোমাদেরই জন্য, অন্যদের জন্য নয়। আমি আদিষ্ট হয়েছি অহি ও তাবলীগ দ্বারা এবং তোমরা আদিষ্ট হয়েছ অনুসরণ ও কবুল দ্বারা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি। তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন না করে কুফরী করলে তার ক্ষতি তোমাদেরই হবে। আমার উপরে বর্তাবে না'। তিনি বলেন, দ্বীনের উপরে আমল পরিত্যাগ করার পক্ষে অনেকে আয়াতটিকে ব্যবহার করেন। এটা একেবারেই নাজায়েয। কেননা আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন অনুসরণের জন্য ও সেই অনুযায়ী আমল করার জন্য। তাকে পরিত্যাগ করার জন্য নয়।[১০]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এই আয়াত দ্বারা ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রমাণ করেন যে, الكفر كله ملة واحدة। 'দুনিয়ার তাবৎ কাফের সমাজ একই মিল্লাতভুক্ত'। কেননা ইসলামের বাইরে পৃথিবীর সকল দ্বীন বাতিল হওয়ার দিক দিয়ে একই।[১১] অন্য আয়াতে এসেছে, 'ইয়াহূদ-নাছারাগণ কখনোই তোমাদের উপরে সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের মিল্লাত ভুক্ত হবে'(বাক্বারাহ ১২০)।

মক্কার কাফেররা আল্লাহকে ও আখেরাতকে বিশ্বাস করে ও নিজেদের কল্পিত শিরক ও কুফরী মতবাদের অনুসরণ করার ফলে ইসলামে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ তারা নবুঅত ও শরীয়তকে স্বীকার করেনি। মুসলমানরাও যদি আল্লাহকে ও আখেরাতকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও শিরক ও কুফরী মতবাদের অনুসারী হয় ও তারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকে এবং সাথে সাথে ইসলামকে ও ইসলামের পূর্ণাংগ দ্বীন হওয়াকে অবজ্ঞা করে, তার অবস্থা কি হবে? এর জওয়াব একটাই যে, তারাও মুশরিক হবে ও জাহান্নামী হবে। তবে তাওহীদ ও রিসালাতে সাত্যিকারের বিশ্বাসী হ'লে সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হবে না এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং কিছু গোত্র মূর্তি পূজারী হবে'।[১২] অথচ দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা কোথাও মূর্তি পূজারী নয়। কিন্তু একটু গভীরে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, আমরা অনেকেই মূর্তি পূজারী হয়ে গেছি। যেমন নেককার ব্যক্তির কবরে গিয়ে তাকে সিজদা করা, সেখানে বসে প্রার্থনা করা, তার অসীলায় মুক্তি চাওয়া। সেখানে নযর-নেয়ায দেওয়া, ভক্তি ভাজন পীর বা নেতা-নেত্রীর ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া, চিত্রের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা, নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, ভাস্কর্যের নামে শিক্ষাঙ্গন ও রাস্তার মোড়ে মূর্তি খাড়া করা ও তাকে সম্মান দেখানো, শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা ইত্যাদি কিসের লক্ষণ? অমনিভাবে ইসলামী আদর্শকে অবজ্ঞা করে বা তাকে অপূর্ণ ভেবে বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী মতাদর্শ যেমন বর্তমান যুগের মাথা গোনা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, অদৃষ্টবাদ, অদ্বৈতবাদ, পীরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ইত্যাদি মতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পিছনে জান, মাল, সময়, শ্রম এমনকি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও প্রচার মাধ্যমকে নিয়োজিত করা কি ইসলামের তাওহীদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা নয়?

অনেকে এই সূরাকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে ব্যবহার করেন। অথচ এর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কবর রচনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীকে অন্য ধর্ম ও মতাদর্শের সাথে কোনরূপ আপোষ করার সুযোগ রাখা হয়নি এ সূরাতে। কুরায়েশ নেতারা যেভাবে রাসূলের নিকটে উভয় ধর্মকে উভয়ে মেনে চলার আপোষ ফর্মূলা নিয়ে এসেছিল, আধুনিক যুগে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নতুন মোড়কে সেই পুরানো ফর্মূলা নিয়ে হাযির হয়েছে। এই মতবাদ ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবনে ইসলামকে স্বীকার করে ও বৈষয়িক জীবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের সাথে আপোষ করতে বলে। এই মতবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবন থেকে ইসলামকে উৎখাত করে কেবল ধর্মীয় কতগুলি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলামকে নির্বাসন দিতে চায়।

১০. তাফসীরুল কাবীর ৩২/১৪৮।
১১. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৬০০ পৃঃ।
১২. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিতান' অধ্যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com

যাতে স্বার্থপর কুরায়েশ নেতাদের মত নিজেদের রচিত আইন মোতাবেক ইচ্ছামত জনগণকে শোষণ ও নির্যাতন করা যায়। অথচ এটা যে একেবারেই অবাস্তব, পার্শ্ববর্তী ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রটি তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম ও মতাদর্শের উপরে ইসলাম বিজয়ী দ্বীন বা জীবনাদর্শ হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল দিক ও বিভাগের পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত এতে মওজূদ রয়েছে। অন্য ধর্ম ও ধর্মের অনুসারীদের সাথে মুসলমানরা কি আচরণ করবে তারও সুন্দর দিক নির্দেশনা এতে দেওয়া আছে।

এক্ষণে মুসলমান হ'য়েও যদি কেউ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে খৃষ্টানদের ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অনুসৃত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের অনুসারী হন, তবে তিনি নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী জাহেলী মতাদর্শের অনুসারী ও কবীরা গোনাহগার হবেন।

মোট কথা কোন কাফের ও কুফরী দর্শনের সাথে কোন মুসলমান কোন অবস্থাতেই আপোষ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাফেরদের সকল আপোষ প্রস্তাবকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন জীবনের ঝুঁকি নিয়েও। কেননা জান্নাতের পথ কখনোই আপোষমুখী নয়। জান্নাত পিয়াসী কোন মুমিন তাই কোন অবস্থায় বাতিলের সঙ্গে আপোষ করতে পারে না। এই আপোষহীন তাওহীদবাদী মুমিনের সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকবে। এমনকি যখন পৃথিবীতে এই ধরণের লোকদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবেনা, তখনই ক্বিয়ামত হবে'।[১৩] তবুও ক্বিয়ামতের প্রাক্কাল অবধি একদল হকপন্থী আপোষহীন তাওহীদবাদী মুমিনের অস্তিত্ব থাকবে। পরিত্যাগকারীদের পরিত্যাগ তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[১৪] তারাই হবে জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিকারী। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।- আমীন!!

---

১৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬।
১৪. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯২০; আবুদাঊদ, ঐ হা/৫৪০৬; মুসলিম, ঐ হা/৫৫০৭।

মেসার্স যমুনা ওয়েল্ডিং ওয়ার্কসপ

এখানে যাবতীয় ইলেকট্রিক ও গ্যাস ওয়েল্ডিং, গ্রীল, গেট, স্টিল ফার্নিচার, ট্রাংক ইত্যাদি সুদক্ষ কারিগর দ্বারা উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরী এবং সরবরাহ করা হয়।

মেসার্স যমুনা ওয়েল্ডিং ওয়ার্কসপ
প্রোঃ- মোঃ জাফর আলী
সারিয়াকান্দি রোড
চেলোপাড়া, বগুড়া।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

তাহের ক্লথ ষ্টোর

এখানে সূলভ মূল্যে এক দরে উন্নতমানের শাড়ী, লুঙ্গি, বেডসিট, তোয়ালা, ওড়না ও জায়নামাজ পাওয়া যায়।

প্রোঃ মোঃ আব্দুন নূর এণ্ড ব্রাদার্স
পূর্ব-বাজার মারোয়াড়ী পট্টি, জয়পুরহাট।
ফোনঃ (০৫৭১) ৭৮০।

বিঃ দ্রঃ বাস ভাড়া দেওয়া হয়

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে হাদীছ

খতমে নবুওয়াত

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم: ... وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلاَثُوْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِىُّ اللّٰهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، وَلاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ رواه أبوداؤد والترمذى-

১. উচ্চারণঃ

'আন ছাওবা-না ক্বা-লা ক্বা-লা রাসূলুল্লা-হি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লামাঃ ওয়া ইন্নাহূ সায়াকূনু ফী উম্মাতী কাযযা-বূনা ছালা-ছূনা। কুল্লুহুম ইয়ায'উমু আন্নাহূ নাবিইয়ুল্লা-হি, ওয়া আনা খা-তিমুন নাবিইয়ীনা ওয়া লা নাবিইয়া বা'দী...।

২. অনুবাদঃ

হযরত ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, অতি শীঘ্র আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্র নবী বলে ধারণা করবে। অথচ আমিই শেষ নবী। আমার পরে কোন নবী নেই'।[১]

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) ওয়া ইন্নাহূ (وَإِنَّهُ) বাক্যের মধ্যে شان বা অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ করে। (২) সায়াকূনু (سَيَكُوْنُ) 'অতি শীঘ্র হবে বা ঘটবে'। مضارع -এর প্রথমে سَ বা سَوْفَ যোগ করলে তা ভবিষ্যৎ কালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। سَ যুক্ত হ'লে নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ এবং سَوْفَ যুক্ত হ'লে দূরবর্তী ভবিষ্যৎকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এখানে নিকটবর্তী ভবিষ্যৎকাল বুঝানো হয়েছে। (৩) কাযযাবূনা (كَذَّابُوْنَ) 'মহা মিথ্যাবাদীরা'। اَلْكِذْبُ ধাতু হ'তে اسم مبالغه বা আধিক্য বোধক বিশেষ্য হয়েছে। এটি বহুবচন। একবচনে 'কাযযাব'। এখানে মিথ্যাবাদী বলতে 'নবুঅতের দাবীতে মিথ্যাবাদী' অর্থাৎ ভণ্ডনবী বুঝানো হয়েছে (মিরক্বাত)। (৪) কুল্লুহুম ইয়ায্'উমু (كُلُّهُمْ يَزْعَمُ)ঃ 'তাদের প্রত্যেকেই ধারণা করবে'। يَزْعَمُ একবচন, ভবিষ্যৎ সূচক ক্রিয়াপদ, باب نَصَرَ يَنْصُرُ। এখানে ক্রিয়াপদটি একবচনের হয়েছে كُلُّ শব্দের দিকে সম্বন্ধ করে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই। (৫) খা-তিমুন নাবিইয়ীনা (خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ) 'নবীদের সমাপ্তকারী'। বাক্যে حال হয়েছে। অর্থাৎ 'প্রকৃত অবস্থা এই যে, আমিই শেষ নবী'। খা-তিম ও খা-তাম দু'টিই পড়া জায়েয আছে। যেমন কুরআনে 'খা-তাম' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে (আহযাব ৪০)। এটি খতম বা খিতাম (الْخَتْمُ او الْخِتَامُ) ধাতু হ'তে উৎপন্ন। অর্থঃ শেষ, সর্বশেষ, সীলমোহর ইত্যাদি। ইনভেলাপে ভরে সীল গালা করলে তাকে আরবীতে 'মাখতূম' বলা হয়। خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন (বাক্বারাহ ৮)। অন্য আয়াতে এসেছে يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ (জান্নাতীদেরকে) সীল করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে' (তাৎফীফ ২৫)।

প্রত্যেকে বস্তুর শেষ বা দলের শেষ ব্যক্তিকে 'খা-তিম' বা সর্বশেষ বলা হয় (আল-মুনজিদ, আল-ক্বা-মূসুল মুহীত্ব ইত্যাদি)।

(৬) লা নাবিইয়া বা'দী (لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ) 'আমার পরে কোন নবী নেই'। 'লা' لائے نفى جنس অর্থাৎ নবী সম্প্রদায়ের কেউ আর কখনো আসবে না। 'বা'দী' অর্থ আমার পরে।

৪. হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

কালেমায়ে শাহাদাতের প্রথমাংশে তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং দ্বিতীয়াংশে রিসালাতে মুহাম্মাদী তথা খতমে নবুঅতের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি মুসলমান হ'য়ে থাকে। উক্ত কলেমার প্রথমাংশের উপরে ঈমান আনলে ও দ্বিতীয়াংশকে অস্বীকার করলে কেউ মুসলিম পদবাচ্য হ'তে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শেষ নবী মানতে অস্বীকারকারী কিংবা সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির ও জাহান্নামী। অমনিভাবে তাঁকে শেষনবী হিসাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করার পর তাঁর আনীত শরীয়তকে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হিসাবে মানতে অস্বীকারকারী ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী হিসাবে বিশ্বাস করার উপরেই নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও অগ্রগতি। নির্ভর করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হওয়া, নবীর

১. *আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিতান' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৫৭৭, ছহীহ তিরমিযী হা/১৭৯৩, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৯২।*

সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হওয়া ও কুরআনের সর্বশেষ আসমানী কিতাব হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَثَلِيْ وَ مَثَلُ الْأَنبياء كمثل قَصْرٍ أُحْسِنَ بنيانُهُ تُرِكَ منه موضعُ لَبِنَةٍ ...فكنتُ أنا سددتُ موضعَ اللبنة خُتِمَ بِيَ البنيانُ و خُتِمَ بِيَ الرسلُ ، وفى رواية: فأنا اللَّبِنَةُ و أنا خَاتَمَ النبيِّيْنَ، متفق عليه

'নবীদের তুলনা একটি পাকা ভবনের ন্যায়, যাতে একটি ইটের জায়গা মাত্র খালি ছিল। আমিই সেই ইট এবং আমার মাধ্যমেই নবীদের সিলসিলা শেষ হ'য়ে গেছে'।[২]

কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী ও রাসূল এবং হাদীছে বর্ণিত ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গাম্বরের মধ্যে চারজন শ্রেষ্ঠ রাসূলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী বা রাসূল হ'লেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)।[৩] তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। সকল নবীই ছিলেন স্ব স্ব গোত্রের জন্য। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন জিন ও ইনসান সহ সকল মাখলুক্বাতের জন্য প্রেরিত বিশ্বনবী।[৪]

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, নবুঅতের বিপুল মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হ'য়ে দুনিয়া পূজারী কিছু ব্যক্তি যুগে যুগে নবুঅতের মিথ্যা দাবী করেছে। শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইয়ামনে জনৈক আসওয়াদ আনাসী, ইয়ামামাতে মুসায়লামা কাযযাব এবং রাসূলের মৃত্যুর পরপরই নাজদে তুলায়হা আসাদী ও ইরাকে সাজা' নাম্নী জনৈকা মহিলা 'নবী' হবার দাবী করে। এইসব ভণ্ড নবীদেরকে সমূলে উৎখাত করেন প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)।

দরসে বর্ণিত হাদীছে ত্রিশজন মিথ্যা নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তন্মধ্যে উপরে চারজনের পরিচয় আমরা পেয়েছি। অতঃপর প্রায় তেরশো বছর পরে বর্তমানকালে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর যেলার বাটালা মহকুমাধীন 'ক্বাদিয়ান' (قاديان) উপশহরে জন্মগ্রহণকারী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮) ১৮৯১ সালে নিজেকে 'মসীহ ঈসা' ও ১৮৯৪ সালে 'মাহ্দী' এবং ১৯০৮ সালে মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে নিজেকে 'রাসূল ও নবী' দাবী করে। বৃটিশের যুলুমশাহীর বিরুদ্ধে উত্থানরত ভারতীয় জনমত বিশেষ করে শাসন-শক্তিহারা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক উত্থানকে অংকুরেই বিনাশ করার জন্য কুচক্রী ইংরেজের অসংখ্য কুট জালের মধ্যে এটা ছিল অন্যতম। ইংরেজ ও ইহুদীদের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হ'য়ে এই কাদিয়ানী নবী মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের দ্বিতীয় স্তম্ভ খতমে নবুঅতের বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। ওলামায়ে দ্বীনের যথাযথ প্রতিরোধের মুখে তার এই অপচেষ্টা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম না হ'লেও দুনিয়া সর্বস্ব কিছু বুদ্ধিজীবীকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে বৃটিশ রাজশক্তির সক্রিয় সমর্থন ও মুসলিম নামধারী কিছু আলেমের সহযোগিতায় এই মিথ্যা নবীর ভণ্ড মতবাদ উপমহাদেশ সহ সারা বিশ্বে প্রচারিত হ'তে থাকে। مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ، 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী' (আহযাব ৪০)। অত্র আয়াতে বর্ণিত 'খা-তাম' অর্থ তারা বলে 'সর্বোত্তম' (افضل) অথবা আংটি (مهر) এবং 'নবীইয়ীনা' (النَّبِيِّيْنَ) অর্থ করে 'শরীয়তের অধিকারী নবীগণ' (الانبياء ذو الشريعة)। অথচ এই ব্যাখ্যা কুরআন, হাদীছ, অভিধান, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের গৃহীত ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমনকি খোদ গোলাম আহমাদের নিজের কথারও বিপরীত। যেমন তিনি নিজের জন্ম সম্পর্কে বলেন, 'আমি ও আমার এক বোন যমজ হিসাবে জন্মগ্রহণ করি। প্রথমে বোনটি মায়ের পেট থেকে বের হয়। তারপর আমি বের হই। আমার পরে আমার পিতামাতার আর কোন সন্তান হয়নি। وكنتُ خَاتِمًا لِأَوْلَادِهِمَا 'এবং আমি ছিলাম বাপ-মায়ের সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ'।

মদ ও নারীতে চূর এই ভণ্ডনবী মৃগী, বহুমূত্র, মূর্চ্ছা ও টিবি সহ প্রায় দেড় ডজনের অধিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। যখন তিনি মদ খেয়ে ও আফিমের ঘোরে চোখ লাল করে বসতেন এবং সেই সময় মৃগী রোগ তার উপরে চাপলে তিনি মাটিতে মুখ রগড়াতে থাকতেন। তখন ইবলীস শয়তান তার ঘাড়ে চেপে বসে তাকে দিয়ে বিভিন্ন কুফরী ও শেরেকী কথা বলিয়ে নিত। যাকে তিনি এলহাম ও 'অহি' মনে করতেন। যেমন তিনি একবার বলেন, میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں 'আমি

---

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৪৫ 'শ্রেষ্ঠ নবীর ফাযায়েল' অধ্যায়।*
৩. *নিসা ১৬৪; আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭ 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা' অধ্যায়।*
৪. সাবা ২৮; *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৪৭, মুসলিম, ঐ, হা/৫৭৪৮, দারেমী, ঐ, হা/৫৭৭৩।* كان النبيُّ يُبْعَثُ إلى قومه خاصة و يُبْعَثُ إلى الناس عامة، متفق عليه، أرسلتُ إلى الخلق كافة وختم بى النبيون رواه مسلم، فأرسله إلى الجن والإنس رواه الدارمى

http://islaminonesite.wordpress.com

একবার কাশফে দেখলাম যে, আমি স্বয়ং খোদা'। তিনি বলেন, অন্যান্যদের সাথে আমাদের মতভেদ কেবল ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ও অন্যান্য কতিপয় বিষয়ে নয়। বরং আল্লাহ্র সত্তা, রাসূল (ছাঃ), কুরআন, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত মোটকথা প্রত্যেক বিষয়ে রয়েছে'। অনুরূপভাবে তাঁর প্রথম খলীফা নূরুদ্দীন বলেন, ওদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) ইসলাম এক এবং আমাদের অন্য'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে কখনো মুসলমান বলে দাবী করেনি। তবুও ইসলামী নাম রাখা ও ইসলামী পরিভাষা সমূহ ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হ'ল মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত করা। যেমন আজকাল খৃষ্টান লেখকরা করছে।

১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী মির্যা গোলাম আহমাদ নিজেকে মসীহ মাউ'উদ (مسيح موعود) বা ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ঈসা (আঃ) বলে দাবী করে বলেন, مسيح كے نام پر يه عاجز بهيجا گيا 'মসীহের নামে এই অক্ষমকে পাঠানো হয়েছে'। এই দাবী প্রকাশের সাথে সাথে একই মহকুমার অধীন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (মৃঃ ১৯২০ খৃঃ) উক্ত দাবীকে প্রশ্ন আকারে দু'শো আলেমের নিকটে প্রেরণ করলে তাঁরা সকলেই মির্যাকে 'কাফির' ফৎওয়া দেন।

অতঃপর ১৮৯৪ সালের ১৭ই মার্চ 'মি'য়া-রুল আখ্ইয়া-র' (معيار الأخيار) শিরোনামে এক ইশতেহার প্রকাশ করে মির্যা ছাহেব নিজেকে 'ইমাম মাহদী' দাবী করেন। সবশেষে ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ তারিখে কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত 'বদর' পত্রিকায় তিনি নিজেকে 'নবী' ঘোষণা দিয়ে বলেন, همارا دعوى هے كه هم رسول اور نبى هيں 'আমার দাবী এই যে, আমি রাসূল এবং নবী'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়। তারা পৃথক এক ভণ্ড নবীর উম্মত।

এই মিথ্যা নবী ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ একটি জামা'আত কায়েম করেন এবং নিজের নামানুসারে নাম রাখেন 'আহমাদী জামা'আত'। ১৯০৮ সালের ২৬শে মে মির্যার মৃত্যুর পরে এই জামা'আত কাদিয়ানী ও লাহোরী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ভারতের মূল কাদিয়ানীরা তাকে নবী মানে এবং লাহোরের কাদিয়ানীরা তাকে 'মুজাদ্দিদ' বা যুগ-সংস্কারক বলে মনে করে। মুহাম্মাদ আলী ছিলেন লাহোরী গ্রুপের বিখ্যাত মুফাস্সির। পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাবের 'রবওয়া' কলোনীটি মির্যাকে নবী মান্যকারীদের 'ভ্যাটিক্যান সিটি' নামে পরিচিত। ঢাকার বখশী বাজারে সরকারী আলিয়া মাদরাসার পার্শ্বেই এদের বাংলাদেশস্থ হেড অফিস ও মসজিদ অবস্থিত।

বিদেশের মাটিতে এদের প্রধান ঘাঁটি হ'ল ইসরাঈলের সমুদ্র তীরবর্তী শহর হাইফাতে। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্মের পূর্ব থেকেই তারা ঐ কেন্দ্র হ'তে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবা করত। এই শহরের কারমাল পর্বতে কাদিয়ানীদের প্রচারকেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমেই গোলাম আহমাদের অধিকাংশ বই আরবীতে অনুবাদ করে প্রচার করা হয়ে থাকে এবং সেখান থেকেই তাদের মাসিক মুখপত্র 'আল-বুশরা' (البشرى) ত্রিশটি আরবদেশে প্রচারিত হয়।

ভারত উপমহাদেশের উপরে চেপে বসা ইংরেজ দখলদারদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে 'জিহাদ আন্দোলন' যখন ব্যাপক রূপ লাভ করতে যাচ্ছে, তখন মির্যা কাদিয়ানী ফৎওয়া দেন যে, 'বৃটিশ শাসন মুসলমানদের জন্য আসমানী রহমত স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা এই সাম্রাজ্যকে মুসলমানদের জন্য করুণার বারিধারা স্বরূপ পাঠিয়েছেন। অতএব বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা নিশ্চয়ই হারাম'। তিনি নিজের দলকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার জামা'আতের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, তারা যেন ইংরেজ শাসনকে নিজেদের জন্য 'উলুল আমর' হিসাবে গণ্য করে এবং সততার সাথে তাদের অনুগত থাকে'। তিনি বলেন, ইংরেজরা আমাদের দ্বীনকে যেরূপ সাহায্য দিয়েছে সেরূপ হিন্দুস্তানের কোন মুসলিম শাসক দিতে পারেনি'। তিনি বলেন, আমি ইমাম মাহদী এবং বৃটিশ হুকুমত আমার তলোয়ার... আল্লাহ এই হুকুমতের সাহায্য ও সমর্থনে ফেরেস্তা নাযিল করেছেন'।

১৯৭৪ সালের ১০ই এপ্রিলে মক্কায় অনুষ্ঠিত 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র সম্মেলনে এবং একই সালের ৭ই সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদের কাফের ও অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার আজও এটা করেনি। জানিনা এর পিছনেও সাম্রাজ্যবাদী লবি কাজ করছে কি-না।

ভণ্ডনবীর মৃত্যুঃ

পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসর যেলার অন্যতম খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আবদুল হক গযনভী ১৮৯৩ সালের জুন মোতাবেক ১৩১০ হিজরীর ১০ই যুলক্বা'দা ভণ্ড নবী মির্যার বিরুদ্ধে অমৃতসর ঈদগাহ ময়দানে এক 'মোবাহালা' করেন। তাতে উভয়ে তিনবার করে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হে আল্লাহ! যদি আমার দাবীতে আমি মিথ্যাবাদী হই, তবে তুমি আমার উপরে সেইরূপ লা'নত কর, যেরূপ তুমি আজ পর্যন্ত কোন কাফিরের উপরেও কর নি'।

http://islaminonesite.wordpress.com

অপরদিকে মির্যা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে কলমী ও বিতর্ক যুদ্ধের একচ্ছত্র অধিনায়ক, ভারত বিখ্যাত মুনাযির, 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্স'-এর সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ'-এর স্বনামধন্য সম্পাদক 'ফা-তেহে ক্বা-দিয়ান' বা 'কাদিয়ান বিজয়ী' বলে পরিচিত আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) প্রদত্ত চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জের জ্বালায় অতিষ্ট হ'য়ে ভণ্ডনবী ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিলে একটি লম্বা ইশতেহার প্রকাশ করে সেখানে 'মোবাহালা' ছুঁড়ে দিয়ে লেখেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ও ছানাউল্লাহ্‌র মধ্যে ফায়ছালা করে দাও এবং তোমার দৃষ্টিতে প্রকৃত অশান্তি সৃষ্টিকারী ও মিথ্যুককে সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও'।

দু'দু'জন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেমের সাথে মোবাহালার ফলশ্রুতি হ'ল এই যে, আল্লাহপাক এই মিথ্যা নবীকে সত্যবাদীদের জীবদ্দশায় মর্মান্তিক মৃত্যু দান করেন। আল্লামা ছানাউল্লাহ্‌র সাথে মুবাহালার ১৩ মাস ১০ দিন পরে ১৯০৮ সালের ২৫শে মে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ২৬শে মে সকাল ১০টার পরে তিনি লাহোরে মারা যান। মৃত্যুর সময়ে তার মুখ দিয়ে পায়খানা বের হচ্ছিল। অতঃপর দাফনের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়ার পথে লাহোরের আহমাদিয়া বিল্ডিং থেকে রেল ষ্টেশন পর্যন্ত মির্যার লাশের উপর ইট-পাথর, ময়লা-আবর্জনা, বিষ্ঠা ও পায়খানা এমনভাবে বর্ষিত হয় যে, বিশ্ব ইতিহাসে কোন কাফিরেরও এত লাঞ্ছনা ও অবমাননার খবর পাওয়া যায় না।

অপরদিকে তাকে 'কাফির' আখ্যা দানকারী ও মোবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদানকারী মাওলানা আবদুল হক গযনভী মারা যান মির্যার মৃত্যুর নয় বছর পর ১৯১৭ সালের ১৭ই মে এবং আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী মারা যান মির্যার মোবাহালা ঘোষণার ৪০ বছর ১১ মাস পরে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে। এমনিভাবেই মিথ্যার পরাজয় ও সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

খতমে নবুওয়াতঃ ইসলামের পূর্ণতা ও সার্বজনীনতার গ্যারান্টি

বিশ্ববিশ্রুত সীরাত লেখক ও ঐতিহাসিক আল্লামা সুলায়মান মনছূরপুরী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৩২টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। তন্মধ্যে অন্য সকল নবী থেকে তাঁর পৃথক যে দু'টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহ'ল তাঁর নবুঅতের সার্বজনীনতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে খতমে নবুঅত। মূলতঃ খতমে নবুঅতের আক্বীদার মধ্যেই ইসলামের পূর্ণতা ও সার্বজনীনতার গ্যারান্টি রয়েছে। সাথে সাথে রয়েছে মুসলিম ঐক্যের নিশ্চয়তা। যখনই একজন মুসলমান 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে, তখনই সে গায়রুল্লাহ্‌র সাথে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্য কবুল করে নেয়। তার মধ্যে কারু সার্বভৌমত্বকে শরীক করার কোন সুযোগ থাকেনা।

অমনিভাবে যখন কোন মুসলমান 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে সাক্ষ্য দেয়, তখনই অন্য কোন ব্যক্তির নবুঅত ও রিসালাতের দাবী অন্তর্হিত হয়। অন্য কোন ব্যক্তিসত্তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের দাবী লোপ পায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শেষনবী বলেই তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত ইসলাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে (মায়েদাহ ৩)। যদি আরও নবী আসার সম্ভাবনা থাকত, তাহ'লে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করত না। কেননা পূর্ণতার পরে আর কিছু বাকী থাকেনা। আর কোন নবী আসবেন না বলেই তিনি 'বিশ্বনবী' হিসাবে এসেছেন (সাবা ২৮)। অন্য নবীদের ন্যায় গোত্রীয় নবী হিসাবে আসেননি। আর সেকারণেই তাওরাত, যবূর, ইনজীল প্রভৃতি এলাহী গ্রন্থকে মানসূখ বা হুকুম রহিত ঘোষণা করে কুরআনকেই বিশ্ববাসীর একমাত্র জীবনগ্রন্থ হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لو كان موسى حيًا ما وَسِعَهُ إلا اتباعى 'যদি আজকে মূসা (আঃ)ও জীবিত থাকতেন, তবুও আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর উপায় থাকত না'।[৫]

মোটকথা ইসলামের সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হওয়া, কুরআনের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ ইলাহী গ্রন্থ হওয়া, এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যবদ্ধ জাতি হওয়া নির্ভর করছে খতমে নবুঅতের আক্বীদার উপরে। তিনি যে শেষ নবী এতে যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে, এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। এছাড়াও বলেন, لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُ 'যদি আমার পরে কেউ নবী হ'ত, তাহ'লে ওমর হ'ত'।[৬]

ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের লালিত-পালিত মির্যা কাদিয়ানী যে হাদীছে বর্ণিত ৩০ জন মিথ্যা নবীর অন্যতম ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভণ্ডনবীদের উত্থানের আশংকা চিরকাল থাকবে। ইহুদী-নাছারা ও মুশরিক তথা দুনিয়ার তাবৎ কুফরী শক্তি চিরকাল ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালিয়ে যাবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) যেভাবে কঠোর হস্তে এদেরকে দমন করেছিলেন, তেমনি কঠোরভাবে সকল মুসলিম সরকার ও জনগণকে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সর্বদা সচেতন থাকতে হবে এদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ইসলাম ও তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যাবতীয় চক্রান্ত প্রতিহত করার তাওফীক দাও! আমীন!!

---

৫. *আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৭৭, হাদীছ হাসান।*
৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৩৮ সনদ হাসান।*

http://islaminonesite.wordpress.com

প্র ব ন্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ

-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম*

(৪র্থ কিস্তি)

মজলিসে শূরাঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম রুকন হ'ল 'মজলিসে শূরা' বা পরামর্শ পরিষদ। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে 'মজলিসে শূরা'র সদস্যগণ রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। এ পরিষদের সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত বা নির্বাচিত হন না। দুধ ঘুঁটলে যেমন উপরে সর পড়ে, তেমনিভাবে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গই সবসময় সমাজের শীর্ষে অবস্থান করে থাকেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার বলেই তারা উক্ত দায়িত্বে আসীন হন। মূলকথা উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তাহ'লে নেতা নির্বাচন করার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে যদি মানুষের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বই কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সাথে মানুষের সর্বপ্রকারের অহমিকা ও ক্ষমতা লিপ্সাকে সংযত করতে পারে এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও চিন্তা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে পারে।

পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ অর্থাৎ 'তাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পরামর্শের ভিত্তিতে' (শূরা ৩৮)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) বলেছেন- اذا وقعت واقعة اجتمعوا وتشاوروا فاثنى الله عليهم اى لاينفردون برأى بل مالم يجتمعوا عليه لايعزمون عليه 'যখন কোন ঘটনা সংঘটিত হ'ত তখন তারা সকলে একত্রিত হ'তেন এবং পরস্পর পরামর্শ করতেন। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁরা কেউ নিজের ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে কাজ করতেন না। বরং সবাই একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতেন না।[১]

পরামর্শ করার গুরুত্ব থেকে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সব ব্যাপারে সমাধান হিসাবে সরাসরি 'অহি' লাভ করতেন। এমনকি মা'ছূম (নিষ্পাপ) হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন- وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ-

'হে নবী! আপনি লোকদের (ছাহাবীদের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি যে সংকল্প গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন' (আলে ইমরান ১৫৯)।

রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য এ আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্যে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, لا غنى لولى الامرعن المشاورة فان الله تعالى أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم- 'কোন রাষ্ট্র প্রধান-ই পরামর্শ চাওয়া ও গ্রহণ করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে এজন্যে নির্দেশ প্রদান করেছেন।[২]

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেছেন, إنّما أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه ممّا امره بمشاورتهم فيه تعريفا منه امته ليقتدوا به فى ذلك عند النوازل التى تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم-

'আল্লাহ তাঁর নবীকে ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ সেই পরামর্শ গ্রহণের জন্যে যে বিষয়ে আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন যেন তাঁর উম্মতেরা তাদের উপর অনুরূপ অবস্থা দেখা দিলে তারা তাঁদের অনুসরণ করে ও পারস্পরিক পরামর্শ করে।[৩] অনুরূপভাবে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) হাসান বছরী ও যাহ্হাকের বর্ণনায় বলেছেন, ما أمَرَ الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه الى رأيهم، وإنما أراد أن يُعلّمهم مافى المشاورة من الفضل، ولتقتدى به أمته من بعده -[৪]

---

* প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।

১. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, পৃঃ ২৭।

২. তাক্বীউদ্দীন আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ, আস-সিয়াসাতুশ শরঈয়াহ, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ আলী আল-হালাবী আল-তাহরী, (জমঈয়াতু এহয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, কুয়েত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬), পৃঃ ১২৫।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৃঃ ৩৫।

৪. তাফসীরে কুরতুবী, তাহক্বীকঃ আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী, (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৪২, ২৪৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

যে কারণে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নবুঅতী কার্যাবলী সম্পাদনে ও অন্যান্য যাবতীয় সামষ্টিক কর্মকাণ্ডে ছাহাবায়ে কেরামের সাথে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ করতেন। অবশ্য যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিধান পেতেন সেসব ক্ষেত্রে কারু সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজনই উঠে না। তিনি তা করতেনও না। নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি 'পরামর্শ কর' - এ নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, إنّ الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمّتى، مَنْ اشتشارَ منهم لم يعدم رشدًا ومن تركها لم يعدم غيًا 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পরামর্শ করার মুখাপেক্ষী নন। তা সত্ত্বেও পরামর্শের এ বিধান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন আমার উম্মতের প্রতি রহমত স্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি পরামর্শ করবে, সে সঠিক পথ কখনই হারাবে না। আর যে ব্যক্তি পরামর্শ করবে না, সে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবে না।[৫]

খুলাফায়ে রাশেদীনও মজলিসে শূরার পরামর্শে কার্য পরিচালনা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ক্বাদেসিয়ার যুদ্ধের (৬৩৭ খ্রীঃ) সময় হযরত ওমর (রাঃ) নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রাঃ)-কে নিযুক্ত করে নিজেই ক্বাদেসিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর অনুপস্থিতিতে পরামর্শ সভা বসে। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে খলীফার পক্ষে রাজধানী ত্যাগ করা আদৌ যুক্তিসংগত হবে না। মদীনা হ'তে তিন মাইল দূরে 'সিরার' নামক স্থানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তাঁকে মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত জানানো হ'লে তিনি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে কোন ওযর-আপত্তি ছাড়াই সেখান থেকে সোজা রাজধানীতে ফিরে আসেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের কোন মূল্যই দিলেন না। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা কত ব্যাপক উপরের দলীলাদি ও ঘটনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইসলামী শরীয়তের অনুসরণঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হ'তে শুরু করে মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, জনসাধারণ সকলকেই দ্বিধাহীন চিত্তে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করতে হয়। ইসলামী শাসন- বিধানের উপকরণসমূহ প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিনটি উৎস হ'তে সংগৃহীত হয়। (১) আল্লাহ্র কিতাব (২) রাসূলের (ছাঃ) ছহীহ সুন্নাহ (৩) কুরআন-সুন্নাহ্তে বিজ্ঞ মুসলিম বিদ্বানগণের সৎপরামর্শ।

আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূল বুনিয়াদ, তা প্রমাণের জন্য কুরআন-সুন্নাহ হ'তে অসংখ্য প্রমাণ পেশ করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إنَّا أنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أرَاكَ اللهُ 'নিশ্চয়ই আমি পরম সত্য আল-কুরআন আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান' (নিসা ১০৫)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا – 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তোমাদের যা আদেশ করেন তা তোমরা পালন কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক' (হাশর ৭)।

আল্লাহ আরো বলেছেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَ। 'যে ব্যক্তি রাসূলের (ছাঃ) আদেশ পালন করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আদেশ পালন করল' (নিসা ৮০)।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিংবা ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে যখন এমন কোন নতুন সমস্যা দেখা দেবে যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে সরাসরি গ্রহণ করা অসম্ভব, তখন কুরআন-সুন্নাহ্তে বিশেষজ্ঞ এবং যোগ্যতা সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের পরামর্শের ভিত্তিতে এরূপ সমস্যার সমাধান করতে হবে। কিন্তু সে সমাধান যেন কোন অবস্থাতেই শরীয়তের বিধান এবং ইসলামের মূলনীতি বিরোধী না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এজন্য খলীফা ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, لا خلافة الاّ عن مشورة - 'যে রাষ্ট্রে মুসলমানদের পরামর্শের ব্যবস্থা নেই তা খিলাফত (রাষ্ট্র) নয়।[৬]

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেছেন, ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلّى الله عليه وسلم – 'রাসূলুল্লার (ছাঃ)-এর ন্যায় স্বীয় ছাহাবীগণের সাথে এত অধিক পরামর্শকারী ব্যক্তি আমি দেখি নাই।[৭]

৫. আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, পৃঃ ২৮০; মর্মার্থঃ বয়ানুল কুরআনের উদৃতিতে সংক্ষিপ্ত তফসীর মা'আরেফুল কোরআনঃ অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ২১৪।

৬. সংক্ষিপ্ত তাফসীর মা'আরেফুল কোরআনঃ অনুঃ সম্পাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ২১৪।

৭. আস-সিরাসাতুশ শরঈয়াহ পৃঃ ১২৫, টীকা নং-২।

http://islaminonesite.wordpress.com

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র, উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ইনছাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং যাবতীয় যুলুম ও অন্যায়কে নির্মূল করা ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ – 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও ন্যায়দণ্ড অবতীর্ণ করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ ইনছাফ ও ন্যায় বিচার লাভ করবে' (হাদীদ ২৫)।

রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি এবং যাবতীয় নিয়ম-নীতি ও উপায়-উপাদানের সাহায্যে সকল প্রকার ন্যায় ও সৎকাজের পথ প্রশস্ত করা এবং সর্বপ্রকার অন্যায় ও অসৎ কাজের পথ রুদ্ধ করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

'এরা এমন লোক যে, আমি যমীনের বুকে তাদেরকে ক্ষমতা দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে' (হজ্জ ৪১)।

নেতৃত্বঃ

যোগ্য নেতৃত্বের গুণে কোন জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে পারে। আবার অযোগ্য নেতৃত্বের ফলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে সীমাহীন অভিশাপ।

নেতৃত্ব বলতে সাধারণতঃ নেতার গুণাবলীকে বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নেতৃত্বের অর্থ আরো ব্যাপক। কোন ব্যক্তি বা কোন দলের নেতা কতখানি গুণের অধিকারী এবং তা অন্যকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাকেই 'নেতৃত্ব' বলে। নেতৃত্ব একটি নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ। মানুষ সমাজে বসবাস করে বলেই সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উপযুক্ত গুণের একান্ত প্রয়োজন। নেতৃত্বের সংজ্ঞায় অলভিন ডব্লিউ গুল্ডনার (Alvin W. Gouldner) বলেছেন, 'নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলী, যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে।[৮]

৮. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতিঃ (বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৯৮), পৃঃ ৩০৯।

আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানী কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young) বলেছেন, 'নেতৃত্ব হ'ল ব্যক্তির সেই গুণাবলী যার মাধ্যমে সে অন্যদের কর্মধারা প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।[৯]

সি, আই, বার্নার্ড (C.I.Bernard) বলেছেন, "Leadership refers to the Quality of the behaviour of individuals whereby they guide people or their activities in organized effort." অর্থাৎ 'নেতৃত্ব হ'ল ব্যক্তিবর্গের এমন গুণাবলী যার মাধ্যমে তাঁরা সংগঠিত কর্ম উদ্যোগে জনগণের বা তাদের কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন'।[১০]

পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেতার গুণাবলীর কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা মানা হয় না। যদি তা মানা হ'ত, তাহ'লে গণতন্ত্রকামী দেশসমূহে রাজনৈতিক অঙ্গণে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলত না। মানবতা ভুলুণ্ঠিত হ'ত না। সমাজে থাকতনা সুদ, ঘুষ, সন্ত্রাস, ব্যভিচার ও হত্যার ন্যায় অসংখ্য জঘন্য অপরাধের হিংস্র ছোবল। চারিদিকে বিরাজ করত শান্তির ফল্গুধারা।

পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা সদস্যদের শরীয়ত সমর্থিত পর্যাপ্ত গুণাবলীর ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। সেজন্য ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যার পরিবর্তে গুণের কদর খুব বেশী। **কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যদের গুণাবলী সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হ'ল-**

(১) মুসলিম হওয়াঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা সদস্যদেরকে অবশ্যই মুসলমান হ'তে হবে। কোন অমুসলিমকে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সমাসীন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ –

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের (মুমিনদের) মধ্য থেকে আমীরের (নেতা) আনুগত্য কর' (নিসা ৫৯)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ –

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের খিলাফত দানের ওয়াদা করেছেন'

৯. তদেব।
১০. তদেব।

http://islaminonesite.wordpress.com

(নূর ৫৫)। কোন অমুসলিমকে রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে না এর প্রমাণে মাওলানা আকরাম খাঁ (রহঃ) সীরাতে উমর ইবনুল খাত্ত্বাব গ্রন্থ হ'তে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'ইমাম এবনে জাওযী আবু হেলাল তায়ী অসাক্ব রূমী (وسق الرومى) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি (অসাক) বলেন, 'আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের গোলাম ছিলাম।

وكان يقول لى اسلم، فانك ان اسلمت استعنت بك على امانة المسلمين، فانه لاينبغى لى ان استعين على امانتهم بمن ليس منهم- قال فابيت، فقال لا اكراه فى الدين - فلما خضرته الموت أعتقنى وقال اذهب حيث شئت-

ওমর আমাকে বলেতেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও, তাহ'লে মুসলমানদিগের 'আমানত' সংক্রান্ত কোন কাজে আমি তোমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। কারণ, মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয় যে ব্যক্তি, মুসলমানগণের আমানত (Trust) সংক্রান্ত কোন কাজে তার সাহায্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে সঙ্গত হ'তে পারে না'। আমি মুসলমান হ'তে অস্বীকার করি। এতে ওমর (রাঃ) বলেন- ধর্ম সম্বন্ধে কোন জবরদস্তি নেই। অতঃপর মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমাকে আজাদ করে বলেন, যেখানে ইচ্ছে যাও।[১১]

১১. *মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৬) পৃঃ ৪৯৫, ৪৯৬ মাওলানা আকরম খাঁ লিখিত 'এছলামের রাজ্যশাসন বিধান প্রবন্ধ।*

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বাগ্মী ও সুবক্তা মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল ছাহেব-এর ক্যাসেট সংগ্রহ করছি। যাদের নিকট ক্যাসেট রয়েছে অতি শ্রীঘ্রই নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রতিটি ক্যাসট এর জন্য সম্মানী দেয়া হবে।

বিনীত

মুহাম্মাদ কফিল উদ্দীন ইবনে আমিন

সেসার্স আমিন ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড কোং

ছয়দানা মালেকের বাড়ী,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

জ্বলন্ত কাশ্মীরঃ সমাধান কোন পথে?

*-শামসুল আলম**

ভূমিকাঃ

পৃথিবীর 'ভূ-স্বর্গ' বলে পরিচিত পাহাড়-পর্বত, স্রোতস্বিনী খাল-নদী, বনরাজির মেলা, বিভিন্ন সম্পদে ভরা, চারিদিকে সবুজ-শ্যামল তার অপরূপ ছবি, প্রকৃতির অফুরন্ত নানা দৃশ্য -এই নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর। সেই কাশ্মীর আজ জ্বলছে দাউ-দাউ করে। চারিদিকে মানুষের আর্তচিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। রক্ত ঝরছে অবিরত। হাযার হাযার মানুষকে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন আর লুটতরাজ করা ভারতীয় আধিপত্যবাদীদের নিত্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে আজ তারা মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করার অঙ্গীকার নিয়ে হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যেমনটি ঘটেছে কসোভো, বসনিয়া, চেচনিয়া সহ বিশ্বের অন্যত্র। মানবাধিকারকে ভুলণ্ঠিত করে ভারত নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে উপত্যকার ৮০ লাখ নিরীহ মুসলমানদের উপর। অথচ সভ্য যুগের বিশ্ববাসী আজ নীরব দর্শক। কাশ্মীরীদের অপরাধ, তারা চায় তাদের নিজস্ব শিক্ষা-সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচারসহ স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে। কিন্তু কয়েক যুগের সেই চাওয়া-পাওয়া মুসলমানরা কি পেয়েছে? 'না'। এর পরিবর্তে সংঘটিত হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ভয়াবহ তিন তিনটি যুদ্ধ। সর্বশেষ হ'ল কারগিল যুদ্ধ। হতাহত হ'ল হাযার হাযার মানুষ। ভস্মীভূত করা হ'ল গ্রামের পর গ্রাম। এর পরেও কি কাশ্মীরের সমাধান হচ্ছে? না হ'লে কেন হচ্ছে না বা হ'লেও কোন পথে সম্ভব; সে সব বিষয় আলোচনা করতে গেলে অতীত প্রেক্ষাপটসহ কাশ্মীর সমস্যার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা দরকার। সংক্ষিপ্তাকারে হ'লেও তা আলোকপাত করা হ'ল আলোচ্য নিবন্ধে।

ভৌগলিক অবস্থানঃ

'ক্যাশ্যপ' নামে এক ঋষির নামানুসারে কাশ্মীর উপত্যকাটির নামকরণ করা হয় 'ক্যাশ্যম্পার'। সময়ের বিবর্তনে ক্যাশ্যম্পার থেকে রূপ নেয় 'কাশ্মীর' নামটি। কাশ্মীরের মোট আয়তন সোয়া দু'লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে চৌত্রিশ হাযার বর্গকিলোমিটার পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে। কিছু অংশ চীনের দখলে। বাকী সবটুকু ভারতের কব্জায় রয়েছে। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত অংশটির নাম হচ্ছে 'আজাদ কাশ্মীর'। অপরদিকে ভারত নিয়ন্ত্রণাধীন অংশকে জম্মু-কাশ্মীর বলে অভিহিত করা হয়। আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী মোজাফ্ফরাবাদ এবং জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শীতকালে জম্মু এবং গ্রীষ্মকালে শ্রীনগর। সমগ্র কাশ্মীরের লোক সংখ্যা ৮০ লক্ষ (৮ মিলিয়ন)। এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান। কাশ্মীরের একটি যেলার নাম জম্মু, যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

* *ফুলসারা, চৌগাছা, যশোর। এল-এল.বি (অনার্স), এলএল-এম (মাষ্টার্স), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ভারত উপমহাদেশের শেষ বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেনের নির্দেশে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে কাশ্মীর বিভক্তির জন্য পার্টিশন প্ল্যান কমিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ কাশ্মীরের সীমানা রেখা এঁকে দেন। তখন থেকে এ সীমানা রেখার নাম হয় 'র‍্যাডক্লিফ রেখা'।

কাশ্মীরের দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরে সিনকিয়াং চীন, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (পাকিস্তান) ও পূর্বে তিব্বত।

পূর্ব ইতিহাসঃ

কাশ্মীরের ইতিহাস বহুকালের ট্রাজিডিময় কাহিনী নিয়ে সৃষ্ট। কাশ্মীরের মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন হয় ১৩৪৬ ইং সালে। শামসুদ্দীন রাজা উদয়নদেব সিংকে পরাজিত করে কাশ্মীরে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। এ সময় দেশটিতে ইসলাম ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করে। পরবর্তীতে মোঘল সম্রাট আকবর কাশ্মীর দখল করে নেন। এর পরে আফগান শাসক আহমদ শাহ্ দুররাণী কাশ্মীর দখল করে তার রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন। ১৮১৯ সালে পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিং কাশ্মীর দখল করে শিখ শাসনের গোড়াপত্তন করেন। ১৮৪৬ সালে ব্রিটিশ বেনিয়ারা ঐ সময়ে পাঞ্জাবের অমৃতসরে বসে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের আবাসভূমি 'ভূ-স্বর্গ' কাশ্মীরকে জনৈক পাঞ্জাবী গোলাব সিং ডোগরার হাতে মাত্র ৭৫ লাখ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের হিন্দু ডোগরা রাজের সেই থেকেই সূচনা। শ্রীনগরের জনগণ সেদিন দেশ বিক্রির এই ঘটনাটি মেনে নিতে পারেনি। তারা ডোগরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু রাজশক্তি এবং বৃটিশ শক্তি মিলে সমবেত প্রচেষ্টায় সেই বিদ্রোহ দমন করে গোলাব সিংকে রাজ্য ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবেই ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজরা কাশ্মীরী মুসলমানদের কাঁধে অমুসলিম রাজা গোলাব সিং ডোগরার নিষ্ঠুর শাসন চাপিয়ে দেয়। তারপর থেকেই কাশ্মীরবাসী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে আসছে।

বৃটিশ শাসকগণ ভারত-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কঠোর মনোভাব পোষণ করলেও শেষ পর্যন্ত তারা স্বাধীনতার ব্যবস্থা ও পৃথকীকরণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং অসহযোগ আন্দোলন-এর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। বৃটিশ সরকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হ'লে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদেরকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর বৃটিশ সরকার ভারত উপমহাদেশকে বিভক্ত করার রাজনৈতিক পরিকল্পনা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কাছে উত্থাপন করে। তখন মিঃগান্ধী বৃটিশের উত্থাপিত প্রস্তাব ও মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র পাকিস্তান দাবীকে সমর্থন করার ঘোষণা করেন এবং সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, 'বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। তাই আমি ভারত বিভক্তির মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন করলাম'। কিন্তু মহাত্মাগান্ধীর এই প্রস্তাব অনেকটা বাস্তব সম্মত হ'লেও তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে জওহরলাল নেহেরু তাঁর পূর্ব পরিকল্পনানুসারে দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভারতভুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে নানা ষড়যন্ত্র এবং অপতৎপরতা শুরু করেন।

১৯৪৭ সালে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের সময় ভারত বর্ষে ছোট-বড় মিলিয়ে ৫৬০টি দেশীয় করদ রাজ্য ছিল যা বৃটিশ কর্তৃত্বাধীন থাকলেও সেখানে রাজন্য প্রথা ছিল এবং সেখানে রাজা-মহারাজা ও নওয়াবগণ একধরণের স্বাধীনতা ভোগ করতেন। বৃটিশ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত ছিল যে, এই সব রাজ্যের রাজন্যবর্গ তাদের পসন্দ অনুযায়ী ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিবে।

কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা কোনটিতেই যোগ না দিয়ে স্বাধীনভাবে কাশ্মীরকে পেতে চেয়েছিলন। এদিকে জওহরলাল নেহেরু ভারতের সমস্ত করদ রাজ্য দখল করার হীন উদ্দেশ্যে পৃথক একটি বিভাগ চালু করেন। যার দায়িত্ব সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং সেক্রেটারী ভিপি কৃষ্ণ মেনন-এ উপরে অর্পিত হয়। এ ব্যাপারে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সর্বোচ্চ প্রভাব কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার পরও তাকে গভর্ণর জেনারেল পদে রাখেন। তার দৃষ্টান্ত মিলে ১৯৪৭ সালের ১৭ জুন জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক মাউন্টব্যাটেনের কাছে পাঠানো পত্র। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে লিখেছিলেন, সীমান্তবর্তী রাজ্যটির নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনা করেই রাজ্যটিকে ভারতভুক্ত করা উচিত। কারণ- "This will satisfy both the popular demand and the Maharajas wishes." অর্থাৎ ইহা আমাদের উভয়ের জনপ্রিয় দাবী এবং মহারাজার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে।

অমুসলিম নেতৃবৃন্দ চাননি যে, উপমহাদেশের নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান দীর্ঘদিন টিকে থাকুক বা স্থায়িত্ব লাভ করুক। এরই প্রমাণ মিলে আর একটি চিঠি দ্বারা। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জে, বি কৃপালনী তাকে লেখা গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের ২রা জুন ১৯৪৭ -এর পার্টিশন প্লানের উপর সম্মতি জ্ঞাপক এক পত্রের উত্তরে ৩রা জুন লিখেছিলেন, "We believe as fully as ever before in a united India. We earnestly trust that when present parsons have subsided. Our problem would be viewed in their proper perspective and a willing union of all parts of India will result thereform."

অর্থাৎ 'আমরা সম্পূর্ণভাবে আগের মতই অখণ্ড ভারতে বিশ্বাস করি। আমরা আন্তরিকভাবে আরও বিশ্বাস করি যে, বর্তমানের ভাবাবেগ থিতিয়ে পড়লে আমাদের সমস্যাগুলো

http://islaminonesite.wordpress.com

স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হবে এবং তখনই আমরা পুনরায় ভারতের সকল অংশের সংযুক্তির আকাঙ্খা ব্যক্ত করব'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দেশ বিভাগ করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ হিন্দু নেতাদেরই ছিল প্রবল অনীহা।

সেই পরিপেক্ষিতে কাশ্মীর সমস্যাকে বিশ্লেষণ করলে মনে হবে আজকের কাশ্মীর সমস্যা কংগ্রেস-মাউন্টব্যাটেন ষড়যন্ত্রেরই ফসল এবং সেই ষড়যন্ত্রের সাথে আরও যুক্ত হয়েছিল সীমানা কমিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের বিশ্বাসঘাতকতা। এর আগে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বৃটিশ ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল হিসাবে ১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ এদেশে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারতে বিদ্যমান গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী বাস্তব দৃষ্টিকোন হ'তে পর্যবেক্ষণ করে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা অনুধাবন করেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রথমে পাকিস্তান দাবীকে উপেক্ষা করলেও ইহাই যে ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান তা ক্রমান্বয়ে বুঝতে সক্ষম হন। এইরূপ পরিস্থিতিতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারত বিভাগ নীতি সম্বলিত একটি পরিকল্পনা বৃটিশ সরকারের নিকট পেশ করেন। উহাই 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' বা '৩রা জুন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। সে প্রস্তাবে আছে-

(ক) দেশীয় রাজ্যগুলি পাকিস্তান কিংবা ভারতে যোগদানের প্রশ্নে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(খ) পাঞ্জাব বা বাংলার মুসলিম ও অমুসলিম যেলা গুলোর জনপ্রতিনিধিগণ পৃথকভাবে ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তান বা ভারতে যোগদানের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই পরিকল্পনাটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গ্রহণ করে এবং ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্ট 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাস করে। ইহাই ছিল বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের শেষ ধাপ। এই আইনে ভারতবর্ষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে যথাক্রমে ১৫ আগষ্ট ও ১৪ আগষ্ট তারিখে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে মিঃগান্ধী কাশ্মীর সফর করেন মহারাজা হরিসিং-এর অতিথি হিসাবে। এই সফরকালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহারাজাকে বাধ্য করেন কাশ্মীরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাঁককে বরখাস্ত করতে। কাঁক জনসমক্ষে স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন এই ছিল তার অপরাধ। শুধু তাই নয়, গান্ধী মহারাজাকে রাজী করালেন সদ্য স্বাধীন ভারতে যোগ দিতে।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগুন জ্বলে উঠল কাশ্মীর উপত্যকায়। বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঞ্জাব থেকে আনা হ'ল শিখ ও হিন্দু ব্যাটেলিয়নগুলোকে তৎকালীন বড় লাট মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে। পাঞ্জাবী সেনারা বিদ্রোহ দমনের নামে ৫ লাখ কাশ্মীরীকে হত্যা করল। ২ লাখ কাশ্মীরী পালিয়ে গেল গিলগিটে। এ হত্যাকাণ্ডের কথা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়লে হাযার হাযার পাখতুন যোদ্ধা ছুটে এল কাশ্মীরে। টলে উঠল হরিসিং-এর সিংহাসন। উপায়ান্তর না দেখে ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর হরিসিং ভারতের কাছে আবেদন জানালেন সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য। তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু হরিসিংকে বললেন, ভারতে যোগ দেয়ার চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। স্বাক্ষর করলেন হরিসিং। আর সাথে সাথে ভারতীয় সৈন্য জম্মু ও শ্রীনগর দিয়ে প্রবেশ করে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশকে, পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে পাকিস্তান নিয়ে নিল বাকী এক তৃতীয়াংশ এলাকাকে।

এসময় ভারত জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করল। কেননা নেহেরু-সিং চুক্তি মোতাবেক পুরা কাশ্মীরের-ই ভারতে যোগ দেয়ার কথা। পাল্টা যুক্তি তুলল পাকিস্তান। তাদের কথা হ'ল মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনানুযায়ী কাশ্মীরীরা কোন দিকে যোগ দিবে তার জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের কথা ছিল। দীর্ঘ বিতর্কের পর জাতিসংঘ রায় দিল 'পুরা কাশ্মীরের নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠিত হউক'। কিন্তু কখনও তা হয়নি। আর তার মাশুল কাশ্মীরী জনগণকে আজও দিতে হচ্ছে।

ভারত-পাকিস্তানের (কারগিল) ছায়া যুদ্ধঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারী '৯৯ ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন বাসে চেপে সৌহার্দ্য সফরে লাহোরে যান, কবিতা পড়েন এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন, তখন সে দৃশ্য দেখে মনটা ভরে গিয়েছিল। আশা করেছিলাম, কাশ্মীরী জনগণ দীর্ঘ ৫২ বছর ধরে যেভাবে নিষ্পেষিত ও হত্যার শিকার হচ্ছে তার অবসান হয়তবা এবার হবে। কিন্তু সে আশা একেবারে গুঁড়িয়ে গেল কিছুদিন যেতে না যেতেই। বিগত মে মাসের শেষ সপ্তাহে কাশ্মীরের দ্রাস-কারগিল সেক্টরে শুরু হ'ল যুদ্ধ। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এটা ছিল ৪র্থ যুদ্ধ। এর পূর্বে ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের আরও তিনটি যুদ্ধ হয়েছে। '৪৭, '৪৮ -এর যুদ্ধে প্রধান ইস্যু ছিল কাশ্মীর। '৬৫-র যুদ্ধও তাই। ১৯৭১-এর যুদ্ধ অবশ্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে হ'লেও তা পশ্চিম রণাঙ্গন ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নয় সপ্তাহ ব্যাপী এই কারগিল যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল ৫৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর। যে কারণে এটাকে বলা হয়েছে 'ছায়া যুদ্ধ' (Proxy war)। এটি '৭১ বা '৬৫ -এর মত পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যেকার সার্বিক যুদ্ধ ছিল না। তবুও এ যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ ও মারাত্মক।

যুদ্ধ শুরুর বেশ কিছুদিন পূর্বে দক্ষ কাশ্মীরী ট্রেনিং প্রাপ্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

মুজাহিদরা ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের ১০/১২ কিলোমিটার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ভারতীয় সীমানায় কঠোর প্রহরাধীন প্রায় সাত লক্ষ সৈন্যকে ভেদ করে তারা দ্রাস-কারগিল সেক্টর সহ বিভিন্ন এলাকাতে অবস্থান নেয়। মুজাহিদরা (৬০০-৭০০ জন) টাইগার হিল নামক বরফাচ্ছাদিত এক দুর্গম পর্বত শিখরে অবস্থান নেয়, যার উচ্চতা ছিল ১৬,২৪০ ফুট। মুজাহিদদের এ দুর্ভেদ্য অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভারতীয় বাহিনী কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়। অতঃপর ২৬ মে স্থানীয় সময় সকাল ৬টায় মুজাহিদদের উপর ভারতীয় বিমান বাহিনীর অভিযান শুরু হয়। এ হামলায় চিতা হেলিকপ্টার গানশীপ ও মিরেজ বোমারু বিমান ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদরা মর্টার শেল নিক্ষেপ করে তার জবাব দেয়।

২৭ মে পাকিস্তানের আকাশ সীমা লংঘনের দায়ে ভারতের একটি মিগ-২৭ ও একটি মিগ-২১ বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করা হয়। ১ জন পাইলট নিহত হয় অপর জনকে আহত অবস্থায় বন্দী করা হয়। অবশ্য পরে ভারতের কাছে তাকে ফেরৎ দেয়া হয়।

ভারতীয় বাহিনীর বর্বর হামলায় শত শত বেসামরিক লোক নিহত হয়। এর মধ্যে পাকিস্তানী স্কুল ছাত্র/ছাত্রী ও রয়েছে। তারা জ্বালিয়েছে সীমান্তবর্তী হাযার হাযার বাড়ীঘর। মুজাহিদ সন্দেহে ভারতীয় হানাদার বাহিনী হত্যা করেছে গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে তরুণ যুবকদেরকে। কামানের গোলা আর বিমান হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। বিনষ্ট হয়েছে ক্ষেতের ফসল, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগীর খামার, সব্জী ফলের বাগান। সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে আজাদ-কাশ্মীর সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহের বাসিন্দাদের। আর্থ কুমারের নারী ও শিশুরা পার্শ্ববর্তী পুনিয়ামের শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নেয়। পুরুষরা রাত কাটায় পরিখায়। এ রকম উদ্বাস্তু হয় হাযার হাযার নারী-পুরুষ মানবেতর জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে।

৬২ দিনের সাম্প্রতিক এই সংঘর্ষে কারগিলসহ বিভিন্ন সেক্টরে ভারতের পাঁচ শতাধিক সৈন্য নিহত ও কয়েক হাযার সৈন্য আহত হয়েছে বলে ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্রে বলা হয়েছে। তবে বেসরকারী হিসাবে এই হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী হবে। ভারত এ যুদ্ধে বিজয় দাবী করেছে। এদিকে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভারতের এই বিজয় দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেছে, গত দু'মাসের লড়াইয়ে ১ হাযার ৭ শ'র বেশী ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার কোরেশী বলেছেন, এ সময় মুজাহিদ পক্ষে ১৮৭ জন নিহত ও ২৪ জন নিখোঁজ হয়।

[চলবে]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আল-মাদানী প্রকাশনী

আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব প্রণীত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পূর্ণ প্রমাণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থগুলি আজই সংগ্রহ করুন!

লেখকের মূল্যবান গ্রন্থসমূহঃ

১. ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, একত্রে)
২. সংক্ষিপ্ত ফকির ও মাযার থেকে সাবধান
৩. মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত (অনুবাদ)
৪. ভিক্ষুক ও ভিক্ষা
৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি
৬. স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য, ১ম ও ২য় খণ্ড (একত্রে) (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
৭. পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি (অনুবাদ)
৮. আল-মাদানী সহীহ্ নামায দু'আ ও হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা
৯. আল-মাদানী সহীহ্ হজ্ব শিক্ষা
১০. আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা
১১. বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনে বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী
১২. মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
১৩. কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি
১৪. স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড (একত্রে)
১৫. মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ
১৬. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [আদম ও নূহ (আঃ)]
১৭. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [হূদ, সালিহ ও লূত (আঃ)]
১৮. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)]
১৯. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [ইউসুফ ও ইউনুস (আঃ)]
২০. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিন [আইয়ূব ও মূসা (আঃ)]
২১. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিন [দাউদ, সুলাইমান, শামউন ও লুক্বমান (আঃ)]
২২. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [যাকারিয়া ও ঈসা (আঃ)]

ইনশাআল্লাহ অচিরেই প্রকাশ পাচ্ছে তাফসীর আল-মাদানী ১ম খণ্ড।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)

মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*

ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানে পারদর্শী ছাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। মানবতার মুক্তির দূত, আদর্শ শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে থেকে তিনি এই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর অর্জিত এ জ্ঞানকে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের খেদমতে ব্যয় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তিনি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর ও ক্বাযীর দায়িত্ব পালন করে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। সাথে সাথে ঐ সকল প্রদেশের জনগণকে ইল্‌ম শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজও করেছেন। মূলতঃ ইসলামের খেদমতেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। মহানবী (ছাঃ)-এর এ প্রসিদ্ধ ছাহাবীর জীবন চরিত সংক্ষেপে এ নিবন্ধে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু মূসা আশ'আরী। এ নামেই তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পিতার নাম ক্বায়েস। মাতার নাম ত্বাইয়েবা। তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হ'লঃ আবদুল্লাহ বিন ক্বায়েস বিন সুলাইম বিন হাযযার বিন হারব বিন 'আমির বিন 'আনায বিন বকর বিন 'আমের বিন ওযর বিন ওয়াইল বিন নাজিয়াহ বিনুল জুমাহির বিনুল আশ'আর আবু মূসা আল-আশ'আরী।[১] আল-আশ'আর এর বংশক্রম হ'লঃ আল-আশ'আর বিন আদাদ বিন যায়েদ ইয়াশজাব বিন ইয়া'রব বিন ক্বাহত্বান। তাঁর মাতার বংশ পরিচয় হ'লঃ ত্বাইয়েবাহ বিনতু ওয়াহাব বিন 'আতীক।[২]

আবু মূসা আশ'আরীর মাতা ত্বাইয়েবাহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।[৩]

জন্মঃ আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আরবের ইয়ামন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরতঃ আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত সম্পর্কে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন অতঃপর আবিসিনিয়ায় (বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) হিজরত করেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু লোকের সাথে নৌকায় চড়ে দেশ থেকে বের হন। অতঃপর প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে বাদশাহ নাজ্জাশীর দেশ হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) নীত হন। এখানে হযরত জা'ফর বিন আবী ত্বালিবের সাথে আবু মূসা (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয় এবং জা'ফর (রাঃ)-এর নিকট তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। অবশেষে জা'ফর ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ) খায়বার বিজয়ের পরে যখন মদীনাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গী হন। ইবনু হাজার বলেন, এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত।[৫] এখানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবু মূসা (রাঃ)-এর বক্তব্যের সাথে দ্বিতীয় অভিমতের মিল রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের কওমের ৫০ জনের কিছু বেশী লোক নিয়ে আমরা ইয়ামন থেকে বের হ'লাম। এদের মধ্যে আবু রুহম ও আবু 'আমের সহ আমরা তিন ভাই ছিলাম। আমাদের কিশতী আমাদেরকে নাজ্জাশীর নিকটে পৌঁছাল। তাঁর নিকটে জা'ফর ইবন আবি ত্বালিব ও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন। অতঃপর খায়বার বিজয়ের পরে আমরা মদীনায় পৌঁছলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের দু'বার হিজরত করা হ'ল। একবার নাজ্জাশীর কাছে ও একবার আমার নিকটে'।[৬]

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী কাল তোমাদের নিকটে এমন এক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি তোমাদের চেয়ে অধিক অনুরক্ত'। সকালে আশ'আরী

---

* বি,এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. হাফেয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ; ১৯৯৪/১৪১৫ হিঃ), ৫ম খণ্ড পৃঃ ৩২০; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিছ ছাহাবাহ, (তেহরানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, তা.বি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫।

২. হাফেয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৯৯০/১৪১১ হিঃ) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৬।

৩. ইবনু কুতাইবাহ দীনাওয়ারী, আল মা'আরিফ, (কায়রোঃ ১৩০০ হিঃ) পৃঃ ৪৯-৫০; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৬।

৪. The Encyclopaedia of Islam, (London. Luzac & Co. New eddition 1960), Vol-1, P-695.

৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২০; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৬; মুহাম্মাদ আল-মুনতাছির আল-ক্বাতানী, মু'জামু ফিক্বহিস সালাফ, (মক্কাঃ মাতাবিউছ ছাফাঃ ১৪০৫ হিঃ), ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭২।

৬. হাফেয আয-যাহবী, নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারি আ'লামিন নুবালা, (জেদ্দাঃ দারুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশঃ ১৯৯১/১৪১১ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্প্রদায় আসল। তারা নিকটবর্তী হয়ে এই কবিতা আবৃতি করতে লাগলঃ

غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَ حِزْبَهُ

অর্থঃ 'এই প্রভাতে আমাদের প্রিয়জন মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও দলের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করলাম'।[৭]

দাম্পত্য জীবনঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) উম্মে কুলছুম বিনতে ফযল বিন আব্বাস বিন আবদিল মুত্ত্বালিবকে বিবাহ করেন।[৮] উম্মে কুলছুম উম্মে আবদিল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন।[৯] তাঁর ঘরে আবু বুরদাহ 'আমির বিন আবদিল্লাহ, আবু বকর কুতাইবাহ, মূসা ও ইবরাহীমের জন্ম হয়।[১০]

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ তিনি হুনাইন (৮হিঃ/৬৩০), আওতাস, তুরতুস, আহওয়ায -এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১১] মেসোপটেমিয়া ও নেহাওয়ান্দ বিজয়েও তিনি শরীক ছিলেন।[১২] এ ছাড়া হারান, নাছীবীন এবং ইস্পাহানও তাঁর হাতে বিজিত হয়।[১৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনঃ মহানবী (ছাঃ) হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে যুবাইদা, 'আদন ও সাহেল এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।[১৪] আবু বকর (রাঃ)ও তাঁকে ঐ পদে বহাল রাখেন।[১৫] ১৭ হিজরীতে মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ)-এর পদচ্যুতির পর ওমর (রাঃ) তাঁকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। অসন্তুষ্ট কুফাবাসীর অভিমত অনুযায়ী ওমর (রাঃ) আবু মূসা (রাঃ)-কে ২২ হিজরী সনে কুফায় বদলী করেন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তিনি কুফার খেয়ালী লোকদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। ফলে এক বৎসর পরেই তাঁকে কুফা হ'তে বদলী করে বছরায় পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।[১৬]

৭. *তদেব।*
৮. *আল-মা'আরিফ, পৃঃ ৪৯।*
৯. *মু'জামু ফিক্বহিস সালাফ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭২।*
১০. *আল-মা'আরিফ, পৃঃ ৫০; মু'জামু ফিক্বহিস সালাফ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭২।*
১১. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১; নুযহাতুল ফুযালা পৃঃ ১৬৬।*
১২. *The Encyclopaedia of Islam, V.1, P-695.*
১৩. *উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৬।*
১৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ে খাইরিল ইবাদ, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৬/১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫; নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২০; মু'জামু ফিক্বহিস সালাফ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭২।*
১৫. *The Encyclopaedia of Islam, V.1, P-695.*
১৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮।*

ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফত কালের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাঁকে পদচ্যুত করেন। ৩৪হিজরী সনে ওছমান (রাঃ) পুনরায় তাঁকে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ওছমান (রাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কুফার শাসনকর্তা থাকেন।[১৭] ছিফ্ফীনের সন্ধিকালে তিনি আলী (রাঃ)-এর পক্ষে শালিশ নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১৮]

আখলাক ও ইবাদতঃ আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ছিলেন অধিক ছিয়াম ও ক্বিয়ামকারী, আল্লাহ ওয়ালা, কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনকারী, সংসারত্যাগী ও ইবাদতকারী। যে সব ছাহাবী ইলম ও আমল এবং যুদ্ধ ও শান্তিকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। নেতৃত্ব তাঁর চরিত্রে পরিবর্তন আনতে পারেনি। দুনিয়ার কোন লোভনীয় বস্তুও তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর এ উত্তম চরিত্র-মাধুর্য, অনুপম গুণাবলী ও একনিষ্ঠ ইবাদত-বন্দেগী দেখে বলেছিলেন, بل هو مؤمن منيب 'সে তো তওবাকারী মুমিন'। তিনি আবু মূসা (রাঃ)-এর জন্য এ বলে দো'আও করেছিলেন,

اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه و أدخله يوم القيامة مدخلاً كريمًا

'হে আল্লাহ! তুমি আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস-এর গোনাহ ক্ষমা করে দিয়ো এবং ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করিয়ে দিয়ো'।[১৯]

আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের খর্বাকৃতি, স্বল্প শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক সৌম্য-শান্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী।[২০] আল্লাহ তাঁকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন। এ সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'তাঁকে দাঊদ (আঃ)-এর মত উত্তম কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে'।[২১] আবু ওছমান আন-নাহদী বলেন, এমন সুমধুর কোন বাঁশীর সুরও আমি শ্রবণ করিনি, এমন মিষ্টি কোন তানপুরার তানও আমি শুনিনি এবং এমন সুন্দর কোন আওয়াজও আমার কানে

১৭. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮।*
১৮. *উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৬; ইবনু হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, (দেউবন্দঃ আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াঃ ১৯৮৮/১৪০৮), পৃঃ ৩১৮।*
১৯. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭।*
২০. *আল-মা'আরিফ, পৃঃ ৫৯; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৮।*
২১. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭; মু'জামু ফিক্বহিস সালাফ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭২।*

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রবেশ করেনি, যা আবু মূসা (রাঃ)-এর কণ্ঠস্বর হ'তে উত্তম।[২২] হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর কণ্ঠস্বর ছাহাবাদের হৃদয় আকর্ষণ করত। এমনকি তাঁর কুরআন তেলাওয়াত শুনলে পথিকও থমকে দাঁড়িয়ে যেত। ভুলে যেত পথ চলা। উৎকর্ণ হয়ে শুনত সুমধুর কণ্ঠে তাঁর তেলাওয়াত। এ প্রসঙ্গে আবু বুরদাহ ইবনু আবী মূসা বর্ণনা করেন, একদা রাতে মহানবী (ছাঃ) স্বীয় পত্নী আয়শা (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে পথ চলছিলেন। আবু মূসা (রাঃ) তখন কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁরা (রাসূল ও তাঁর পত্নী) উভয়ে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে তাঁর (আবু মূসার) তেলাওয়াত শুনতে লাগলেন। অতঃপর চলে গেলেন। সকালে আবু মূসা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আসলে তিনি (ছাঃ) বললেন, 'হে আবু মূসা! গত রাতে তোমার কুরআন তেলাওয়াত কালে আমি তোমার পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা তোমার তেলাওয়াত শুনলাম'। আবু মূসা (রাঃ) বললেন, আমি আপনার অবস্থান জানতে পারলে আরো উত্তম আওয়াজে তেলাওয়াত করতাম।[২৩]

মর্যাদাঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) ছাহাবীদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মাসরূক্ব বলেন, ছাহাবীদের মধ্যে চারজন বিশিষ্ট ক্বাযী (বিচারক) ছিলেন। তারা হ'লেন, হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) ও আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ)।[২৪] এছাড়া মহানবী (ছাঃ)-এর যুগে যে সকল ছাহাবী তাঁদের ইলমের কারণে মসজিদে নববীতে ফৎওয়া দিতে পারতেন হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[২৫] মূলতঃ তিনি একজন ফক্বীহও ছিলেন।[২৬]

ইলমে হাদীছে অবদানঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) মহানবী (ছাঃ), আবু বকর, ওমর, আলী, ইবনু আব্বাস, উবাই ইবনু কা'আব, 'আম্মার ইবনু ইয়াসার ও মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর নিকট হ'তে তাঁর পুত্র ইবরাহীম, আবু বকর, আবু বুরদাহ ও মূসা এবং তাঁর স্ত্রী উম্মু আবদিল্লাহ, আনাস বিন মালিক, আবু সাঈদ খুদরী, তারেক বিন শিহাব, আবু আবদির রহমান আস-সুলামী, যার বিন হুবাইশ, যায়েদ বিন ওয়াহাব, উবাইদ বিন উমাইর, আবুল আহওয়াছ 'আওফ বিন মালিক, আবুল আসওয়াদ আদ-দায়লী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২৭]

কুরআন সংকলনে অবদানঃ পবিত্র কুরআন সংকলনে হযরত আবু মূসার নাম বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে আছে। তিনি নিজে কুরআনের একটি মুছহাফ সংকলন করেছিলেন, যা ওছমান (রাঃ)-এর কুরআন সংকলনের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[২৮]

ইন্তেকালঃ হযরত আবু মূসা আশ'আরীর মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ৫২ হিঃ সনে ইন্তেকাল করেন।[২৯] কারো মতে তিনি ৪২ হিঃ মুতাবেক ৬৬২ বা ৫২ হিঃ মুতাবেক ৬৭২ সনে ইন্তেকাল করেন।[৩০] তিনি কোথায় ইন্তেকাল করেছেন এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন কুফায় কেউ বলেন, মক্কায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৩১]

সমাপনীঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) ছিলেন এক অনুপম চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মানবীয় সব ধরণের গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে। বিনয়-নম্রতা যেমন ছিল তাঁর গায়ের চাদর, তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি তেমনি ছিল তাঁর চরিত্রের অলংকার। ইসলামের খেদমতে তিনি যেমন খরচ করতেন তাঁর প্রতিটি স্বেদ বিন্দু; তেমনি মানুষের জ্ঞান চক্ষু খুলে দেয়ার জন্য অবারিত করে দিয়েছিলেন তাঁর অর্জিত জ্ঞানের বিশাল সিন্ধু। এমনকি ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু। দিনের বেলা শাসকের আসনে বসে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনায় অংশ নিতেন, কখনও বা বিচারকের চেয়ারে উপবেশন করে বিচার কার্য সমাধা করতেন। আর রাতের বেলায় মহান শাসক ও সর্বোচ্চ বিচারকের সামনে নতজানু হয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। ছালাতান্তে আল্লাহ্র শাহী দরবারে বিনীত ভাবে দো'আ করতেন, اللهم انى أسألك بأنى أشهد أنك الله، لاإله ألا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد،

---

২২. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮; The Encyclopaedia of Islam-এ বলা হয়েছে; Abu musa was very highly thought of for his ricitation of the kur'an and the prayer for he had a pleasant voice.*
See. The Encyclopaedia of Islam V. 1, P. 695.

২৩. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৯; তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১ টীকা দ্রঃ।*

২৪. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৮; অন্য বর্ণনায় ছয় জনের কথা বলা হয়েছে। দ্রঃ নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮; শা'বীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। দ্রঃ আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৭।*

২৫. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮।*

২৬. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৮।*

২৭. *তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২০।*

২৮. *Above all his name continues to be connected with kur'anic studies for he established a "Mushaf" wich locally out lived the composition of the valgate of Uthman.*
See. The Encyclopaedia of Islam V. 1, P. 696.

২৯. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৬; আল-মা'আরিফ, পৃঃ ৫৯।*

৩০. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮; কারো মতে ৫৩ হিঃ সনে ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৬; তাহযীবুত তাহযীব, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১।*

৩১. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭।*

http://islaminonesite.wordpress.com

'প্রভু হে! তোমার দরবারে আমার এই প্রার্থনা! তুমি আমাকে তাওফীক দাও যেন আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে, তুমিই আল্লাহ। একমাত্র তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। যিনি অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই'।[৩২]

বিনয়-নম্রতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায় তাঁর এ দো'আর মধ্যে। তাঁর এসব গুণাবলী, অনুপম আদর্শ ও অনন্য সাধারণ চরিত্র-মাধুর্য তাঁকে ইনসানিয়াতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছিল। ফলে তিনি যেমন ইসলামের খেদমত করতে পেরেছিলেন, তেমনি জাতি সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবাও করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই মহান ছাহাবীর জীবনাদর্শ থেকে ইবরত হাছিল করে এবং তাঁর কার্যপ্রণালী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে পারে মুসলিম উম্মাহ। দেশ ও জাতির সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে মুসলিম জনতা। তাই আসুন! বিংশ শতাব্দীর এই অশান্ত পৃথিবীকে শান্ত করতে, উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল বন্ধ করতে, অত্যাচারিতের অশ্রু মুছে দিতে, নিঃস্ব অসহায় ও দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোঁটাতে হযরত আবু মূসার মত একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

৩২. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭।

বিশেষ মূল্যহ্রাস

মরহুম মাওলানা আবদুন নূর সালাফী অনূদিত জামে' তিরমিযী ও আম্মাপারার তাফসীর এখন অর্ধেক মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। স্টক সীমিত।

নিম্ন ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুনঃ

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী।
২. দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
৩. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, নাড়ুলী, বগুড়া।
৪. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, যুবসংঘ অফিস, ২২০ বংশাল রোড (২য় তলা), ঢাকা।
৫. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার, সাতক্ষীরা।
৬. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কালাই মসজিদ কমপ্লেক্স, জয়পুরহাট।

মনীষী চরিত

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী

*আমীনুল ইসলাম**

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। কাল পরিক্রমায় সর্বশেষ 'অহি' অবতরণের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর যুগে যুগে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম মনীষীদের অক্লান্ত সাধনা ও ত্যাগ ইসলামকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি দেশ-দেশান্তরে এর প্রসারেও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। ইসলাম ধর্মে যুগ পরম্পরায় কতক অকুতোভয় সমাজ সংস্কারক ও নিবেদিত প্রাণ মনীষীর আর্বিভাব ঘটেছিল, যাঁরা তাদের জীবন পরিক্রমার প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের মৌল উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শিক্ষার দ্বারা উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান ও এতদুভয়ের পাঠ দানের মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রসারে স্ব-স্ব জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। 'শামসুল উলামা' মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী ছিলেন তাঁদেরই একজন। ভারতীয় উপমহাদেশে উনবিংশ শতকে শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

সমকালীন সময়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি দারস ও তাদরীসের মাধ্যমে তিনি হাদীছের শিক্ষা ও হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার প্রেরণা পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের দেশ সিরিয়া (শাম), মিসর, হেজায, নাজদ, ইয়ামন, আবিসিনিয়া, (ইথিওপিয়া), বোখারা, বল্‌খ, সমরকন্দ, ইয়াগিস্তান, এশিয়া মাইনর, ইরান, খোরাসান, মাশহাদ, তিব্বত, চীন, জাপান, মায়ানমার (বার্মা), ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর নাম নাযীর হুসাইন, পিতার নাম জাওয়াদ আলী।[১] 'মিয়াঁ ছাহেব', 'শামসুল উলামা' (বিদ্বানদের সেরা বিদ্বান) ও 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বযুগের সকলের সেরা বিদ্বান) তাঁর উপাধি।[২] ইমাম হুসাইন ৪-৬১ হিঃ)-এর

* *প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আত্রাই অগ্রণী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।*

১. ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ ১ম খণ্ড (দিল্লীঃ নূরুল ঈমান প্রকাশনী, ১৪০৯/১৯৮৮), পৃঃ ২৭।
২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬) পৃঃ ৩২১-৩২২; ফাতাওয়া, পৃঃ২৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

বংশধর সাইয়িদ নাযীর হুসাইন বিন জাওয়াদ আলীর বংশ ধারা ৩৫তম উর্ধতন স্তরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মিলে যায়।[৩] তাঁর বংশ পরম্পরা হ'লঃ নাযীর হুসাইন বিন জাওয়াদ আলী বিন আযমাতুল্লাহ বিন এলাহ বখ্শ বিন মুহাম্মাদ বিন মাহরূ বিন মাহবূব বিন কুতুবুদ্দীন বিন হাশেম বিন চান্দ বিন মারূফ বিন বুধন বিন ইউনুস বিন বুযর্গ বিন যায়রাক বিন রুকনুদ্দীন বিন জামালুদ্দীন বিন আহমাদ জাজনীরী বিন মুহাম্মাদ বিন মাহমূদ বিন দাউদ বিন আফযাল বিন ফুযাইল বিন আবুল ফারাহ বিন ইমাম হাসান আসকারী বিন ইমাম নকী বিন ইমাম তাক্বী বিন মূসা রিযা বিন মূসা কাযিম বিন ইমাম জা'ফর ছাদিক বিন ইমাম বাক্বির বিন ইমাম আলী যয়নুল আবেদীন বিন ইমাম হুসাইন বিন আলী ওয়া ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)।[৪]

জন্ম ও শৈশবকালঃ

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী ১২২০ হিজরী মোতাবেক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মুংগের যেলাধীন গঙ্গা তীরবর্তী সূর্যগড়ের অনতিদূরে 'বালথোয়া' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] শৈশব কালে লেখাপড়ার চেয়ে খেলা-ধুলার প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ছিল। তীর নিক্ষেপ, দৌড় ও ঘোড় দৌড়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। শরীর চর্চায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।[৬]

শিক্ষা জীবনঃ

শৈশব কালে তিনি স্বীয় পিতার নিকট ফারসী বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পর আরবীর প্রাথমিক শ্রেণীর কিতাব সমূহ পড়তে শুরু করেন।[৭] কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি তীর নিক্ষেপ, দৌড় ও ঘোড় দৌড়ের প্রতি বেশী আসক্ত হয়ে পড়েন, ফলে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি লেখাপড়ার প্রতি তেমন নযর দেননি। এক দিন তাদের পরিবারের সুহৃদ জনৈক ব্রাহ্মণ তাকে বলেন, 'হে নাযীর! তোমাদের বংশের সকলেই মৌলবী। অথচ তুমি জাহিল হয়ে রইলে?[৮] ব্রাহ্মণের উক্ত বাক্য তরুণ নাযীর হুসাইনের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং এ একটি বাক্য তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফলে তিনি শিক্ষার্জনে মনোনিবেশ করেন এবং তার সমবয়সী সহপাঠি মৌলবী বাশীরুদ্দীন ওরফে মৌলবী এমদাদ আলীর সাথে ১২৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এক রাতে পাটনা আযীমাবাদে চলে যান।[৯] সেখানে তিনি ছয় মাস অবস্থান করেন[১০] এবং উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ হুসাইনের নিকট মিশকাতুল মাছাবীহ ও কুরআন মাজীদের কয়েক পারার তাফসীর অধ্যয়ন করেন।[১১] সেখানে হজ্জের কাফেলা নিয়ে যাত্রাকারী শহীদায়েনের [শাহ ইসমাইল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ/১৭৭৯-১৮৯১ খৃঃ) ও সৈয়দ আহমাদ শহীদ (১২০১-১২৪৬ হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ)] পক্ষকাল ব্যাপী ওয়ায শুনে তাঁর মধ্যে হাদীছ শিক্ষার উদগ্র বাসনা জেগে ওঠে।[১২] ফলে তিনি ১২৩৭ হিজরীতে ঐ সহপাঠির সাথে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে গাজীপুরে অবস্থান করেন মৌলবী আহমাদ আলী চিড়িয়াকোটীর নিকট কিছু দিন অধ্যয়ন করেন।[১৩] অতঃপর নাহু-ছরফের প্রাথমিক কিতাব মারাহুল আরওয়াহ, যুণজানী, নুকুদুছ ছরফ, জাযুলী, শারাহ মিয়াতে আমেল, মিছবাহ, মাকামাতে হারীরী, হেদায়াতুন্নাহু সহ অন্যান্য কিতাব এলাহবাদের আলেমদের নিকট অধ্যয়ন করেন।[১৪] সেখানে ৭/৮ মাস অবস্থানের পর অবেশেষে ১২৪৩ হিজরীর ১৩ই রজব মোতাবেক ১৮২৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী রোজ বুধবার দিল্লীতে পৌছে[১৫] মুফতী শুজাউদ্দীনের বাড়ীতে ১০/১৫ দিন অবস্থানের পর[১৬] পাঞ্জাবী কাটরা আওরঙ্গবাদী

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, তারীখে আহলেহাদীছ (বোম্বেঃ ইদারাতু দাওয়াতিল ইসলাম, ১৯৮৪), পৃঃ ২৯৪; ফযল হুসাইন বিহারী, আল-হায়াত বা'দাল মামাত (করাচীঃ মাকাতাবা শু'আইব, ১৩৭৯/১৯৫৯) পৃঃ ১০-১২।

৪. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৯।

৫. ডঃ মোহাম্মদ এছহাক, INDIAS CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (অনুবাদঃ হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান), (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ১৭৫; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪; ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, পৃঃ ২৮।

৬. ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

৭. তদেব।

৮. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১; গৃহীতঃ নওশাহরীবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (লাহোরঃ নিযামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ১৩৭।

৯. ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

১০. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

১১. ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃঃ ১৭৫; ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

১২. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১।

১৩. ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪।

১৪. ফাতাওয়া, পৃঃ ২৯।

১৫. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪; আল-হায়াত, পৃঃ ৩৪, ৩৬, ৪২।

১৬. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪; ফাতাওয়া, পৃঃ ২৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

জামে মসজিদে অবস্থান করেন। সেখানে মুতাওয়াল্লী মাওলানা আবদুল খালেক (মৃঃ ১২৬১ হিঃ)-এর নিকট তিনি প্রায় সাড়ে তিন বছর লেখা-পড়া করে যোগ্যতা হাছিল করেন।[১৭] অতঃপর ১২৪৬ হিজরীর শেষ দিকে স্বনামধন্য উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (১১৯২-১২৬২ হিঃ/১৭৭৮-১৮৪৬ খৃঃ)-এর দরসে যোগ দেন এবং দীর্ঘ ১৩ বছর তাঁর নিকটে মা'কুলাত ও মানকুলাতের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা লাভ করেন।[১৮] সাথে সাথে তিনি মাওলানা আখুন্দ শের মুহাম্মাদ কান্দাহারী (মৃঃ ১২৫৭ হিঃ), মাওলানা জালালুদ্দীন হারুবী, মৌলবী কারামাত আলী ইসরাঈলী, মৌলবী মুহাম্মাদ বখ্শ ওরফে তারবীয়াত খাঁ, মাওলানা আবদুল কাদের রামপুরী, মোল্লা মুহাম্মাদ সাঈদ পেশাওয়ারী ও মৌলবী হাকীম নিয়ায আহমাদ সাহসুওরানীর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন।[১৯]

বিবাহঃ

পাঞ্জাবী কাটরা আওরাঙবাদী জামে মসজিদে অবস্থানকালে তিনি স্বীয় উস্তাদ মাওলানা আবদুল খালেকের কন্যাকে ১২৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন। উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক স্বয়ং উক্ত বিবাহে অলী ছিলেন।[২০]

কর্মজীবনঃ

১২৫৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৩ সালে উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক স্থায়ীভাবে মক্কায় হিজরত করার সময় তাঁকে লিখিত ভাবে স্বীয় স্থলাভিসিক্ত করে[২১] তাকে বলেছিলেন,

أنت خلفتى فى الهند لتعليم الحديث واحياء السنة النبوى

অর্থাৎ 'হাদীছ শিক্ষাদান ও সুন্নাতে নববীর পুনর্জাগরণের জন্য হিন্দুস্থানে তুমি আমার প্রতিনিধি'।[২২] সাথে সাথে তিনি অলিউল্লাহ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'শায়খুল হাদীছ' হিসাবে তাকে 'মিয়াঁ ছাহেব' উপাধি প্রদান করেন।[২৩] অতঃপর তিনি ১২৫৯ হিজরীর মুহাররম মোতাবেক ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে[২৪] আওরাঙ্গবাদী মসজিদে পৃথক ভাবে (মাদরাসা কায়েমের মাধ্যমে) পাঠদান শুরু করেন[২৫] এবং ১২৭০ হিজরী পর্যন্ত পাঠ্য বিষয়ের প্রত্যেকটি শাখায় দরস দিতে থাকেন। কিন্তু এর পরে অন্যান্য একাডেমিক বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু উলূমে দ্বীন তথা হাদীছ, উছূলে হাদীছ, তাফসীর ও ফিকাহ পাঠদানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এভাবে তিনি সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ ইলমে দ্বীনের খেদমতে অতিবাহিত করেন।[২৬]

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদানঃ

বিহারের এক মুকাল্লিদ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী দিল্লীতে গিয়ে নিরপেক্ষ ও খোলামনে হাদীছ অধ্যয়নের ফলে তার জীবনে আমুল পরিবর্তন আসে। 'আমল বিল হাদীছে'র জাযবা প্রচলিত তাক্বলীদী ধারার বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। কুরআন, হাদীছ, ফিকহ গ্রন্থসহ প্রচলিত প্রায় সকল ইলমে গভীর পারদর্শী নাযীর হুসাইন পাঠদানের সময় তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে হাদীছের সহজ-সরল পথ পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে ফিকহী বিতর্ক হ'তে বেরিয়ে ছাত্ররা সরাসরি কুরআন-হাদীছ অনুসরণে অধিক স্বস্তি লাভ করতো। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব থেকে জ্ঞানপিপাসু বহু ছাত্র প্রচলিত তাক্বলীদ ছেড়ে দিয়ে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান। প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তাঁর শিক্ষা প্রচার করতেন ও তাদের মাধ্যমে অনেকে আহলেহাদীছ হ'তেন। পঁচাত্তর বছরের এই ইলমী মহীরুহের ছায়াতলে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাযার ছাত্র দ্বীনি ইল্‌ম লাভে ধন্য হন। যাদের অধিকাংশই আহলেহাদীছ ছিলেন বা হয়েছিলেন বলে অনুমান করা চলে।[২৭] শিক্ষকতার মাধ্যমেই তাঁর সংস্কার আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়। তাঁর বিরাট ছাত্র-বাহিনী মূলতঃ সংস্কার আন্দোলনের কর্মী বাহিনী হিসাবে কাজ করেন এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনা করেন।

---

১৭. আল-হায়াত, পৃঃ ৩৪, ৩৫, ৪২, তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪, ফাতাওয়া, পৃঃ ২৯।
১৮. আল-হায়াত, পৃঃ ৩৪, ৩৬, ৪২।
১৯. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৪-২৯৫।
২০. ফাতাওয়া, পৃঃ ৩০; আল-হায়াত, পৃঃ ৪৪; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৫।
২১. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৫; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৯।
২২. আশরাফ লাহোরী, আল-বুশরা-আরবী (লাহোরঃ বেষ্ট পাঞ্জাব প্রিন্টিং প্রেস ১৩৭১/১৯৫০), পৃঃ ৩৮ গৃহীতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৪০।
২৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১।
২৪. মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী, আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, (বেনারসঃ দারুল ইফতা জামে'আ সালাফিয়াহ, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৬), পৃঃ ৩৩৭।
২৫. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৫।
২৬. তদেব, পৃঃ ২৯৫-২৯৬।
২৭. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২২।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাঁর বিশেষ কয়েকজন ছাত্রের তালিকাঃ

১. মুহাদ্দিছ শামসুল হক, ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হিঃ/১৮৫৭-১৯১১ খৃঃ), আওনুল মা'বুদ, গায়াতুল মাকছুদ, মুগনী, শারহ দারাকুৎনী প্রভৃতির খ্যাতনামা রচয়িতা।

২. শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৮৩ হিঃ/১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ), তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, আবকারুল মিনার প্রভৃতির রচয়িতা।

৩. মাওলানা ইবরাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯ হিঃ/১৮৪৯-১৯০১ খৃঃ) (বিহার)।

৪. মৌলবী হাকীম আলীমুদ্দীন হুসাইন নগর নাহসারভী (১২৬১-১৩০৬ হিঃ/১৮৪৫-১৮৮৮ খৃঃ) (পাটনা)।

৫. মৌলবী ফযর হুসাইন মোযাফ্ফরপুরী বিহারী, মিয়াঁ ছাহেবের প্রথম উর্দূ জীবনী 'আল হায়াত বা'দাল মামাত' -এর রচয়িতা।

৬. হাফেয মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬ হিঃ/১৮৬৫-১৯১৮ খৃঃ) (দারভাঙ্গা)।

৭. মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক (ছাহেবগঞ্জ)।

৮. মৌলবী বখশী আলী (চট্টগ্রাম)।

৯. মৌলবী আয়নুদ্দীন (১২৯৭-১৩৪০ বাং), মেটিয়াবুরুজ (কলিকাতা)।

১০. মৌলবী ওবায়দুল্লাহ, তুহফাতুল হিন্দ ও তুহফাতুল ইখওয়ান-এর লেখক।

১১. মৌলবী আবদুল ওয়াহ্হাব (১২৮৫-১৩৫১ হিঃ/১৮৬৩-১৯৩২ খৃঃ)।

১২. মৌলবী আবুল ওফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭ হিঃ/১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ) (পাঞ্জাব)।

১৩. মাওলানা সাইয়িদ শরীফ হুসাইন (মিয়াঁ ছাহেবের পুত্র)।

১৪. মৌলবী মুহাম্মাদ (জামিরা, রাজশাহী)।[২৮]

হজ্জ সম্পাদনঃ

১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৩ সালে তিনি হজ্জ সম্পাদনের জন্য মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। তাঁর বিরোধীরাও সেখানে গিয়ে পৌঁছে। মিয়াঁ ছাহেব তিন দিন মিনায় অবস্থান করেন এবং প্রত্যহ দিবা-রাত্রী সেখানে ওয়ায-নছীহত পেশ করতে থাকেন। বক্তৃতায় তিনি শিরক-বিদ'আত ও প্রচলিত রসম-রেওয়ায পরিহার করে 'আমল বিল হাদীছে'র প্রতি লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন।[২৯] বিরোধী মুক্বাল্লিদ আলেমরা সেখানে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালান এবং কিছুটা সফলও হন। মক্কার পবিত্র ভূমিতে তাঁকে গ্রেফতার হ'তে হয় কুচক্রী আলেমদের ষড়যন্ত্রের ফলে।[৩০] অবশ্য মক্কার শাসক সৈয়দ ওছমান নূরী পাশা সসম্মানে তাঁকে মুক্তি দেন।[৩১] হজ্জ থেকে ফিরলে দিল্লী স্টেশনে তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জানানো হয়। স্টেশন লোকারণ্যে পরিণত হয় এবং স্টেশনের সব টিকেট শেষ হয়ে যায়। স্টেশনের দায়িত্বশীলরা অবাক হয়ে বলতে থাকেন, এমন কোন্ সম্মানি ব্যক্তির আগমন ঘটল যে, সব টিকেট শেষ হয়ে গেল ।[৩২]

লেখনীঃ

সারাক্ষণ দারস-তাদরীস, ফৎওয়া প্রদান ও ওয়ায-নছীহতে ব্যস্ত থাকার কারণে মিয়াঁ ছাহেব গ্রন্থ রচনার দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করতে পারেননি। তবুও শতাব্দীর এই ইলমী মহীরুহ সারা জীবনে যত লিখিত ফৎওয়া দিয়েছেন, তা একত্রিত করা হ'লে বড় বড় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যুর ২৭ বৎসর পূর্বে একবার তিনি বলেছিলেন 'যদি আমার সমস্ত ফৎওয়ার নকল রাখা হ'ত, তাহ'লে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'র চারগুণ হ'ত'। জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত ছোট বড় ৫৬টি ফৎওয়া পুস্তিকার তালিকা দিয়েছেন। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তদীয় খ্যাতিমান ছাত্র মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯) ও মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরীর সংশোধনী ও মাওলানা শারফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৩৮১/১৯৬১) কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংযোজনীসহ ১৩৩৩হিঃ/১৯১৫ সালে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' নামে বৃহদাকার দু'খণ্ডে মিয়াঁ ছাহেবের ফৎওয়া সংকলন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

মিয়াঁ ছাহেবের রচিত 'মি'য়ারুল হক' (معيار الحق) বা 'সত্যের মানদণ্ড' বইটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। বইটি মোট দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ)-এর ফাযায়েল ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে হানাফী ফিক্হের গ্রন্থসমূহে যেসব বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, যুক্তিপূর্ণভাবে সেসবের প্রতিবাদ করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে

২৮. তদেব, ৩২২-৩৩৪।

২৯. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৭।
৩০. আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ৩৬৯।
৩১. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৪২।
৩২. তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৭; ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাক্বলীদ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন, হাদীছ, ইজমা, কিয়াস-এর দলীল দ্বারা এবং চার ইমাম সহ উম্মতের অন্যান্য জ্ঞানী মনীষীবৃন্দের উক্তি সমূহের মাধ্যমে তিনি 'তাক্বলীদে শাখছী'-কে বাতিল প্রমাণ করেছেন। তাক্বলীদ পন্থীদের তরফ থেকে যেসব জওয়াব দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলিকে উদ্ধৃত করে তার দলীল ভিত্তিক জওয়াব দিয়েছেন। 'মুসলমানকে প্রচলিত চার মাযহাবের যেকোন একটির অনুসারী হওয়া ওয়াজিব'-এই দাবীর অসারতা প্রমাণে তিনি চার মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের ৩৫টি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[৩৩]

উপাধি লাভঃ

১৮৪৩ সালে উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক মক্কায় হিজরতর করার সময় অলিউল্লাহ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী শায়খুল হাদীছ হিসাবে তাঁকে 'মিয়াঁ ছাহেব' উপাধি প্রদান করেন।[৩৪] ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তিনি ১৩১৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন 'শামসুল উলামা' (বিদ্বানদের সূর্য) উপাধি লাভ করেন।[৩৫] হজ্জের সফরে গেলে আরবরা তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) খেতাব প্রদান করেন।[৩৬]

ইন্তেকালঃ

১৩২০ হিজরীর ১০ই রজব মোতাবেক ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সোমবার বাদ মাগরিব দিল্লীতে একমাত্র মেয়ের বাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন এবং পরদিন শীদীপুরা গোরস্থানে স্বীয় একমাত্র পুত্র মৌলবী শরীফ হুসাইন (৫৬)-এর কবরের পার্শ্বে সমাহিত হন। খ্যাতনামা পৌত্র হাফেয মৌলবী আবদুস সালাম (৫৫) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ের পিতা মৌলবী আবদুস সালামের পরে এই বংশের আর কেউ মিয়াঁ ছাহেবের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারেননি।[৩৭]

---

৩৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫।

৩৪. তদেব, পৃঃ ৩২১।

৩৫. আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ৪২৩; তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২৯৭; ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

৩৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩২১।

৩৭. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৪২; ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃঃ ১৭৬।

চিকিৎসা জগৎ

ধূমপায়ীর পাশে বসে থাকলেও ফুসফুসের ক্যান্সার হ'তে পারে

সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও ফুসফুসের ক্যান্সারের হার ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বক্ষব্যাধি সম্মেলনে বিশ্ববাসীকে ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য ধূমপানকে সবচেয়ে বেশী দায়ী করা হয়। বলা হয়েছে, ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য বিশ বছর ধূমপান করাই যথেষ্ট। গ্রীসের এ্যারিস্টটল ইউনিভার্সিটির বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কোষ্টা জারোগোলি দিসও বক্ষব্যাধি সম্মেলনের সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, যদি কেউ ১৩টি সিগারেট পান করেন তাহ'লে তার ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি সাতগুণ বৃদ্ধি পায়। যদি ২০টি সিগারেট পান করেন তাহ'লে তার ক্যান্সারের ঝুঁকি ২০ গুণ বেড়ে যায়। পরোক্ষ ধূমপান বা পেসিভ স্মোকিং যারা করেন অর্থাৎ যারা ধূমপায়ীর পাশে বসে থাকেন তাদের ফুসফুসের ক্যান্সার হবার আশংকা শতকরা পাঁচ ভাগের মত। ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণে বিশ্বে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটছে। ইউরোপে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ফুসফুসে ক্যান্সারের অনুপাত যথাক্রমে ৬ এবং ১। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের হার কম। ফুসফুসের ক্যান্সার যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে সেটা একজন বক্ষব্যাধি তার চেম্বারে বসলেই টের পান। ধূমপান ছাড়াও পরিবেশ দূষণের মানদণ্ডে এখন ঢাকা মহানগরী মেক্সিকো সিটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সিগারেট খাওয়ার বেশ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। টেলিভিশনে প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে সিগারেট আর বিড়ির চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন। এতে তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং সিগারেট খাওয়া শুরু করছে কিছুটা এডভেঞ্চারি জমের বশবর্তী হয়ে। মানবজাতির বাঁচার এবং সুস্থ থাকার স্বার্থে এগুলো বন্ধ করা উচিত। যেসব অভিভাবক ধূমপান করেন তাদের উচিত তাদের সন্তানদের স্বার্থে ধূমপান পরিত্যাগ করা।

কুষ্ঠ একটি নিরাময়যোগ্য রোগ

বাংলাদেশে বর্তমানে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় ৮০ হাযার। কাজেই আমাদের দেশে এটি একটি অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। সারা বিশ্বে যে পরিমাণ কুষ্ঠ রোগী আছে, তার ৯০% আছে মাত্র ১০টি দেশে। বাংলাদেশ সেই দশটি দেশেরই একটি। কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সমাজে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার আছে। আসলে এটি একটি জীবাণুবাহিত রোগ যা প্রধানত ত্বক ও শরীরের বাইরের দিকের স্নায়ু আক্রমণ করে।

http://islaminonesite.wordpress.com

কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে নয়। এ রোগের জীবাণুর বিস্তার বাতাসের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এতে প্রধানতঃ ত্বক ও স্নায়ু আক্রান্ত হয়ে থাকে। রোগীর নাক ও মুখ দিয়ে জীবাণুপূর্ণ লালা নির্গত হওয়ার পর সেই লালার সাথে বেরিয়ে আসা জীবাণু কয়েক ঘন্টা বাতাসে ভেসে থাকে এবং এভাবে তা অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। তার নিঃশ্বাসের সাথে কুষ্ঠ জীবাণু অন্যের শরীরে প্রবেশ করলেও তার অধিকাংশেরই কিন্তু কুষ্ঠরোগ হয় না। কারণ বাংলাদেশের প্রায় ৯৯% মানুষের শরীরে কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া ৮৫ শতাংশেরও বেশী রোগীর কুষ্ঠ আদৌ সংক্রামক নয়। আবার মাল্টি ড্রাগ পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করলে সংক্রামক কুষ্ঠও কয়েকদিনের মধ্যে সংক্রমণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সমগ্র বাংলাদেশে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার জন্য প্রায় ৬০০ চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। ইচ্ছা করলে বাড়ীতে থেকেই এ রোগের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন, তাতে পরিবারের অন্যদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। কারণ আগেই বলা হয়েছে, চিকিৎসা শুরু হওয়ার কয়েক দিন পর থেকে আর রোগ সংক্রমণের ক্ষমতা থাকে না।

রোগের প্রাথমিক লক্ষণসমূহঃ ত্বকে ফ্যাকাশে অথবা লালচে রঙের দাগ লক্ষ্য করা যাবে, যার স্পর্শ বা বোধশক্তি কমে যায় বা হারিয়ে যায়। ব্যথা ও তাপ অনুভব করার ক্ষমতাও কমে যায় অথবা হারিয়ে যায়। সেখানে ঘাম হয় না। শরীরের উপরিভাগের স্নায়ু শক্ত হয়ে যাওয়া, ত্বকের ভেতরের দিকে গোটা হওয়া। কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত স্নায়ু এবং ত্বক মরে যায়। ফলে রোগী তাপ, ব্যথা ও স্পর্শ কিছুই অনুভব করে না। রোগী কাটা, পোড়া ও অন্যান্য আঘাতের শিকার হয় এবং পঙ্গুত্ব বরণ করে। এ রোগের সংক্রমণ হার খুবই কম। ত্বক পরীক্ষা করলে সংক্রামক কুষ্ঠ হ'লে তার জীবাণু পাওয়া যায়। রোগীর শরীরে যে ক্ষত বা ঘা দেখা যায় তা থেকে কুষ্ঠের জীবাণু ছড়ায় না। প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ ধরা পড়লে ও চিকিৎসা হ'লে রোগীর শারীরিক বিকৃতি ও পঙ্গুত্ব রোধ করা যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসাঃ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং রোগের আলামত পাওয়া মাত্র কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগাযোগ করা। এ রোগে এমডিটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হ'লে সর্বোচ্চ ২৪ মাস সময় লাগে। অসংক্রামক কুষ্ঠ হলে ৬ মাসের চিকিৎসাই যথেষ্ট আর সংক্রামক কুষ্ঠ হ'লে ২৪ মাস চিকিৎসা লাগে। এখানে উল্লেখ্য, মাল্টি ড্রাগ থেরাপিতে তিনটি শক্তিশালী কুষ্ঠনাশক ওষুধ একত্রে ব্যবহার করা হয়, যা বাংলাদেশের কুষ্ঠ হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সম্প্রতি দেশের প্রথিতযশা চিকিৎসাবিদদের এক সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সামাজিক সচেতনতাই কুষ্ঠ রোগ দূর করার উত্তম পন্থা। এতে দেশের গণমাধ্যমগুলো মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে কুষ্ঠ রোগমুক্ত করতে হ'লে অবশ্যই সামাজিকভাবে সচেতন হতে হবে।

[সৌজন্যঃ দৈনিক ইনকিলাব]

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

রেযওয়ানার ভাবনা

-মারূফা বিনতে ইবরাহিমী*

ছোট্ট মেয়ে রেযওয়ানা। বয়স পাঁচ বছর। ওরা এক ভাই দুই বোন। বড় বোন তাযকিয়া ভার্সিটিতে পড়ে। আর ভাই রুমান পড়ে কলেজে। ওর আব্বু আখলাক ছাহেব অফিসের কাজে বেশির ভাগ সময়ই বাইরে থাকেন। রেযওয়ানার আম্মু ফাতেমা বেগমও চাকুরী করেন। সকাল বেলায় যে যার মত কাজে চলে যায় আর বিকালে বাসায় ফিরে। বাসায় শুধু রেযওয়ানা আর ওদের বাসার কাজের বুয়াটা থাকে। বাইরের দরজা তালা মারা থাকে।

রেযওয়ানার বাসায় একা একা মোটেও ভাল লাগে না। বাসায় অনেক খেলনা কিন্তু কোনটাতেই মন ভরেনা। একবার খেললেই সেটা পুরাতন হয়ে যায়। রেযওয়ানারা সোনাগঞ্জের দোতলার একটা বাসায় থাকে। বাসার সামনে বিরাট বড় পুকুর। পূর্বদিকে একটা বড় মাঠ। পশ্চিমে একটা একতলা বাড়ী আর উত্তর দিকে কিছুদূরে কোন রকম একটা চালার ঘর। পাশেই একটা পুরাতন বট গাছ ঘরটাকে বেশ ছায়া করে রেখেছে। সেখানে স্বামী-স্ত্রী আর তাদের দুই মেয়ে থাকে। বড় মেয়েটা রেযওয়ানার সমবয়সী আর ছোট মেয়েটা হামাগুড়ি দেয়। ওরা কি মজা করে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। রেযওয়ানার খুব ইচ্ছে করে ওদের মত ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু রেযওয়ানার আম্মু কোথাও যেতে দেয়না। ওর শুধু মনে হয় কবে যে বড় হবে আর আপু ও ভাইয়ার মত কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বাইরে যাবে। ওর একা একা একটুও ভাল লাগেনা। একটু পর পর শুধু দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে ঐ মা মেয়েদের দেখে। ছোট্ট মেয়েটা সারা উঠোনে মায়ের পিছন পিছন হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাযার কাজের মধ্যেও মা যখন ছোট্ট মেয়েটাকে বুকের কাছে টেনে নেয় তখন বাচ্চাটা কি খুশী! মায়ের বুকে লুকিয়ে খিল খিল করে হাসে। মায়ের মুখে তখন ফুটে উঠে পরিতৃপ্তির হাসি আর চোখে কত রঙীন স্বপ্ন।

আজ শুক্রবার। ছুটির দিন। আম্মু, আব্বু, ভাইয়া, আপু সবাই বাসায় আছে। আজ রেযওয়ানার খুব মজা। সবাই মিলে বিকালে চিড়িয়াখানায় গেল। বানরগুলোকে ওর সবচেয়ে ভাল লেগেছে। বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ আরও কত প্রাণী দেখল। সিংহটা কি তেজী। কিন্তু ওরাও রেযওয়ানার মত বন্দী ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ওদের বাসায়

*. মনোবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বাসায় আসার কিছুক্ষণ পরেই বাইরে প্রচন্ড ঝড়। আপু তাড়াতাড়ি করে সব জানালা-দরজা বন্ধ করতে শুরু করল। ভাইয়া এসে রেযওয়ানার কানটা মলে দিল ভাইয়ার খাতায় ছবি আঁকিয়েছে তাই। ওর খুব রাগ হলো, ভাইয়াটা শুধু কান মলা দেয়। এর মধ্যে আপুর সব জানালা-দরজা বন্ধ করা হয়ে গেছে। আপু বলল, 'যাক আর কোন ধুলোবালি ঘরে ঢুকবে না'। বলেই ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিতে শুরু করল। আপু সবসময় ঘরবাড়ি পরিস্কার করা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এক সময় বাইরে শীল পড়ার শব্দ শুনে রুমান ভাইয়া দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে কয়েকটা শীল কুড়িয়ে আনল। বেশ রাত হয়ে আসল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন সকাল হ'ল তখন ঝড়ের তান্ডব শেষ হয়ে আসলো।

বারান্দার দরজা খুলতেই কি সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস। পুকুরটা শান্ত, রাস্তাঘাট সব পরিস্কার। রেযওয়ানা দৌড়ে উত্তর দিকের বারান্দায় ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে দেখার জন্য যায়। কিন্তু সেখানে অনেক লোকের ভীড়। রাস্তার লোকজন যাওয়ার পথে কিছুক্ষণ থামছে। কোন নিষ্পাপ বাচ্চার খিলখিল হাসি আর ভেসে আসছে না। ভেসে আসছে কান্নার শব্দ। পুরাতন বট গাছটা বয়সের ভারে আর ঝড়ের তান্ডবে উপড়ে পড়েছে সেই চালের উপর। রেযওয়ানার ছোট্ট বুকটা মুহূর্তে হাহাকার করে উঠল। ব্যথাতুর হৃদয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে। হৃদয়ে বয়ে যাচ্ছে এক নিঃস্ব রিক্ত নদী। রেযওয়ানার মনে শুধু এই ভাবনাগুলোই জেগে উঠল যে, সামান্য বাতাস আমাদের ঘরে ঢুকে বলে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুম। অথচ এই মানুষগুলো সারারাত ঝড়ের সাথে যুদ্ধ করে কাটাল। অথচ আমরা কোন খবরই রাখিনা। আমরা শুধু উপরে উঠতে চাই, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখার একটু সময়ও আমাদের নেই। আমরা সব সময় নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত! কত মানুষ যে কত কষ্টে থাকে সেদিকে তাকিয়েও দেখিনা। বুকভরা কষ্ট নিয়ে রেযওয়ানা নিশ্চুপ পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

'সম্পদের ধনী ধনী নয়। প্রকৃত ধনী সেই, যার অন্তর ধনী'।[১] 'ঐ ব্যক্তি সফল যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজনমত খাদ্যের অধিকারী হয়েছে এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছে।[২] '(যদি তুমি সুখী হ'তে চাও) তবে ধনে ও চরিত্রে বা চেহারায় তোমার চাইতে নিম্নে যারা, তাদের দিকে তাকাও'।[৩]

১. মুত্তাফক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৭০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।
২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৫।
৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৪২।

খুৎবাতুল জুম'আ

খুৎবা-৭

[স্থানঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। তাং-১৭ই সেপ্টেম্বর'৯৯ শুক্রবার]

বিষয়ঃ মাদকমুক্ত সমাজ গড়ুন!

হামদ ও ছানা শেষে সূরায়ে মায়েদাহ্র ৯০ আয়াত পেশ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বাংলাদেশে আজ মাদকতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। চোরাপথে হেরোইন-ফেনসিডিল পাচার হয়ে এসে দেশ সয়লাব করে দিচ্ছে। স্থানীয়ভাবেও দৈনিক হাযার হাযার গ্যালন চোরাই মদ তৈরী হচ্ছে। অন্যদিকে রেক্টিফায়েড স্পিরিট খেয়ে কয়েকশ' মানুষ মরল। ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে কলোনীর গোপীবাগ-টিটিপাড়া বস্তির নীচে তৈরী সুড়ঙ্গে ফেনসিডিলের বিশাল মওজুদ আবিষ্কৃত হয়েছে। একইভাবে আগারগাঁও বি,এন,পি বস্তির বিশাল অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে মদ, জুয়া, অবৈধ অস্ত্রের বিরাট কারখানা। একই অবস্থা স্মরণকালের পিশাচতম খুনী খুলনার ত্রাস এরশাদ শিকদারের গড়ে তোলা খুলনা রেলওয়ে কলোনীর বিশাল বস্তি এলাকার। শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ সর্বদা শংকিত ও সন্ত্রস্ত। অথচ এই হাযার হাযার গ্যালন মদ ও মাদকদ্রব্য আমদানীকারক, বহনকারী, সেবনকারী, মূল্য ভক্ষণকারী এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারী ধরে নেওয়া চলে যে সবাই মুসলমান। এরা সবাই মৃত্যুর পরে জান্নাত কামনা করে। অথচ তারা কি জানেনা যে, এর দ্বারা কেবল তারা জান্নাত হারাচ্ছে না বরং দুনিয়াও হারাচ্ছে। হারাচ্ছে স্বাস্থ্য, অর্থ, সম্মান ও পারিবারিক শান্তি ও সমৃদ্ধি। আল্লাহ বলেন, 'হে মুসলিমগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তা থেকে বিরত হও। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও' (মায়েদাহ ৯০)। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা কি এখন নিবৃত হবে? (৯১)। তিনি মদ হারামের ধারাবাহিক পর্যায় বর্ণনা করেন এবং রাসূলের হাদীছ শুনিয়ে বলেন, 'যার বেশীতে মাদকতা আসে, তার অল্পটাও হারাম'।

অন্য হাদীছের মাধ্যমে তিনি বলেন যে, মদের সাথে সংশ্লিষ্ট দশ প্রকার লোকের সবার প্রতি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) লা'নত করেছেন। অতএব মদখোর মুসলমান রাসূলের

http://islaminonesite.wordpress.com

লা'নত মাথায় নিয়ে কিভাবে পরকালে মুক্তির আশা করতে পারে?

এ বিষয়ে তিনি সরকারী আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপশি সামাজিক সচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষিত ও ঈমানদার যুব সমাজ ও অভিভাবকদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বলেন, যদি আমরা এখনি সচেতন না হই, তাহ'লে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার মত আমাদের তরুণ সমাজ তিলে তিলে শক্তি বীর্যহীন ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। দেশ রক্ষার জন্য শক্তিশালী ও নীতিবান যুবশক্তি থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। অতএব যার যার ঘর সামলানো এখন প্রত্যেক সচেতন অভিভাবকের দায়িত্ব। তিনি বলেন, যদি দেশ থেকে মদ উৎখাত করা যায়, তবে দেশের অর্ধেক জেলখানা ও হাসপাতাল আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি তামাক ও ধূমপান হ'তে বিরত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

শোক সংবাদ

(ক) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা যেলার রামচন্দ্রপুর এলাকা সভাপতি ও প্রবীণ আলেম, রামচন্দ্রপুর রহমানিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক গত ২৩ শে আগষ্ট সোমবার দিবাগত রাতে নিজ গৃহে ইন্তেকাল করেন- ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রা-জে'উন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পরিবারের সকল সদস্যকে দ্বীনের উপর কায়েম থাকার উপদেশ প্রদান করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তান রেখে যান।

(খ) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলাধীন নারুলী এলাকার কর্মপরিষদ সদস্য ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী মাষ্টার মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার সকাল ৮টায় ইন্তেকাল করেন- ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রা-জে'উন।

আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক।

দো'আ

দো'আর ফযীলতঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকেনা, আল্লাহ পাক উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন। তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী দো'আ কবুলকারী' (আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ, তানক্বীহ ২/৬৯)। অত্র হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত শর্তটির সাথে অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আরও তিনটি শর্ত রয়েছে। যথাঃ দো'আকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পবিত্র হওয়া (অর্থাৎ হারাম না হওয়া) এবং দো'আ কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া' (তানক্বীহ)।

১০. খানাপিনার আদব ও দো'আঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বল। ডান হাত দিয়ে খাও ও নিকট থেকে খাও।[১] বাম হাতে খাবে না বা পান করবে না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।[২]

(খ) খাদ্য পড়ে গেলে সেটা থেকে ময়লা দূর করে খাও। শয়তানের জন্য রেখে দিয়োনা। খাওয়া শেষে হাত ধোয়ার পূর্বে ভালভাবে প্লেট ও আঙ্গুল চেটে খাও। কেননা কোন খাদ্যে বরকত আছে, তোমরা তা জানোনা'।[৩]

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভাণ্ডের মুখে মুখ লাগিয়ে এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[৪] তবে তিনি যমযমের পানি এবং ওযূ শেষে পাত্রে অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।[৫] পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলবে না। বরং তিনবার বাইরে শ্বাস ফেলবে (ও ধীরে পানি পান করবে)।[৬]

(ঘ) খাদ্য পরিবেশনের সময় ডান দিক থেকে শুরু করবে।[৭]

(ঙ) এক মুমিনের খানা দুই মুমিনে খায়। দুই মুমিনের খানা চার মুমিনে এবং চার মুমিনের খানা আট মুমিনে খায়।[৮] কেননা মুমিন এক পেটে খায় ও কাফির সাত পেটে খায়।[৯] কাত হয়ে ঠেস দিয়ে বসে খেতে নেই।[১০]

১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯।
২. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩।
৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৫-৬৭।
৪. মুত্তা, মুসলিম হা/৪২৬৪, ৪২৬৬।
৫. মুত্তা, বুখারী হা/৪২৬৮, ৪২৬৯।
৬. আবু, ইবনু, মিশকাত হা/ ৪২৭৭; মুত্তা, মিশকাত হা/৪২৬৩।
৭. মুত্তা, হা/৪২৭৩।
৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৭৮।
৯. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৭৩।
১০. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৬৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

(চ) খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' না বললে শয়তান তার সাথে খেতে থাকে।[১১]

(ছ) খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে (শেষ হওয়ার আগেই) বলবে, بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ *'বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ'*।[১২]

(জ) খাওয়া শেষে ও পানি পান শেষে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ।[১৩] اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ *'আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইমনা খায়রাম মিনহু'*।[১৪]

(ঝ) খাওয়া শেষে দস্তারখানা উঠানোর সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ *আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়িবাম মুবারাকান ফীহি*।[১৫]

(ঞ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন।[১৬]

১১. মেযবানের জন্য দো'আঃ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ। *আফত্বারা ইনদাকুমুছ ছা-য়েমূন, ওয়া আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-রু, ওয়া ছাল্লাত আলায়কুমুল মালা-য়েকাহ*।[১৭] অথবা اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম*।[১৮]

১২. নতুন গন্তব্য স্থল কিংবা অন্য কোন ভীতিকর স্থানে নামার পরে পড়বে- أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *'আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'*।[১৯]

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি'।

১৩. শত্রুর ভয় থাকলে পড়বে- اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ –

'আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে শত্রুদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার পানাহ চাচ্ছি'।[২০]

১১. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬০। ১২. আবুদাঊদ, হা/৪২০২।
১৩. মুসলিম হা/৪২০০; তিরমিযী, আযকার পৃঃ ৯০।
১৪. তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/৪২৮৩; আহমাদ-এর বর্ণনায় আছে 'আবদিলনা' আহমাদ আযকার সনদ ছহীহ পৃঃ ৯১।
১৫. বুখারী হা/৪১৯৯। ১৬. বুখারী হা/৪১৮২।
১৭. আহমাদ শারহুস সুন্নাহ হা/৪২৪৯। ১৮. মুসলিম, আযকার পৃঃ ৯২।
১৯. মুসলিম, মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী, আল-আযকার পৃঃ ৯২
২০. আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; আবুদাঊদ, 'আল-আযকার পৃঃ ১০৮

কবিতা

তাহরীক তুমি

-খ. ম. বেলাল
আল-বোকেরীয়া
আল-কাছিম, সঊদী আরব।

আত-তাহরীক তুমি ইলমের বাহার
নবীনের আশীর্বাদ তুমি প্রবীণের দাওয়া।
ঢেকে যাওয়া অন্ধকারে আলোর মিছিল
নিতান্ত প্রয়োজন আজ তোমাকে পাওয়া।
দ্বীনের সংগ্রামে তুমি অগ্রসৈনিক
দূর করে দিবে আছে যত কালপিট।
তোমার প্রদীপ শিখা অতি শক্তিধর
দুনিয়া জুড়ে আজ নিচ্ছে তোমারি খবর।
উজ্জ্বল আলো হাতে জেগে উঠেছ তুমি
হে আত-তাহরীক! তোমারি হবে জয়।
তোমাকে নিয়ে আজ স্বার্থবাদীর জ্বালা
মিথ্যাবাদীর মুখে লাগিয়ে দিয়েছ তালা।
দিগ্-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে তোমারি শুনাম
আত-তাহরীক একটি সুন্দর নাম।
সঠিক পথে আছ তুমি থাকবে চিরকাল
ঘুণে ধরা এই সমাজে তোমারি দরকার।
সঠিক তথ্য দিচ্ছ তুমি মানব মনে
উদার প্রেমিক তুমি নব জাগরণে।
মুসলিম হৃদয়ে স্থান নিয়েছ চমৎকার
সত্যিই তুমি দুর্দিনের অলংকার।
দ্বীনের বাণী বহন করে ঘুরেছ সারা ভূমি
দ্রুত এগিয়ে চল আত-তাহরীক তুমি।

***

মুসলমান

-আবদুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ীহাট
বিরল, দিনাজপুর।

হে মুসলমান! তাওহীদের পথে হয়ে রাহবার
দূর করে দাও যত রয়েছে ত্বাগূতী অন্ধকার।
ন্যায়-অন্যায়ে চলেছে লড়াই যুগ-যুগান্তর
সেই সংগ্রামে মুসলমানেরাই হয়েছে অমর।
বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অথবা রণাঙ্গনে
পরাজয় কভু নাই মুসলমানের জীবনে।
শাহাদতের রক্তিম রক্ত ধারা দিয়ে
ফুটিছে শত গোলাপ অসীম সম্ভাবনা নিয়ে।
মুসলমানের রক্ত-ঘাম যেতে পারেনা বৃথা

http://islaminonesite.wordpress.com

ফুটিছে শত গোলাপ অসীম সম্ভাবনা নিয়ে।
মুসলমানের রক্ত-ঘাম যেতে পারেনা বৃথা
তাইতো রয়েছে সদা স্মরণে তাঁদেরই কথা।
যাঁদের ঈমান ও সাহসে হয়েছে সোনালী ইতিহাস
আমাদের তরে দিয়েছে যাঁরা বিশাল আবাস।
আমরা কি তাহ'লে পারিনা সবে
সেই ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করতে আবারো ভবে?
শুধুই প্রয়োজন সঠিক পথের দিশা,
তবেই হয়ে যাবে দূর; রয়েছে যত হতাশা।
সেই লক্ষ্যে আমরাতো ডাক দিয়ে যাই,
এসো সকলে হও শামিল আছো যত-
মুসলিম ভাই।

***

কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল

-নূরুন নাহার ফৌজি
উপশহর, রাজশাহী।

উঠো হে নবীন, উঠো! জাগ্রত হও!
তোমরা কুসংস্কারের মোহে লোহার সিন্দুকে
আটকে থাকার বস্তু নও।
দেখ, চারিদিকে চেয়ে দেখ!
দেশে কি অবস্থা চলছে আজ
মানুষে মানুষে হানাহানি, ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা,
তোমরা এই কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে প্রাচীর ভেঙ্গে
আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়ে আসতে কি পারোনা?
দাঁড়াও, সবাই রুখে দাঁড়াও
কর্তব্য-কর্মে অগ্রসর হও
দেশকে তোমাদের মুক্ত করতেই হবে
বাঁচাও কাফিরদের হাত হতে এ দেশটাকে বাঁচাও
আর বসে থেকোনা, উঠো! অগ্রসর হও!
কুরআন ও হাদীছে বিশ্বাসী নয়াপথিক এগিয়ে চল
মুক্ত কর তোমরা সবাই ব্যথাগ্রস্থ জনতাকে।
তোমাদের এ যাত্রা পথে আসতে পারে অনেক বাঁধা
শক্ত হাতে হাল ধরে ঘুচিয়ে দেবে সব বাঁধা।
নতুন শতাব্দীর নয়া পথিক, এগিয়ে চল সামনে
শত বাঁধা, ভয়ের পাহাড় তোমাদের রুখতেই হবে
যাও! এগিয়ে যাও!
রাসূলের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাও
দূর্বল অসহায় মানুষের আর্তনাদে
তাদের ন্যায্য দাবী ফিরিয়ে দাও।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১. ৯টি (নমল ১২)।
২. সূরা শামস, আয়াত ৮।
৩. সূরা বাক্বারা ২৫৯। হযরত ওযায়ের (আঃ)।
৪. সবুজ বৃক্ষ থেকে (ইয়াসিন ৮০)।
৫. হাত ও পা দ্বারা (ইয়াসিন ৬৫)।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা

১. আসমান থেকে যমীন এবং এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্ব কত?
২. সপ্তমাকাশ ও আরশের মাঝে কি রয়েছে?
৩. কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গেছিল?
৪. ঈমানের মূল স্তম্ভ কয়টি ও কি কি?
৫. আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছিলেন ও তাকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল?

চলতি সংখ্যার একটুখানি বুদ্ধি খাটাও (ইংরেজী)

১. ছয় অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ অর্থ অতি আপন
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে 'অপর' অর্থ হয় তখন।
২. চার অক্ষরের শব্দ একটি হিংস্র প্রাণীর নাম
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে হয় কোন একটি অংগের নাম।
৩. চার অক্ষরের একটি শব্দে সৌরজগতের অগণিত বস্তু বুঝায়, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে অতি কালো দ্রব্যে পরিণত হয়।
৪. চারটি অর্থবোধক একটি শব্দ অর্থসহ লিখ।
৫. এমন একটি দেশের রাজধানীর নাম বল যা লিখতে ইংরেজী 'o' অক্ষরটি তিনবার ব্যবহৃত হয়।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(৯৯) সোহাগদল শাখা, পিরোজপুরঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল হামীদ
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শাহ আলম বাহাদুর
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আলমগীর বাহাদুর
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ মহসিন উদ্দীন,

http://islaminonesite.wordpress.com

মুহাম্মাদ বরকতুল্লাহ, মুহাম্মাদ আসাদুয যামান ও তৌফিকুর রহমান।

(১০০) হাজরাপুকুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, রাজশাহী মহানগরীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবদুল গফূর
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবদুল মুহাইমিন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আসাদুযযামান
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ শাহরিয়ার হোসাইন, শাহরুল হাসান, হাসিবুল হাসান ও মীযানুর রহমান।

(১০১) ফকীরপাড়া আহলেহাদীছ (ওয়াক্তিয়া) মসজিদ শাখা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নূরুল হুদা
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মাসঊদ পারভেজ
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলী, নাছিরুদ্দীন, মিনারুল ইসলাম ও হাসিবুল ইসলাম।

(১০২) ফকীরপাড়া আহলেহাদীছ মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নবীরুদ্দীন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ লিযিয়া ইয়াসমিন
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ মাছুমা খাতুন, জিন্নাতুন নেসা, জান্নাতুন নাঈম ও কাজল রেখা।

(১০৩) বাঁকড়া (পশ্চিমপাড়া) জামে মসজিদ শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহেল কাফী
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আসাদুযযামান, আবদুস সাত্তার, রায়হান আলী ও আরিফ হোসাইন।

(১০৪) হরিষার ডাইং (বালিকা) শাখা, শাহমুখদম, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবু বকর
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবদুল হান্নান
পরিচালিকাঃ শারীফা বিনতে এহসান
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ সখিনা খাতুন, সুমাইয়া খাতুন, বিলকিস খাতুন ও মাশকূরা খাতুন।

(১০৫) পলাশবাড়ী সালাফিইয়া মাদরাসা শাখা, গাইবান্ধাঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ ডাঃ মুহাম্মাদ শামসুযযুহা
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবদুল মুমিন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, আইউব হোসাইন, শাহিন মিয়াঁ ও সোলায়মান হোসাইন।

(১০৬) পলাশবাড়ী সালাফিইয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, গাইবান্ধাঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হালীম
উপদেষ্টাঃ ডাঃ মোবাইদুল ইসলাম
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ আশা আখতার
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ কেয়া খাতুন, দুলালি খাতুন, জিন্না খাতুন ও কল্পনা আখতার।

(১০৭) দাড়িগাছা নতুনপাড়া শাখা, শেরপুর, বগুড়াঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ওমর আলী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মাগরেব আলী ,
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (সেলিম)
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ শাহাদৎ হোসায়েন, সাঈদুয যামান, মুহাম্মাদ শাহ আলম ও মুহাম্মাদ মূসা।

(১০৮) গয়নাকুড়ি শাখা, শেরপুর, বগুড়াঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ আবদুল হাই আল-হাদী
উপদেষ্টাঃ নূর মুহাম্মাদ
পরিচালকঃ আবদুর রউফ
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ আবু হাসান, মাহমূদুল হাসান, রামাযান আলী ও মামূনুর রশীদ।

(১০৯) দাড়িগাছা শাখা, শেরপুর, বগুড়াঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নায়েব আলী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সাগর আলী
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সাববির আহমাদ
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ তাকমীরুল ইসলাম, সঊদ আলী, আবদুর রহীম ও আবু নাঈম।

(১১০) টুঙ্গারিয়া শাখা, দুপচাচিয়া, বগুড়াঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ইউনুছ আলী
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবদুর রাক্বীব
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ ওমর ফারূক, শরীফুল ইসলাম, আকরাম হোসায়েন ও মাসঊদ রানা।

(১১১) মোল্লাপাড়া শাখা, দুপচাচিয়া, বগুড়াঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ নাযিম হোসায়েন
উপদেষ্টাঃ আবদুল হাকীম
পরিচালকঃ আবদুন নূর সালাফী
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ আবু ত্বালহা, ফেরদৌস হোসায়েন, আবু হোসায়েন ও আবু তালেব।

http://islaminonesite.wordpress.com

(১১২) ছাতিয়ামপাড়া মাদরাসা শাখা, সাধুরিয়া, শিবগঞ্জ, বগুড়াঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ শাহজাহান আলী
উপদেষ্টাঃ আহসান হাবীব
পরিচালকঃ ফিরোজ আলিম
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ আবদুল হালীম, রবীউল ইসলাম, তাজুল ইসলাম ও মুস্তাফীযুর রহমান।

(১১৩) ছাতিয়ামপাড়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, সাধুরিয়া, শিবগঞ্জ, বগুড়াঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ আবদুল মুমিন
উপদেষ্টাঃ দিলবর হোসায়েন
পরিচালিকাঃ মৌলুদা খাতুন
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ নূর জাহান, হাসনাহেনা, সেলিনা খাতুন ও রাযিয়া খাতুন।

থানা ও যেলা গঠনঃ

(২৪) বাঘা থানা পরিচালনা কমিটি, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবুল হোসায়েন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ এবাদুল্লাহ
পরিচালকঃ ফিরোজুর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ (১) মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দীন
(২) মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ।

(২৫) পিরোজপুর যেলা পরিচালনা কমিটি, পিরোজপুরঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল হামীদ
উপদেষ্টাঃ শাহ আলম বাহদুর
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আলমগীর বাহাদুর
সহকারী পরিচালকঃ (১) মুহাম্মাদ এনামুল হক
(২) মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন।

ভয়

-ফাহমীদা নাজনীন
মির্জাপুর, রাজশাহী।

অন্য কাওকে ভয় করিনা
তোমায় শুধু ভয়
তোমায় ভয় করি বলেই
অন্য সবার ভয়॥
যদি ব্যথা পায় ভয়ে
ঐ নীল পাখিটারে
ধরতে গিয়ে হাত থেমে যায়
আর ধরিনা তারে॥
ওকে ব্যথা দিলে যদি
তুমি ব্যথা পাও
সেই ভয়েতো দুঃখীটারে
তাড়িয়ে দেইনা তাও॥
এমনি করেই তোমার ভয়ে
ধরণীকে করি জয়
তোমায় ভয় করি বলেই
অন্য সবার ভয়॥

***

প্রার্থনা

-মুসাম্মাৎ তাসমীন জেরিন
কাযিরগঞ্জ, রাজশাহী।

আল্লাহ! আমরা সোনামণি
তোমার কথা মানি,
তোমারই হাতে জীবন-মরণ
এটাই মোরা জানি॥
তোমার কথায় দিন-রাতে
পরিবর্তন ঘটে,
তাইতো জানি সব ক্ষমতা
তোমার হাতেই বটে॥
তোমার বাণী কুরআন পড়ি
মানি হাদীছ ছহীহ,
আমরণ এই পথে
চলতে মোরা চাহি॥
তোমারই লাগি পাঁচ বার যেন
ছালাত আদায় করতে পরি,
তৌফীক দাও আল্লাহ আমায়
এ প্রার্থনা করি॥

***

পেটুক দুঃখী

-দিপ্তি
কাযিরগঞ্জ, রাজশাহী।

ঝাল খেয়ে দুঃখী মশায়
করে উঃ আঃ,
চোখ দিয়ে পানি পড়ে
করে থাকে হাঃ।
তিতা খেয়ে চিৎকার করে
বলে বড় তিতা,
টক্ খেয়ে মুখ বেঁকিয়ে
ঝোঁকায় শুধু মাথা।
মিষ্টি খেয়ে হেসে বলে
আর একটু চাই,
তোমার মত পেটুক দুঃখী
কোথাও দেখি নাই।

***

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

খুলনায় তিনটি মিল বন্ধঃ ১২ জনের মৃত্যু, হাযার হাযার ক্ষুধার্ত শ্রমিকের আর্তচিৎকার!

খুলনা মহানগরীর ৩টি জুট মিল গত ৬ই জুলাই '৯৯ থেকে বন্ধ থাকায় মহানগরীর দৌলতপুর ও খালিশপুর দু'টি শিল্পাঞ্চলে বর্তমানে '৭৪-এর চাইতেও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে। খাবার না পেয়ে ক্ষুধার্ত হাযার হাযার শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের আর্তচিৎকারে এলাকার আকাশ-বাতাস ভারী হ'য়ে উঠেছে। অনাহারে এ পর্যন্ত ১২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অবিলম্বে বন্ধকৃত সোনালী, আফিল ও এজাক্স জুট মিল চালুর ব্যবস্থা না করলে আরও বহু শ্রমিক মারা যাবে বলে আশংকা রয়েছে। দীর্ঘ কয়েক মাস খুলনার এই তিনটি জুট মিলের মালিক পক্ষ শ্রমিকদের কোন বেতনাদি না দেয়ায় শ্রমিকরা চাল, ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে পারছে না। অপরদিকে মিল নিয়ন্ত্রিত এলাকা ফুলবাড়ী ও আটরা শিল্পাঞ্চলের ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের কাছে বাকীতে মালামাল বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে শ্রমিকদের কষ্ট চরমে উঠেছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার।

এদিকে শ্রমিকদের জীবন বাঁচাতে খুলনা মহানগরী বিএনপি গত ২ আগষ্ট থেকে ফুলবাড়ী গেটে একটি লঙ্গরখানা চালু করেছে। সেখান থেকে দিনে ১ বার মাত্র ১ প্লেট করে ডাল-ভাত সরবরাহ করা হচ্ছে। এই খাবার খেয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে ৩ মিলের প্রায় ১০ হাযার শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারের প্রায় ২০ হাযার সদস্য। প্রশ্নঃ এদের দেখার কি কেউ নেই?

ভারত থেকে বিস্ফোরক আসছে

ভারত এবং ভারতীয় পত্রিকায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, বাংলাদেশ থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য ভারতীয় অখণ্ডতা ধ্বংসের জন্য সেদেশে প্রবেশ করানো হচ্ছে। ভারতীয় আর এক সূত্রে সগৌরবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য পুলিশ গত ১৩ আগষ্ট রাজশাহী শহরে অনুপ্রবেশ করে এক মসজিদ থেকে ৩০ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে এনেছে। অথচ উক্ত ৩০ কেজি আরডিএক্স বিস্ফোরক দ্রব্য পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ও তার কথিত অনুচরদের দ্বারা ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে ভারত যে দাবী করেছে, এখনও পর্যন্ত তার কোন প্রমাণ ভারত দিতে পারেনি। বিজ্ঞজনদের মতে, এদেশের জনগণকে এবং তাদের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য ভারতের পক্ষ হ'তে এটা একটা হীন চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, এই বিস্ফোরক দ্রব্যাদি বাংলাদেশ থেকে নয়, বরং ভারত থেকেই বাংলাদেশে প্রবেশ করানো হচ্ছে এদেশের স্থিতিশীলতা ধ্বংস করার জন্য। তার প্রমাণ হিসাবে সাম্প্রতিক মাত্র তিনটি ঘটনাই যথেষ্ট। যেমন ঃ-

(১) যশোর সীমান্ত এলাকার শার্শা থানার বড় আচড়া গ্রাম থেকে গত ২০ আগষ্ট বিডিআর তিনশ' কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য 'সালফার' এবং ৭ই সেপ্টেম্বর আবারো একই এলাকা থেকে ভারত থেকে আনা ৬ বস্তা ভর্তি ৩শ' কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছে, যা শক্তিশালী বোমা তৈরীর প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (২) গত ২৭শে আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা যেলার জীবননগর সীমান্ত থেকে আগত একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য, যা ভারত থেকে এসেছে। (৩) পরদিন ২৮ আগষ্ট ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ থানাধীন বল্লিপাড়া গ্রাম থেকে বিডিআর আটক করেছে ৬০টি ভারতীয় এয়ার রাইফেল। এই রাইফেলগুলো পশ্চিম নদীয়া যেলা থেকে বাক্সবন্দী অবস্থায় বাংলাদেশে চালান করা হয়েছিল বলে ভারতের উগ্র হিন্দুবাদী দৈনিক আনন্দ বাজারে প্রকাশিত রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে।

এর দ্বারা তারা এদেশে অবৈধ অস্ত্রের বিভিন্ন ভান্ডার গড়ে তুলতে চায় এবং দেশব্যাপী সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিতে চায়। কেননা, দেশের রাজনৈতিক সংঘাত ও সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ তীব্রতর হউক এটা তাদের অন্যতম প্রত্যাশা। তাহ'লেই তারা সিকিম দখলের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এদেশে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। অতএব দেশপ্রেমিক জনগণকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

উম্মতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহপাক সম্মান ও দায়িত্ব প্রদান করেছেন

-ঢাকায় কা'বা শরীফের ইমাম

পবিত্র কা'বা শরীফের ইমাম ডঃ শেখ ছালেহ বিন আবদুল্লাহ বিন হামিদ বলেছেন, ইসলামী শিক্ষার অভাবে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সন্তানরা ইসলাম বিরোধী হয়ে ওঠে। কারণ, তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়। গত ৩রা আগষ্ট শুক্রবার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় তিনি এ কথা বলেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সফররত সঊদী আরবের মজলিস-ই শূরার প্রতিনিধি দল ঐদিন বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করেন এবং ডঃ শেখ ছালেহ জামা'আতে ইমামতি করেন। প্রতিনিধি দলের নেতা ডঃ শেখ ছালেহ বলেন, প্রকৃত মুসলমানের কাজ হ'ল দুষ্টের

http://islaminonesite.wordpress.com

দমন ও শিষ্টের লালন। তিনি বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ একাধারে সম্মান ও দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আর সে দায়িত্ব হ'ল ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কাজ করা।

৮ মাসে পুলিশ, কারা ও কোর্ট হেফাযতে মৃত্যু হয়েছে ৪৬ জনের

গত ৮ মাসে দেশে ৮৩৪টি মানবাধিকার লংঘনজনিত ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে পুলিশ, কারা ও কোর্ট হেফাযতে ৪৬ জনের মৃত্যু, ৬৬১টি ধর্ষণ, ৯৯টি এসিড নিক্ষেপ এবং বিভিন্ন অত্যাচারে ২৮ জন গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দেশের অন্যতম মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' সংবাদ পত্রসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত ও নিজেদের অনুসন্ধানে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ আগষ্ট '৯৯ পর্যন্ত দেশে সংঘটিত বিভিন্ন মানবাধিকার লংঘন ঘটনার উপর একটি জরিপ চালিয়ে এ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকায় ৪দিন ব্যাপী এশীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের সম্মেলন সমাপ্ত

নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং বাতিল, ভারতের প্রতিনিধির অনুপস্থিতি, চার্টারে পাঁচটি দেশের স্বাক্ষর না করা এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রথম প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব জনাব মঞ্জুর-ই-মাওলাকে প্রথম সচিব মনোনীত করা ও ঢাকায় প্রথম সচিবালয় স্থাপন এবং 'এসোসিয়েশন অব এশিয়ান পার্লামেন্টস ফর পিস' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ঘোষণার মধ্য দিয়ে গত ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ে চারদিন ব্যাপী এশীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের সম্মেলন শেষ হয়েছে। সম্মেলন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এর নামকরণ ছিল 'এশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ানস কনফারেন্স ফর পিস এণ্ড কো-অপারেশন'।

সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে চীনের প্রস্তাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপিকে নতুন সংগঠনের প্রথম প্রেসিডেন্ট, ফিলিস্তিনের প্রস্তাবে কম্বোডিয়ান সংসদের স্পীকার নরোদম রণরিধকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সদস্যদেশগুলো হচ্ছে- নেপাল, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, রাশিয়া, কুয়েত, ফিলিস্তীন, চীন, কোরিয়া, কিরিবতি, টঙ্গো (প্যাসিফিক)।

সম্মেলনে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও ইরাকের ওপর থেকে জাতিসংঘ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাবসহ ৩০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, নতুন সংগঠন এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ৩১টি দেশের ১শ' ৩০ জন সংসদ সদস্য যোগদান করেন।

উল্লেখ্য, পাঁচ কোটি টাকার মত বিপুল অর্থ ব্যয়ে এর আগে বাংলাদেশে কোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই সম্মেলনের সাথে বাংলাদেশ বা এশিয়ার বিপুল জনগোষ্ঠীর কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা নেই। পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু আসা-যাওয়ার খরচ, হোটেলে থাকা খাওয়ার খরচ ও মুদ্রণ সামগ্রীর খরচ ছাড়া পাঁচ কোটি টাকার মধ্যে কোন নির্মাণ ব্যয় নেই, কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় নেই এবং কোন অবকাঠামোগত ব্যয়ও নেই। শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যার পর পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ের (প্রাক্কলিত) এই ধরণের একটি সম্মেলনের আয়োজন সত্যিকার অর্থে কোন জনকল্যাণকামী সরকারের পক্ষে সম্ভব কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এটা অনেকটা জোট নিরেপক্ষ সম্মেলনের মত যার ফলাফল শূন্য।

মন্ত্রী সভায় জননিরাপত্তা আইন অনুমোদন

মন্ত্রী সভা তাদের নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে গত ৬ সেপ্টেম্বর '৯৯ জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৯ অনুমোদন করেছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নামে ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশনকারী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে মামলা করা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আর একটি আইন আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠিয়েছে।

'জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৯'-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যানবাহন চলাচলে বিঘ্নসৃষ্টি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ ও গাড়ী ভাংচুরের অপরাধে সর্বোচ্চ ২০ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছরের কারাদণ্ড হবে। এই জাতীয় অপরাধের দ্রুত বিচার সম্পন্নের জন্য গঠন করা হবে জননিরাপত্তা মূলক ট্রাইবুনাল। এটি জাতীয় সংসদে পাস করিয়ে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের পর আইনে পরিণত হবে।

বিএনপি সহ সকল বিরোধী দল প্রস্তাবিত এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তারা বলেন যে, সরকার বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্যাতন ও হয়রানি করার জন্য ও চূড়ান্ত পরিণামে ১৯৭৪-এর ন্যায় একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েম করার জন্যই এই আইন তৈরী করছে। পক্ষান্তরে সরকারী দলের বক্তব্য হচ্ছে, সন্ত্রাস দমনে দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন মোতাবেক প্রতিটি যেলায় এক বা একাধিক জননিরাপত্তা মূলক ট্রাইবুনাল গঠিত হবে। ট্রাইবুনালের বিচারক হবেন যেলা ও দায়রা জজ। প্রস্তাবানুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ না হ'লে ট্রাইবুনাল ১৫ দিন করে অতিরিক্ত ৩০ দিন সময় বাড়াতে

http://islaminonesite.wordpress.com

পারবেন। সব মিলিয়ে ৭৫ দিনের মধ্যে মামলার তদন্ত কাজ অবশ্যই শেষ করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ২৪০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য শেষ করতে হবে।

মন্ত্রীসভা চোরাচালান নিরোধ আইন '৯৯ ও বেসরকারীকরণ আইন '৯৯-এর খসড়াও অনুমোদন করেছে। চোরাচালান নিরোধ (গৌণ অপরাধ) বিশেষ আইন ১৯৯৯-এর খসড়ায় সীমান্ত পথে বাংলাদেশে ইনকামিং ৪৪টি এবং আউটগোয়িং ৩৩টি পণ্য চোরাচালানের স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচার ও শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে।

বরাক নদীতে হাইড্যাম নির্মাণঃ বাংলাদেশের এক চতুর্থাংশ মরুভূমিতে পরিণত হবে

ভারত সরকার সুরমা-কুশিয়ারার উৎস তিপাই মুখে বরাক নদীতে হাইড্যাম নির্মাণের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে। বিএনপি সরকারের আমলে ভারত এই ড্যাম নির্মাণের কাজ হাতে নিলে চাপের মুখে তা বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে ভারত সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুনরায় তৎপর হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় ফারাক্কা নামে পরিচিত এই 'বরাক ড্যাম' নির্মিত হ'লে বাংলাদেশের গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল শুধু মরুভূমিতেই পরিণত হবে না। বরং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের আশংকাযুক্ত এলাকায় পরিণত হবে। হাইড্যাম প্রকল্পের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের একজন সাবেক মহাপরিচালক এই আশংকার কথা জানিয়েছেন।

পরিবেশ পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, বরাক নদীতে তিপাই মুখে হাইড্যাম নির্মিত হলে বৃহত্তর সিলেট বিভাগ থেকে শুরু করে বরিশাল বিভাগ এলাকায় আর্থসামাজিক অবস্থার প্রতিকূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা হুমকির মুখে পড়েবে। সিলেটের ১৩০টি চা বাগানের উৎপাদন কমে যাবে। পানির অভাবে ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হবে।

বরাক নদীতে হাইড্যাম নির্মাণের ব্যাপারে খোদ ভারতের মণিপুর সরকার প্রবল আপত্তি করেছে। কারণ মণিপুর ও মিজোরাম সীমান্ত এলাকায় এই বাধ নির্মাণের ফলে তারা বড় ধরণের ভূমিকম্পের কবলে পড়তে পারে বলে আশংকা রয়েছে। অপরদিকে এই হাইড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করার ফলে বাংলাদেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অঞ্চলে মরুময়তা দেখা দিবে। পানির অভাবে আর একটি ফারাক্কার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে এ অঞ্চলের মানুষ-প্রাণী-উদ্ভিদ-মাটি এবং শিল্প-বানিজ্য ও পরিবেশের উপর। যার পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক ও প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ।

ইসলামী ব্যাংককে ত্রুটিমুক্ত করুন

-আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৬শে সেপ্টেম্বরঃ অদ্য রবিবার বাদ আছর মহানগরীর নানকিং রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ রাজশাহী শাখা কর্তৃক আয়োজিত 'ইসলামী ব্যাংকিং ও শরী'আহ পরিপালন' বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান কমোডর (অবঃ) মোহাম্মাদ আতাউর রহমান ও অতিথি বক্তা ছিলেন ইসলামী ব্যাংকের ডাইরেক্টর জনাব শরীফ হোসাইন ও শরী'আহ কাউন্সিলের সদস্য সচিব মাওলানা কামালুদ্দীন জা'ফরী। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ **মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও রাজশাহী ইমাম সমিতির সভাপতি হাফেয মোহাম্মাদ মোবারক করীম।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমান সূদী অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে ইসলামী ব্যাংক একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি শুধু ব্যাংক নয়, এটি সুষ্ঠু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনষ্টিটিউশন। তিনি বলেন, ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ থেকে বাংলাদেশে এই ব্যাংক চালু হ'লেও আজ পর্যন্ত এটি ত্রুটিমুক্ত হ'য়ে সুস্থ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। এ পর্যায়ে তিনি ব্যাংকের নেতৃবৃন্দ সমীপে সুনির্দিষ্ট চারটি প্রস্তাব পেশ করেন। যথা-

(১) শুধু ধনীদের মাঝেই যাতে সম্পদ আবর্তিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা। বিত্তহীন ও নিম্নবিত্তদের জন্য 'কর্যে হাসানাহ' প্রকল্প চালু করা।

(২) ব্যাংকের শরী'আহ কাউন্সিলকে উপদেষ্টার বদলে সিদ্ধান্তকারী সংস্থায় পরিণত করা এবং বিভাগীয় বা যেলা পর্যায়ে এই কাউন্সিল সম্প্রসারিত করা। শরী'আহ কাউন্সিলে আহলেহাদীছ আলেম ও শিক্ষাবিদগণকে শামিল করা।

(৩) ইসলামী পত্রিকাগুলিকে ভর্তুকি দেওয়া ও সেগুলিতে নিয়মিত 'ইসলামী অর্থনীতির পাতা' প্রকাশ করা।

(৪) রাজনৈতিক ও মাযহাবী দলীয়করণের মানসিকতা পরিহার করা। তিনি বলেন, অনেকেরই প্রশ্নঃ ইসলামী ব্যাংক সূদী ব্যাংকেরই মত, এই ধারণা দূর করার জন্য সুধী মহলে ব্যাপক প্রচার ও মতবিনিময় আবশ্যক।

উক্ত সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,

http://islaminonesite.wordpress.com

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সোশ্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের শরী'আ কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর আবদুল হামীদ, কলা অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর এ,কে,এম, ইয়াকুব আলী এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও মসজিদের ইমাম সহ প্রায় দুই শতাধিক সুধী। সেমিনার শেষে দো'আ পরিচালনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী।

স্কার্ফ পরিহিতা ছাত্রীকে ক্লাশ থেকে বের করে দেয়ায় নিন্দা জ্ঞাপন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর **শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী** এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজের ছাত্রী সৈয়দা আতিয়া বেগমকে মাথায় স্কার্ফ পরার অপরাধে ক্লাশ থেকে বহিষ্কার করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ইসলাম বিরোধী এই জঘন্য সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানান। শায়খ সালাফী বলেন, মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে ইসলামী বিধান (পর্দা)-এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে প্রিন্সিপ্যাল মিসেস হাসিনা যাকারিয়া দেশের ১২ কোটি মুসলমানের ঈমানে আঘাত হেনেছেন। তিনি অধ্যক্ষা মিসেস হাসিনা যাকারিয়াকে এহেন অপরাধের জন্য প্রকাশ্যে জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে অবিলম্বে সৈয়দা আতিয়া বেগমকে মাথায় স্কার্ফ পরে ক্লাশে আসার অনুমতি দেওয়ার ও তাকে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য চট্টগ্রাম ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজের কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

আলী হোসাইন একজন সৎ মাছ ব্যবসায়ী

রাজশাহীর প্রধান বাজার সাহেব বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে ক্রেতা প্রতিনিয়তই ঠকছেন। প্রতি কেজিতে এক থেকে দু'শ গ্রাম কম। মাছ বিক্রেতার কাছ থেকে মাছ কিনে অন্যত্র মাপালেই এই হেরফের ধরা পড়ে। এ নিয়ে ক্রেতার সাথে বিক্রেতার প্রায়শই তর্ক-বিতর্ক হয়। বর্তমানে এটি গা সওয়া হয়ে গেছে। কেজির বাটখারার তলা ঘষে ঘষে ওজন কমানো, তলার সীসা খুলে নেয়ার পাশাপাশি রয়েছে শলাকার মারপ্যাঁচ। ওজন কম দেয়ার বিষয়টি মাছ ব্যবসায়ীরাও স্বীকার করেন। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে। মাছ বাজারের শেডে বসে নয়, মাছ বাজারের ফুটপাতে বসে মাছ বিক্রি করেন **মুহাম্মাদ আলী হোসাইন**। সাহেব বাজারে যারা আসেন তারাই আগে ছুটে যান আলী হোসাইন-এর কাছে। কারণ এটাই- মাপে কোন হেরফের নেই। দাম নিয়ে ছল-চাতুরী নেই। মাছ কিনে ঠকার সম্ভাবনাও নেই। তাই তার মাছ বিক্রি করতে সময়ও লাগে না। অন্যান্য মাছ ব্যবসায়ীরাও তার প্রশংসা করেন। অনেকে অন্য মাছওয়ালার কাছ থেকে মাছ কিনে তার কাছে ওজন যাঁচাই করে নেন।

আলী হোসাইন-এর ক্রেতাও কম নয়। সারা মাস বাকী নিয়ে বেতন হ'লে ক্রেতা তা পরিশোধ করেন। এ জন্য রয়েছে তার লম্বা হিসাবের খাতা। অনেকে তার বাকী পরিশোধ করেননি বলে জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মানুষ তার সততা তুলে ধরার জন্য অনুরোধ জানান। মুখ ভরা দাড়ি, ফর্সা ও সুন্দর চেহারা সদালাপী হাসি-খুশি আলী হোসাইনের মুখোমুখি হ'লে তিনি বলেন, সততা নিয়ে ব্যবসা করলে আল্লাহ অবশ্যই বরকত দেবেন। মাছের ব্যবসা করে ৯ সদস্যের পরিবার নিয়ে আল্লাহ ভাল রেখেছেন। এক ভাগ্নেকে তার সাথে ব্যবসাতে রেখেছেন। তিনি বলেন, সব মাছ বিক্রেতা অসৎ নন। মানুষকে ঠকানো ভাল নয়। তার প্রায় সকল ক্রেতা শিক্ষিত মানুষ। এজন্য তিনি আনন্দিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে একদিন সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। তাই দুনিয়াতে হিসাব নিয়ে গরমিল করা ঠিক নয়। যারা এসব করেন আল্লাহ যেন তাদের হেদায়েত করেন।

[মুহাম্মাদ আলী হোসাইন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রাথমিক সদস্য ও একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী] ১৪ই আগষ্ট '৯৯ দৈনিক ইনকিলাবে মুহাম্মাদ আলী হোসাইন-এর নাম ভুল করে মোঃ আলী ছাপা হয়েছিল।]

আলিম ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার ফল গত ৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। আলিম পরীক্ষায় পাসের হার ৫৬ দশমিক ৩০, ফাযিল এবং কামিল পরীক্ষায় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৭৮।

এবছর মোট আলিম পরীক্ষার্থী ছিল ৫৭ হাযার ৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪৬ হাযার ৩০২ জন এবং ছাত্রী ছিল ১০ হাযার ৭০৩ জন। মোট ফাযিল পরীক্ষার্থী ছিল ২০ হাযার ৩৩০ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৮ হাযার ৫৫৬ এবং ছাত্রী ২ হাযার ৩৭৬ জন। কামিল পরীক্ষার্থী ছিল ১০ হাযার ২৭৮ জন। এর মধ্যে ছাত্র ছিল ৯ হাযার ৮৫৬ জন এবং ছাত্রী ছিল ৪২০ জন।

কৃতি ছাত্র

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৯ সালের আলিম পরীক্ষায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র অনুমোদিত কর্মী, কুমিল্লা যেলার কোরপাই

http://islaminonesite.wordpress.com

এলাকার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২০ তম স্থান অধিকার করেছে। মানবিক বিভাগ থেকে ৭৮৬ নম্বর পেয়ে সে এ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। কোরপাই কাকিয়ারচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার ছাত্র আবদুল ওয়াদূদ একই মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবদুল হালীম-এর প্রথম সন্তান। তাঁর গ্রামের বাড়ী দেবিদ্বার থানার তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া)। ইতিপূর্বে তুলাগাঁও দাখিল মাদরাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায়ও সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। সে সকলের দো'আ প্রার্থী।

খুলনার ঠাণ্ডা মাথার খুনী এরশাদ শিকদার গ্রেফতার

বহুল আলোচিত দক্ষিণ বঙ্গের আতংক, স্মরণকালের কুখ্যাত সন্ত্রাসী, শতাধিক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক, ঘাট সম্রাট, খুলনার টপ টেরর, সিটি কর্পোরেশনের ২১ নং ওয়ার্ড কমিশনার, এরশাদ আলী শিকদার গত ১১ আগষ্ট বুধবার সকালে গ্রেফতার হয়। দেশের সর্বকালের সেরা খুনী, ৩২টি মামলার আসামী এরশাদ শিকদার আদালতে যাওয়ার প্রাক্কালে পুলিশের কাছে স্বইচ্ছায় ধরা দিলে এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে পুলিশ ঐ দিন বিকেলেই তাকে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করে। এরশাদের সাথে তার চার সহযোগীকেও গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে এরশাদের একান্ত সহযোগী ও দেহরক্ষী গ্রেফতারকৃত নূরে আলম গত ১লা সেপ্টেম্বর খুলনা মেট্রোপলিটন দপ্তরে দেশের কুখ্যাত খুনী ও বন্দরনগরী খুলনার মহা আতংক এরশাদ শিকদারের ঘটানো হত্যাকাণ্ডের এক লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছে। তার জবানবন্দী অনুযায়ী এরশাদের নিজ হাতে ২১টি নির্মম হত্যাকাণ্ডসহ মোট ৬০ থেকে ৭০টি হত্যাকাণ্ড নানাভাবে সংঘটিত হয়েছে। নূরে আলমের ভাষ্যমতে, 'এসমস্ত হত্যাকাণ্ড কখনও ঘটতো তার বিলাস বহুল বাড়ী 'স্বর্ণকমলে' কখন তার বরফ কলে, কখনও বস্তিতে, কখনও পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে গোপনীয় আস্তানায়'। হত্যাকাণ্ডের শিকার প্রায় সকলকেই সে পার্শ্ববর্তী ভৈরব নদীতে অত্যন্ত বর্বরতার সাথে নিক্ষেপ করতো। বর্ণনা মতে এরশাদের সাথে মতপার্থক্যকারী ও স্বার্থ পরিপন্থীদেরকে ডেকে এনে সুস্থ মস্তিষ্কে হত্যা করা হ'ত। মৃতদেরকে সিমেন্ট বা বালির বস্তার সাথে বেঁধে ভৈরব নদীর ৩৫/৪০ ফুট গভীরে অত্যন্ত বর্বরোচিত ভাবে নিক্ষেপ করা হ'ত।

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী হয় গত ৯, ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর নৌবাহিনীর ডুবুরীদল ভৈরব নদীর ৪ নং ঘাট সংলগ্ন স্থানে তল্লাশী চালিয়ে মানুষের হাড়, মাথার খুলি, রক্তাক্ত ও ছেঁড়া জামা-কাপড়, বালি ও সিমেন্টের বস্তার সাথে দড়ি বাঁধা, প্রাইভেট কার, মটর সাইকেলসহ হত্যাকাণ্ডের নানা আলামত উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে এরশাদ শিকদারের খুলনা ও ঢাকায় কোটি কোটি টাকায় নির্মিত সুউচ্চ বিলাস বহুল বহু বাড়ী রয়েছে। এর মধ্যে খুলনায় নিজ আবাস স্থল এবং বোম্বের বিশেষ কারিগর দিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে নির্মিত বাড়ীর নাম 'স্বর্ণকমল'। এই বাড়ী থেকেই সবকিছু ঘটানো হ'ত। যার একটি স্থানের নাম অন্ধকূপ। সেখান থেকে ভৈরব নদীর দিকে সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে। এই অন্ধকূপে হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন চালানো হ'ত। সেখান থেকে প্রচুর অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে যে, এরশাদ শিকদার-এর সাথে সরকারী ও বিরোধী দলের বেশ কিছু প্রভাবশালী এমপি, মন্ত্রী ও নেতা এবং পুলিশের হর্তাকর্তা জড়িত রয়েছে। সরকারী দলের দু'জন প্রভাবশালী নেতা এরশাদকে ব্যাকগাইড দিত বলে প্রকাশ। পত্রিকান্তরে আরও প্রকাশ যে, এরশাদের অপরাধ এত অধিক মাত্রায় পৌঁছেছিল যে, খুলনা বাসীর 'আই ওয়াশ' করার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাসী আত্মসমর্পনের সুযোগে সাময়িকভাবে তাকে আত্মসমর্পণ পর গ্রেফতার করানো হয়। এর মধ্যে কারাগারে আটক এরশাদ মুখ খুলতে পারে এ মর্মে সরকারী দলের কিছু নেতা ও মন্ত্রী এবং আন্তর্জাতিক কিছু অপরাধী চক্র জোর অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তার মুক্তির জন্য। এরশাদের স্ত্রী খাদীজা কোটি কোটি টাকা নিয়ে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা, নেতা, এমপি ও মন্ত্রীর বাড়ীতে গোপন বৈঠক শুরু করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, এরশাদ শিকদার ঘাটের কুলি থেকে আজ শত শত কোটি অবৈধ টাকার মালিক। তার নিয়ন্ত্রণে এক থেকে দেড় হাযার সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে বলে ধারনা। তারা বলেছে, এরশাদের কিছু হলে এলাকার সব শেষ করে দিব। এ জন্য এলাকাবাসীও আতংকিত। খুলনার ট্রেন ষ্টেশনের প্রায় সব জায়গা তার অবৈধ দখলে। পুলিশ তার একশ' অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে অনেক বাড়ী, বরফ কল, বস্তি-স্থাপনা ধ্বংস করেছে। খুলনার রেলওয়ে এলাকায় এরশাদের অবৈধ বস্তি ও গোডাউন ঘর সমূহ বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলের পাত ও তেল চুরি করে এখানে রেখে পরে শহরে বিক্রি করা হ'ত। এসবের মধ্যে ঢাকার আওয়ামী এমপি হাজী সেলিমের মদীনা গোডাউনটাও ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া যানা যায়নি।

পুলিশ প্রশাসনের কিছু উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন নেতা-এমপি ও মন্ত্রীগণ এরশাদ শিকদারের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে এই আশংকায় তারা সরকারী দলের সাথে জোর লবিং চালিয়ে যাচ্ছে। তবে পর্যবেক্ষকগণের মতে

http://islaminonesite.wordpress.com

জেনারেল এরশাদের আমলে উত্থানকারী অপরাধ জগতের মুকুটহীন সম্রাট এরশাদ শিকদারের উচিৎ শাস্তি হবার সাথে সাথে তাঁর বিভিন্ন সহযোগী এবং ইন্ধনদাতাদেরও যথাযথ বিচার ও শাস্তি দিতে হবে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ক্যাম্প স্থাপন!

সম্প্রতি পার্বত্য খাগড়াছড়ি যেলার লৌহগাং থেকে উত্তর-পূর্বে বিডিআরের কেসটোমণি পাড়া ক্যাম্প ও রূপসেন পাড়া ক্যাম্পের মাঝে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সন্নিকটে বিএসএফ-এর সাবেক চোপলিংছড়া ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশের দিকে ১ কিলোমিটার ভিতরে দু'টি ক্যাম্প স্থাপনের খবর পাওয়া গেছে।

খাগড়াছড়ি সীমান্তবর্তী থানা পানছড়ির সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মানবাধিকার কর্মী ও জনপ্রতিনিধি ডাঃ হাবীবুর রহমান বলেন, রূপসেনপাড়া ও কেসটোমণি পাড়া বিডিআর ক্যাম্পের মাঝে ভারতের চোপলিংছড়া ক্যাম্পের ৬০/৭০ জন বিএসএফ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দু'টি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। এলাকার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিও বিষয়টি জানে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, দীর্ঘ ১ বছর যাবত বিএসএফ ২টি ক্যাম্প স্থাপন করেছে। পানছড়িব জনৈক সাংবাদিক বলেন, সীমানা পিলারের কোন হদিস পাওয়া না যাওয়ায় স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না বাংলাদেশ সীমান্তের কতটুকু ভিতরে বিএসএফ অনুপ্রবেশ করে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহকারে ক্যাম্প স্থাপন করেছে।

অবশ্য বিডিআর সূত্র জানায়, বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্তের ভিতরে অনুপ্রবেশ করেনি বরং তাদের দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অবস্থান ও তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চোপলিংছড়া ক্যাম্পের ৩০/৩৫ জন সদস্য (বিএসএফ) চোপলিংছড়া ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশে সীমান্তের কাছে ১ কিলোমিটার সীমান্তবর্তী এলাকায় এগিয়ে এসেছে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিতর্কিত শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর লৌহগাংয়ের পরে যে সকল এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প স্থাপন করেছে ঐ এলাকা সাবেক শান্তিবাহিনীর প্রধান ও শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। দুদুকছড়া এলাকা থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৮টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। এরই সুযোগে ঐ এলাকায় বিএসএফ-এর আনাগোনা বেড়েছে। সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদেশ

বিজেপি ও কংগ্রেসকে পরিহার করুন

-মুসলমানদের প্রতি ইমাম বোখারী

দিল্লী জামে মসজিদের প্রধান ইমাম সৈয়দ আহমাদ বোখারী ভারতের বর্তমান লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি ও বিরোধী কংগ্রেস উভয় দলকে পরিহার করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ইমাম বোখারী গত ৩রা আগষ্ট জুম'আর খুৎবায় উপস্থিত ১৫ হাযার মুছল্লীর উদ্দেশ্যে বলেন, ভারতে ১৪ কোটি মুসলমানের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার জন্য উভয় দলই দায়ী। তিনি বলেন, বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে কোন তফাৎ আমরা দেখছি না।

স্যাণ্ডেলে ক্যান্সার?

ভারত, চীন এবং অন্যান্য কয়েকটি এশীয় দেশে প্রস্তুত জুতা ও স্যাণ্ডেলে এমন সব বিষাক্ত উপাদান রয়েছে, যে কারণে সেগুলো ব্যবহারের ফলে ক্যান্সার হ'তে পারে। ফরাসী বাণিজ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন লা কুইর-এর চলতি সংখ্যায় একথা জানানো হয়েছে।

ফরাসী সরকার পরিচালিত একটি গবেষণাগারে ১৬ জোড়া আমদানীকৃত জুতার উপর এ গবেষণা চালানো হয়। ম্যাগাজিনটিতে এই গবেষণার ফলাফল উদ্ধৃত করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, অধিকাংশ জুতার মধ্যে অনেকগুলো উপাদান পাওয়া গেছে। এগুলো মানুষের ত্বকের সংস্পর্শে এলে এলার্জি এমনকি ক্যান্সারেরও সৃষ্টি করতে পারে।

তিমুরবাসীর রায় স্বাধীনতার পক্ষে

ব্যাপক সহিংসতার মধ্য দিয়ে গত ৩০ আগষ্ট ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব তিমুরের জনগণ জাতিসংঘ আরোপিত এ গণভোটে ইন্দোনেশিয়ার কাঠামোর অধীনে স্বায়ত্বশাসন প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীনতার স্বপক্ষে রায় দিয়েছে। সাবেক এই পর্তুগীজ উপনিবেশে গত ৩০ আগষ্ট-এর ভোটে শতকরা ৭৮ ভাগ ভোটার স্বায়ত্বশাসন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ৯৪ হাযার ৩৮৮ জন স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে এবং ৩ লাখ ৪৪ হাযার ৫৮০ জন বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। পূর্ব তিমুরের গণভোটে ভোট পড়েছে মোট ৪ লাখ ৪৬ হাযার ৯৫৩টি। ভোট নষ্ট হয়েছে ৭ হাযার ৯৮৫টি। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট বি,জে, হাবিবী গণভোটের এই রায়কে মেনে নিয়েছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

১৯৭৫ সালে ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুর দ্বীপটি দখল করে নেয়। খৃষ্টান অধ্যুষিত এই দ্বীপ বাসীর মন জয় করার জন্য সেখানকার উন্নয়নে ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন সুহার্তো সরকার এবং বর্তমান সরকার অকাতরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন। তবুও তিমুরবাসীদের একটি বড় অংশ তাদের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যায়। এতে হাযার হাযার লোক মারা যায়। অবশেষে সুহার্তো সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন বর্তমান সরকার জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এই গণভোট মেনে নেয়। তবে ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীসহ সেদেশের জনগণ এ রায়কে মেনে নিতে চাচ্ছে না। তারা একত্রে মিলেমিশে থাকতে চায়। কিন্তু খৃষ্টান অধ্যুষিত এই এলাকাটিতে গণভোট দিতে পশ্চিমা খৃষ্টান শক্তিগুলো ইন্দোনেশীয় সরকারকে বাধ্য করে। যদিও এরকম সংখ্যালঘুদের (মুসলমানদের) অধিকার বিশ্বে অনেক স্থানে রয়েছে। যেমন কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন প্রভৃতি। কিন্তু সেদিকে তাদের মাথাব্যথা নেই। আসলে এর পূর্বে অর্থাৎ প্রায় দীর্ঘ ২৫ বছরে সেখানে তিমুর বাসীরা স্বাধীনতা পাক পশ্চিমারা সেসময়ে চাইনি। কারণ, সুহার্তো সরকার তো তাদেরই তল্পীবাহক হয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার সেরকমটা অর্থাৎ পশ্চিমাপন্থী না হওয়াতে তিমুরাসীরা আজ স্বাধীনতার সে সুযোগ পেল বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। তবে এ মুহূর্তে জাতিসংঘের উচিৎ কাশ্মীরেও অনুরূপ গণভোটে ভারতকে বাধ্য করা।

সর্বশেষ তথ্যে জানা যায় যে, ইন্দোনেশীয় জনগণ পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এনিয়ে সেখানে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে।

বিশ্বের দীর্ঘতম সেতু

বিশ্বের দীর্ঘতম সেতু তৈরীর কৃতিত্ব অর্জন করতে যাচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার দু'টি দেশ আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে। এ লক্ষ্যে দু'দেশের মধ্যে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর হয়েছে।

দু'দেশের সীমান্তে লাপ্লাতা নদীর ওপর নির্মিতব্য এই সেতুর দৈর্ঘ্য হবে অ্যাপ্রোচ সড়কসহ ৪২ কিলোমিটার যা সংযুক্ত করবে উরুগুয়ের ফোলানিয়া এবং বুয়েন্স আয়ার্সের দু'টি শহরকে। এই সেতু তৈরীর ফলে দু'দেশের রাজধানীর মধ্যে সড়ক দূরত্ব হ্রাস পাবে প্রায় তিনশ কিলোমিটার। অর্থাৎ পূর্বে যখন বুয়েন্স আয়ার্স থেকে মন্টিভিডিও পৌঁছতে পাড়ি দিতে হ'ত ৫৭০ কিলোমিটার পথ। এখন সেখানে যেতে হবে মাত্র ২৭০ কিলোমিটার পথ। এটিই হবে এই সেতুর কৃতিত্ব। এতবড় দীর্ঘ সেতু পৃথিবীর আর কোথাও নেই। শুধু দৈর্ঘ্যের জন্য নয়, গুরুত্বের বিচারে এই সেতুটির স্থান শীর্ষে থাকবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আগামী বছরের প্রথমেই সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হবে। আর এরই সাথে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আর একটি চরম উৎকর্ষতা।

পৃথিবীর বয়স কত?

পৃথিবীর বয়স কত? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব আজও মেলেনি। সুন্দর সবুজ পৃথিবীর বয়স জানার জন্য বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদগণ প্রতিনিয়ত চালাচ্ছেন নতুন নতুন গবেষণা। কেউ কেউ সৌরজগতের অন্যান্য নক্ষত্রের সাথে তুলনা করে পৃথিবীর বয়স পরিমাপের চেষ্টা চালাচ্ছেন। আবার কেউ জ্যোতিষ শাস্ত্রের জটিল গাণিতিক উপাত্তের মাধ্যমে অংক কষে চেষ্টা করছেন পৃথিবীর বয়স জানতে। তবে সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক পৃথিবীর বয়স ১৫০০ কোটি বছরের বেশী বলে উল্লেখ করেছেন। গবেষক দলের প্রধান প্রফেসর চার্লস লিনিউভারের মতে ইতিপূর্বে পৃথিবীর বয়স ১৩৪০ কোটি বছর ধরা হ'লেও নতুন গবেষণায় এর বয়স আরও ১৬০ কোটি বছর বেশী হবে। তবে সৌরজগতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে বয়স্ক নক্ষত্রের চেয়ে পৃথিবীর বয়স অনেক কম। ধারণা করা হয় 'বিগ বাং' থিওরীর আরো আধুনিক প্রয়োগ সম্ভব হ'লে পৃথিবীর বয়স আরও বাড়তে পারে।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল

চীনের সাংহাইয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল 'দি গ্রাণ্ড হায়াৎ সাংহায়ে'র উদ্বোধন করা হয়েছে। হায়াৎ গ্রুপ ও চীনা কর্মকর্তা সম্মিলিত ভাবে হোটেলটি উদ্বোধন করেন। সম্প্রতি নির্মিত ৮৮ তলা বিশিষ্ট জিনমাও টাওয়ারের প্রথম ৩৫ তলা জুড়ে 'দি গ্রাণ্ড হায়াৎ সাংহাই' নামক এই পাঁচতারা হোটেলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জিনমাও টাওয়ার ভবনটি উচ্চতার দিক দিয়ে বিশ্বের তৃতীয়।

[সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য তথাকথিত কম্যুনিষ্ট চীনে এটা কিসের আলামত? একদিকে কোটি কোটি বনী আদম না খেয়ে মরছে, অন্যদিকে পুঁজিপতিদের ফুর্তির জন্য এই ধরণের জাঁকজমকপূর্ণ হোটেল নির্মাণ সর্বহারাদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন নয় কি? ১ কোটি ৩৭ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে যে মহান কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করা হ'ল, সেই কম্যুনিজমের জানাযা কম্যুনিষ্ট চীনেই এত দ্রুত বের হবে, তা ভাবতেও অবাক লাগে। অতএব হে কম্যুনিষ্ট ভাইয়েরা! বুঝুন আর না বুঝুন আল্লাহ প্রেরিত সত্যের নিকটে বিনা বাক্য ব্যয়ে আত্মসমর্পণ করুন।-সম্পাদক]

মার্কিন ক্যাপিটাল ভবনে জুম'আর ছালাত!

যুক্তরাষ্ট্রের একদল মুসলিম কর্মী প্রতি শুক্রবার জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ক্যাপিটাল ভবনে জমায়েত হচ্ছে। এই চর্চা শুরু হয় ১৯৯৮ সালের প্রথম

http://islaminonesite.wordpress.com

দিকে। সে সময় ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান দলীয় প্রতিনিধি টর্ম ক্যাম্পবেলের প্রেস সচিব সুহেল ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য পবিত্র দিনগুলোতে ছালাতের জন্য প্রতিনিধি পরিষদের একটি ভবনে জমায়েত হতে শুরু করেন। প্রথম দিকে তারা মাসে একবার মিলিত হ'তেন। কিন্তু ছালাতের অধিবেশনগুলো এতই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠে যে, দ্রুত তারা সপ্তাহের প্রতি জুম'আর দিবসেই সেখানে জমায়েত হতে থাকেন। সংবাদটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে পাশের বিভিন্ন শহর হ'তে মুসলিম কর্মী ও চাকুরিরত মুসলমানেরা তাদের সাথে যোগ দেন। এক সময় সেখানে জায়গার সংকুলান না হলে মিঃ খান পরিষদের স্পীকারের শরনাপন্ন হন। অতঃপর আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এখন থেকে এই দলটি প্রতি শুক্রবার নিয়মিত ভাবে ক্যাপিটাল ভবনেই জুম'আর ছালাত আদায় করবেন। এ দলের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৩৫-এর মত।

তাইওয়ানে ভূমিকম্প

গত ২০শে সেপ্টেম্বর সোমবার মধ্যরাতের পর প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তাইওয়ানে কমপক্ষে ১ হাযার ৭১৫ জন নিহত এবং ৪ হাযারের বেশী লোক আহত হয়। অন্ততঃ ৩ হাযার লোক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আটকা পড়ে আছে বলে তাইওয়ানী কর্তপক্ষ জানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ৭ দশমিক ৬ বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে, ফরাসী ভূমিকম্প আর্ভিল্যান্স নেটওয়ার্কের মতে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৮ দশমিক ১। তাইওয়ানে প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে আঘাত হানা ভূমিকম্পের মধ্যে এটা ছিল প্রচণ্ডতম। গত মাসে সংঘটিত তুরস্কের ভূমিকম্পের চেয়েও তাইওয়ানের এই ভূমিকম্প শক্তিশালী। তাইওয়ানের এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল সাম্পুন লেকের ১২ কিলোমিটার দূরে। ভূমিকম্পে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মধ্যাঞ্চলের নামতু ও তাইকুং কাউন্টি। ভূমিকম্পে হাযার হাযার বাড়ীঘর' ধ্বংস হয়েছে, বহু ভবন উপড়ে গেছে। রাজধানী তাইপেতেও বেশ কিছু ভবন ও একটি হোটেল বিধ্বস্ত হয়েছে। যেসব হাইরাইজ ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে, সেগুলো নবনির্মিত এবং নির্মাণ জনিত ত্রুটির কারণে বিধ্বস্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে এক লাখ লোক গৃহহীন হয়েছে। প্রায় ৪০ লাখ লোক বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থারও মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩২০ কোটি ডলার হ'তে পারে বলে একটি তাইওয়ানী পত্রিকা জানিয়েছে।

মুসলিম জাহান

ইরাকের উপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করুন

- মার্কিন প্রতিনিধি দল

বহু দেরীতে হ'লেও অবশেষে ক্ষুধার্ত ইরাকী জনগণের আর্তচিৎকারে সাড়া দিল মার্কিনী কিছু কংগ্রেস প্রতিনিধি। এই কংগ্রেস প্রতিনিধি দলটি ইরাকের ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করার আহবান জানিয়েছেন জাতিসংঘের অবরোধ কমিটিকে।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর মার্কিন কংগ্রেস প্রতিনিধি দলটি ইরাকে তাদের তথ্যানুসন্ধান সফর শেষ করে আম্মানের উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেন। ইরাকে সপ্তাহব্যাপী সফরকালে প্রতিনিধি দলটি ইরাকের বিরুদ্ধে আরোপিত জাতিসংঘের অবরোধের প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা চালান। তারা ইরাকী কর্মকর্তা ও জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের সংগে সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও আবাসিক এলাকা পরিদর্শন করেন। অবরোধক্লিষ্ট ইরাকী জনগণ কেঁদে-কেটে এবং তাদেরকে জড়িয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায় অবরোধ প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য করুণ আর্তি জানান।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক বৈদেশিক সমীক্ষা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি ফিলিস বেনিন এই অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য অবরোধ কমিটির প্রতি আহবান জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রতিনিধি দলটি বাগদাদ সফর করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯০ সাল থেকে এই দীর্ঘ অবরোধের ফলে ঔষধ ও খাদ্যাভাবে ইতিমধ্যে ইরাকে অন্যূন ১৫ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।

১ মাসে ইরাকের ৭৬০০ শিশুর মৃত্যু

ইরাকের স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বলেছে। জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞার ফলে গত ১ মাসে ইরাকে ৫ বছরের কম বয়সী ৭ হাযার ৬০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইরাকী সংবাদ সংস্থা বাগদাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে। শিশুদের মৃত্যু হয়েছে এমন রোগে যা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল। যেমন উদগয়ম, নিমোনিয়া এবং সেই সাথে অপুষ্টি।

গণককে পিটিয়ে হত্যা

ইন্দোনেশিয়ায় গত ৯ সেপ্টেম্বর মহা প্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক না হওয়ায় তিনজন গণককে তাদের ভক্তরা পিটিয়ে হত্যা করেছে। জাকার্তা পোষ্ট এ খবর দিয়েছে। দেশের অন্যান্য স্থানের মত এসব অন্ধভক্তকে ৯.৯.৯৯ তারিখ সকাল ৯টায় পৃথিবী ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। গণকের কথায় বিশ্বাস করে এসব ধর্মান্ধ ভক্ত ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রি করে দেয় এবং কথিত ধ্বংসের নয়দিন আগে থেকে নিজ গৃহে বন্ধী জীবন কাটাতে থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com

৬টি আরব দেশ বিশ্ব তৈল চাহিদার ৩২ ভাগ পূরণ করবে

উপসাগরীয় অঞ্চলের ৬টি আরবদেশ ২০১০ সালের মধ্যে বিশ্বের তেল চাহিদার ৩২ শতাংশ পূরণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই চাহিদা পূরণের লক্ষে উপসাগরীয় অঞ্চলভূক্ত দেশ কুয়েত, কাতার, সঊদী আরব এবং সংযুক্ত আরব আমীরাতকে তাদের তেল মজুদের পরিমাণ প্রায় ১২ হাযার কোটি ব্যারেল বাড়াতে হবে। এর আনুমানিক মূল্য দাঁড়াবে সাড়ে বার হাযার কোটি ডলার। উল্লেখ্য, উপসাগরীয় অঞ্চলের ৪টি দেশ এখন বিশ্বের তেল চাহিদার ২৩ শতাংশেরও বেশী সরবরাহ করে।

কসোভো লিবারেশন আর্মি বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনীতে পরিণত

কসোভো লিবারেশন আর্মি (কেএলএ) গত ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৯ ন্যাটোর নেতৃত্বাধীন শান্তিরক্ষী বাহিনী (কেএফওআর)-এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী সাবেক এ বিদ্রোহী গ্রুপকে পুরোপুরিভাবে একটি বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনীতে পরিণত করা হবে। ন্যাটোর মহাসচিব হ্যাভিয়ার সোলানা কেএলএ'র এ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রশংসা করে বলেছেন, এটি হচ্ছে কসোভোয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক।

আল-কাউছার হজ্জ প্রকল্প

✪ *আপনি কি ২০০০ সালে হজ্জ গমনে ইচ্ছুক?*

✪ *আপনি কি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জব্রত সমাধা করতে চান ?*

✪ *আপনি কি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সঠিকভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে চান ?*

'আল-কাউছার হজ্জ প্রকল্প' হজ্জযাত্রীদের দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ সমাধার ব্যবস্থা করে থাকে। আগ্রহী প্রার্থীগণ স্ব স্ব পার্সপোর্ট সহ সত্বর যোগাযোগ করুন!

আল-কাউছার হজ্জ প্রকল্প
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮
একাউন্ট নম্বরঃ ই. বি, ৯১৪৯/৬, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

হতাশাগ্রস্ত মায়ের সন্তান সঠিকভাবে বেড়ে উঠে না

হতাশাগ্রস্ত মায়েদের সন্তানরা জন্মের পর প্রথম তিন বছরে সঠিক ভাবে বেড়ে উঠে না। যুক্তরাষ্ট্রের 'ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজি' ম্যাগাজিনের এক সমীক্ষায় একথা জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিশু স্বাস্থ্য ও মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ইনষ্টিটিউটের পরিচালক ডুয়েন আলেকজান্ডার বলেন, সমীক্ষায় দেখা যায়, হতাশা যে শুধু মায়ের উপরই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তাই নয়; বরং তার সন্তানের অনেক ভাল-মন্দও এর সাথে জড়িত রয়েছে। সমীক্ষায় বলা হয়, দীর্ঘকাল যাবৎ হতাশাগ্রস্ত মায়েদের সন্তানরা কম সহযোগিতামূলক আচরণ করে এবং অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী সমস্যায় ভোগে। এছাড়া তাদের প্রাক-বিদ্যালয় পরীক্ষা, শিক্ষণীয় বিষয়ের উপলব্ধি এবং নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তারা খুব কমই সফল হয়। যেসব মা সাময়িক হতাশায় ভোগে তাদের সন্তানরা কিছু ভাল আচরণ করে। তবে হতাশায় ভোগে না এমন মায়েদের সন্তানদের মত ভাল আচরণ করে না।

এবার মহাশূন্য দূষণ!

মহাশূন্যে যে হারে দূষণ ও বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বাড়ছে তা রোধ করা সম্ভব না হ'লে আগামী দেড়শ' বছরের মধ্যে মহাশূন্যে যাওয়ার সব পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে বলে একজন রুশ বিজ্ঞানী সম্প্রতি হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। সেনাবাহিনী ও পরিবেশ বিষয়ক এক সেমিনারে বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির লেবেদেভ বলেন, দূষণের বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে ৫০ বছরের মধ্যে মহাশূন্যে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তবে তখনও হয়তো বেশ কিছু পথ খোলা থাকবে। কিন্তু দেড়শ' বছরের পর আর কোন পথ খোলা থাকবে না।

প্রতিরক্ষা বিষয়ক রুশ বিজ্ঞানীরা গত এক দশক ধরে মহাশূন্যে মানুষের সৃষ্ট বর্জ্য নিয়ে গবেষণা করছেন। তাদের ধারণা অদূর ভবিষ্যতে মহাশূন্যে মানুষের পাঠানো যন্ত্রপাতিগুলো পরস্পর ধাক্কা খেয়ে টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙ্গে যাবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে মহাশূন্যে। পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, মানুষের পাঠানো দু'টি বড় বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ হলে হাযার হাযার কৃত্রিম বস্তুর সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরই মধ্যে রাডারে ধরা পড়েছে মহাশূন্যের ১০ সেন্টিমিটারের বেশী ব্যাসার্ধ এমন বস্তুর সংখ্যা ৮ হাযারেরও বেশী। ১

http://islaminonesite.wordpress.com

সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বস্তুর সংখ্যা ৭০ হাযার। আর ১ কিলোমিটারের কম ব্যাসার্ধের বস্তুর সংখ্যা ৩৫ লাখ।

ভিটামিন সি'র শত গুণ

ভিটামিন 'সি' সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে শুরু করে মরণব্যাধি ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের শরীরের ভিটামিন সি'র প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে এ কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আলারামা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী স্যামুয়েল ক্যাম্পবেল ও তাঁর সহকর্মীরা। তাঁরা বলেছেন যে, অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে প্রাণীর রক্তে যে বিশেষ ধরণের হরমোন তৈরী হয় তার মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে ভিটামিন 'সি'। এই হরমোন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল করে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, বর্তমানে চিকিৎসকরা দৈনিক যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' খাওয়ার পরামর্শ দেন তা কেবল স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধের জন্য। কিন্তু এর চেয়ে বেশী পরিমাণ ভিটামিন 'সি' খেয়ে আরও জটিল রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। অতএব লেবু, জলপাই, আমড়া ইত্যাদি টক বেশী করে খাওয়া প্রয়োজন।

বোবাদের টেলিফোন

বোবা লোকদের কাছে যে কোন তথ্য প্রেরণ করার জন্য সম্প্রতি জাপানের হিটাচি ইলেকট্রোনিক্স কোম্পানী একটি টেলিফোন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থায় যে কেউ যেকোন ভাষায় হাযার হাযার কিলোমিটার দূরে বোবা কিংবা শ্রবণশক্তিহীনকে বার্তা পাঠাতে পারবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার বার্তাটি যার কাছে যাবে সেখানে তার বোধগম্য ভাষায় তা অনুবাদ হয়ে যাবে।

রাজশাহী থাই এ্যালুমিনিয়াম এ্যান্ড গ্লাস সেন্টার

KAI

এজেন্টঃ কাই বাংলাদেশ এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড

(দেশী-বিদেশী এ্যালুমিনিয়াম এবং কাঁচ খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা)

- ❐ এ্যালুমিনিয়াম জানালা, দরজা, পার্টিশান।
- ❐ ফল্‌সসিলিং, অল-সোকেস, কাউন্টার।
- ❐ মোজাইক কাঁচ, বেসিনের কাঁচ, লুকিং গ্লাস।
- ❐ এ্যালুমিনিয়ামের যাবতীয় ফিটিং।
- ❐ পর্দার রেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা।

বিল সিমলা, গ্রেটাররোড, রাজশাহী।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সফর

যেলাঃ পাবনাঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও সহকারী তাবলীগ সম্পাদক এস, এম, আব্দুল লতীফ গত ২৯ ও ৩০ জুলাই রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার পাবনা যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন।

ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমানগণ বলেন, আজ দেশ তথা বিশ্বের সর্বত্র অন্যায় আর অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সমাজে এমন অবস্থা বিরাজ করছে যে, মানুষ আজ দিশেহারা। এই অশান্তির দাবানল থেকে মুক্তি পেতে হ'লে আমাদেরকে মানব রচিত মতবাদ হ'তে মুক্ত হয়ে কিতাব ও সুন্নাতের পথে ফিরে আসতে হবে।

যেলাঃ সিলেটঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক গত ১৮ থেকে ২৬শে আগষ্ট পর্যন্ত সিলেট যেলার জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, গাছবাড়ী, কাপাউড়া, গুনাইহাট, হাতীরখাল, মাতুরতল ও ডৌডিক এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। সফর থেকে দারুল ইমারতে ফিরে এসে তিনি এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে জানান,

উপরোক্ত অঞ্চলগুলির অধিকাংশ অধিবাসী এক সময় 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। কিন্তু আহলেহাদীছ-এর কোন তাবলীগী তৎপরতা না থাকায় তারা বর্তমানে গতানুগতিক ভাবধারায় চলতে শুরু করেছে।

গাছবাড়ী নিবাসী ডাঃ আবদুল জব্বার বলেন, আমি পূর্বে 'আহলেহাদীছ' ছিলাম। কিন্তু আহলেহাদীছ বিষয়ে চর্চা না থাকায় এবং এই বিষয়ে জ্ঞান দান কারী কোন যোগ্য ব্যক্তি না পাওয়ায় আমি 'হানাফী' হয়ে যাই। আল্লাহ্‌র অশেষ অনুকম্পায় আমি গত বৎসর হজ্জব্রত পালন করি। হজ্জ পালন কালে আমি লক্ষ্য করি যে, মসজিদে নববীর ইমাম ছাহেব রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করছেন। এটা দেখে আমি আত্মচেতনা ফিরে পাই। তার পর থেকে আমি পূর্ণ 'আহলেহাদীছ' হিসাবে জীবন পরিচালনায় সচেষ্ট হই।

http://islaminonesite.wordpress.com

হাতীরখাল নিবাসী শামসুদ্দীন বলেন, এক সময় এই গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। কিন্তু আহলেহাদীছ কোন আলেম ও মসজিদ না থাকায় হানাফী মসজিদে হানাফী ইমামের পেছনে ছালাত আদায় করে অধিকাংশ 'হানাফী' হ'য়ে গেছে। কানাইঘাট থানার জন্তীপুর গ্রামে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত মসজিদের ইমাম ছাহেব বলেন, জৈন্তাপুরের আশে পাশে তিন চারটি গ্রামের অধিকাংশ লোক এক কালে আহলেহাদীছ ছিলেন। কিন্তু আহলেহাদীছের চর্চা না থাকায় কালক্রমে তারা সকলেই হানাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

বর্তমান জৈন্তাপুর গ্রামের বেশ কিছু লোক আহলেহাদীছ আছেন। কিন্তু সিলেটের শাহজালাল মাযারের জনৈক খাদেম তাদেরকে পীরপন্থী করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি তার দাওয়াতে বেশ কিছু আহলেহাদীছ ভাই পীরপন্থী হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত খাদেমও এক সময় আহলেহাদীছ ছিল।

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯শে ডিসেম্বর'৯৮ **'আহলেহাদীছ আন্দোল বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ (কুমিল্লা) সিলেট যেলা সফর করেন ও আন্দোলন -এর যেলা কমিটি গঠন করেন। তখন থেকে এখানে নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং তারই সূত্র ধরে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ অত্র সফরে গমন করেন।

এই সফরে তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন, 'আন্দোলন'-এর সিলেট যেলা আহবায়ক মাওলানা মীযানুর রহমান (সেনগ্রাম), যুগ্ম আহবায়ক জনাব মুনীরুল ইসলাম (জৈন্তাপুর), আহলেহাদীছ যুবসংঘের যেলা আহবায়ক আহমাদ হোসায়েন, যুগ্ম আহবায়ক আবুবকর, সাহিত্য সম্পাদক জয়নাল আবেদীন প্রমুখ

আল-মারকাযুল ইসলামী, নশিপুর

উদ্বোধন

গত ৫ই সেপ্টেম্বর '৯৯ রবিবার বাদ যোহর তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত আল-মারকাযুল ইসলামী, নশিপুর, বগুড়া উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এই মারকাযে বর্তমানে জমঈয়তে এহইয়াউৎ তুরাছ আল-ইসলামীর অর্থানুকূল্যে ৪৭ জন ইয়াতীম লেখাপড়া করছে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, অর্থ সম্পাদক জনাব হাফীযুর রহমান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, শূরা সদস্য আলহাজ্জ শামসুয যোহা, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, বগুড়া যেলা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং তাওহীদ ট্রাষ্টের ইয়াতীম বিভাগের পরিচালক মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসায়েন। উদ্বোধন শেষে নেতৃবৃন্দ জনগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তি

আমরা ঘৃণা ও ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছি যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং খুলনার মাওলানা আব্দুর রঊফ ছাহেবের নামে তাবলীগ জামা'আতের বিরুদ্ধে তিন পৃষ্ঠার ফটোকপি কাগজ দিনাজপুর যেলার বিভিন্ন মসজিদে বিলি করা হচ্ছে। আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এরূপ কোন ফটোকপি কাগজ বিলি করা হয় নাই। আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য একটি অশুভ চক্র পরিকল্পিতভাবে এ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
প্রচার সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
দিনাজপুর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলা।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

যেলাঃ গাইবান্ধা (পূর্ব)ঃ

গত ২৪শে আগষ্ট '৯৯ রোজ মঙ্গলবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শিমুলবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, যুবসংঘের যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল হোসায়েন, 'আন্দোলন'-এর যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও শিমুলবাড়ী মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা ফযলুর রহমান প্রমুখ। প্রশিক্ষণ

http://islaminonesite.wordpress.com

পরিচালনা করেন যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন। প্রশিক্ষণে প্রায় ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

যেলাঃ জয়পুরহাটঃ

গত ২৬শে আগষ্ট '৯৯ রোজ বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবির সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীদুয যামান ফারূক, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ মোস্তফা আলী প্রমুখ। প্রশিক্ষণে প্রায় ৩০ জন কর্মী অংশ গ্রহণ করেন।

একটি ব্যতিক্রমধর্মী আলোচনা অনুষ্ঠান

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গত ৩০শে আগষ্ট সোমবার নাড়াবাড়ী কেন্দ্রীয় জামে' মসজিদে বাদ আছর হ'তে এশা পর্যন্ত একটি ব্যতিক্রমধর্মী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ও নাড়াবাড়ী সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্সের পরিচালক জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'প্রচলিত বিভ্রান্তি সমূহ নিরসনে আলেম সমাজের করণীয় এবং সময়ের চাহিদায় আত-তাহরীক-এর অবদান ও আমাদের দায়িত্ব'।

যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীলের পরিচালনায় উক্ত মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল্যবান আলোচনা রাখেন দিনাজপুর (পশ্চিম) যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব জসীরুদ্দীন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট ও আহলেহাদীছ আন্দোলনে সদ্য যোগদানকারী জনাব মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার এবং যেলা যুবসংঘের প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শেখ মোখতার হোসাইন ও নাড়াবাড়ী এলাকা যুবসংঘের সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান।

নাড়াবাড়ী 'সোনামণি' শাখার সদস্য মাস'উদ রানা কর্তৃক কালামে পাক হ'তে তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল আলোচনার উদ্বোধন করে বলেন, প্রগতির নামে ও মাযহাবের দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজে নানারূপ বিভ্রান্তি চালু হয়ে গেছে। অতএব, তা নিরসনে আলিম সমাজ তথা সচেতন ব্যক্তিবর্গকে মূল দায়িত্ব পালন করে বিভ্রান্ত মানব সমাজকে অভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে হবে। সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও জাহেলিয়াত নিরসনে 'মাসিক আত-তাহরীক' দৃপ্ত নক্বীবের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ঘুণে ধরা সমাজে সর্বাধিক তথ্য ও প্রমাণপঞ্জী ভিত্তিক এই পত্রিকা পাঠ করলে আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হ'তে পারব। তিনি সকলকে 'আত-তাহরীকে'র পাঠক হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

যেলা আন্দোলনের সভাপতি জনাব জসীরুদ্দীন যুবসংঘ কর্তৃক আয়োজিত অত্র আলোচনা সভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, বিভ্রান্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে ঠেলে দেয়। বিধায়, সকল বিভ্রান্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দূর করবার জন্য আলেম সমাজকে দাওয়াত ও জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। 'আত-তাহরীক' সেইক্ষেত্রে আমাদের রাহবার হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সভাপতির ভাষণে মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম বলেন, আমাদের সমাজে অসংখ্য শিরক-বিদ'আত তথা বিভ্রান্তি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সাধারণ মানুষ পুণ্যের আশায় বিভিন্ন ভাবে সুন্নাহ বিরোধী আমল করে পরকালকে ধ্বংস করছে। অতএব সমস্ত কুসংস্কার দূর করতে আলেম সমাজ ও সচেতন মহলকে সাহসী ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, বাজারের পত্রিকা পড়ে মানুষ যে বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ছে 'আত-তাহরীক' তা থেকে মুক্ত করে আক্বীদা ও বিশ্বাসকে দুরস্ত করার জন্য কলমী জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। আপনারা সকলে এই পত্রিকা পড়ে ও অন্যকে পড়িয়ে এবং গ্রাহক বৃদ্ধি করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন।

অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীলের নেতৃত্বে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' গঠিত হয়।

[আমরা এই মহতী উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি এবং দেশ ও বিদেশের পাঠক-পাঠিকা বৃন্দকে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' গঠন করে আমাদের নিকটে সংবাদ পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। আগামীতে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। -সম্পাদক]

মহিলা সংস্থা

বিভিন্ন যেলায় আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার কর্মতৎপরতা রিপোর্ট

জয়পুরহাটঃ গত ১২ই ডিসেম্বর '৯৮ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা জয়পুরহাট যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান আহবায়িকা ফাতেমা বেগম ও যুগ্ম আহবায়িকা

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

জেসমিন সুলতানার নেতৃত্বে যেলার সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঢাকাঃ গত ১৬ই ডিসেম্বর '৯৮ইং রোজ শুক্রবার ২২০ বংশাল রোড ২য় তলায় মুহতারাম আমীরের জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও মুহতারামা কেন্দ্রীয় সভানেত্রী তাহেরুন নেসার উপস্থিতিতে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা সাংগঠনিক যেলা গঠন করা হয়। মুসাম্মাৎ শামসুন্নাহারকে আহবায়িকা ও মুসাম্মাৎ নাজনীন আখতারকে যুগ্ম আহবায়ক করে ৯ সদস্যা বিশিষ্ট একটি আহবায়িকা কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান আহবায়িকার নেতৃত্বে যেলার কার্যক্রম সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে চলছে।

চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ গত ১লা জানুয়ারী '৯৯ রোজ শুক্রবার আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা চাপাইনবাবগঞ্জ যেলার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান আহবায়িকা মুসাম্মাৎ জাহানারা বেগম-এর নেতৃত্ব যেলার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গাজীপুরঃ গত ২রা ফেব্রুয়ারী '৯৯ রোজ মঙ্গলবার 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' গাজীপুর সাংগঠনিক যেলা গঠন করা হয়। আহবায়িকা মুসাম্মাৎ নাসীমা আখতার ও যুগ্ম আহবায়িকা মুসাম্মাৎ শামীমা আখতারের নেতৃত্বে যেলার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কুড়িগ্রামঃ গত ৪ঠা মার্চ '৯৯ রোজ বৃহস্পতিবার আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা কুড়িগ্রাম সাংগঠনিক যেলা কমিটি গঠন করা হয়। আহবায়িকা মুসাম্মাৎ জাহানারা বেগম-এর নেতৃত্বে যেলার তাবলীগী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রাজবাড়ীঃ গত ২৬শে মার্চ '৯৯ বুধবার স্থানীয় মৈশালা মসজিদে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' রাজবাড়ী সাংগঠনিক যেলা পূণর্গঠন করা হয়। বর্তমান সভানেত্রী মুসাম্মাৎ মাহমূদা খাতুনের নেতৃত্বে তাবলীগী ও সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে।

কেন্দ্রঃ উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুহতারামা তাহেরুন নেসা প্রতি মঙ্গলবারে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' কাজলা-তে, প্রতি শনিবারে মহানগরীর শিরোইলে এবং প্রতি বৃহস্পতিবারে বাসাতে নিয়মিত মহিলা প্রোগ্রাম চালিয়ে থাকেন। এতদ্ব্যতীত সুযোগমত কখনো কখনো বাইরের যেলাগুলিতে দাওয়াতী সফর করেন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলা মহিলা সংস্থার তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিতঃ

গত ২৭শে আগষ্ট শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলা মহিলা সংস্থার সভানেত্রী মুসাম্মাৎ শামসুন্নাহার-এর সভানেত্রীত্বে ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা কোতওয়ালী থানার আহবায়ক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন-এর পরিচালনায় ঢাকা যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' অফিস মিলনায়তনে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মানব জাতির জন্য কল্যাণকর, যা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য পালন করা অপরিহার্য। তিনি বলেন, প্রকৃত ইসলাম থেকে আমরা দূরে থাকার কারণেই সমাজে আজ এত অশান্তি। তাই আমাদেরকে ইসলাম বুঝার জন্য প্রকৃত ইসলামী আন্দোলন হিসাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে আক্বীদা ও আমল পরিশুদ্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' গতানুগতিক কোন ইসলামী আন্দোলন নয়। এটা নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এক অনন্য সংগঠন। এটা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার এক অতুল্য প্লাটফরম এবং আল্লাহ্র সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক আন্দোলন। তিনি মা-বোনদেরকে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'য় শরীক হয়ে আমলী যিন্দেগী গড়ে তোলার আহবান জানান।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার সহ-সভানেত্রী মুসাম্মাৎ নাজনীন আখতার, নারায়ণগঞ্জ চাষাড়া শাখার সভানেত্রী মুসাম্মাৎ জেরিনা আফরীন শিউলী, ঢাকা যেলা কর্মপরিষদ সদস্যা মুসাম্মাৎ জেবা রহমান প্রমুখ।

সবশেষে সভানেত্রী উপস্থিত সদস্যাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও সময়ের কুরবানীর জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে জাযায়ে খায়ের কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রকাশ থাকে যে, যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ইজতেমায় ৩৮ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১)ঃ মাতৃভাষায় খুৎবা দেওয়ার শারঈ বিধান কি?

-আবদুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ খুৎবা অর্থ ভাষণ। শরীয়তের পরিভাষায় খুৎবা হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা মানুষকে উপদেশ দান করা। যখনই কোন মানুষ মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা খুৎবা দিতে চাইবে, তখনই মাতৃভাষায় খুৎবা হওয়া যরূরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি সকল রাসূলকে তার সম্প্রদায়ের ভাষাতেই প্রেরণ করেছি। যেন তিনি তাদের সামনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন' (ইবরাহীম ৪)। আল্লাহ বলেন, 'আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে (দুখান ৫৮)। অত্র আয়াত দু'টি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, খুৎবা এমন ভাষায় হ'তে হবে যে ভাষা মুছল্লী বুঝে। রাসূল (ছাঃ) কুরআন মজীদ পড়ে মুছল্লীদের মাতৃ ভাষায় উপদেশ দান করতেন। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দু'টি খুৎবা দান করতেন এবং উভয় খুৎবার মধ্যে বসতেন। তিনি তাতে কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন। *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২০)*। প্রয়োজনে মুছল্লীদের সাথে কথাও বলতেন। যেমন একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে তাকে দাঁড়াতে বলেন এবং সংক্ষেপে দু'রাক'আত 'তাহইয়াতুল মসজিদ'-এর ছালাত আদায় করতে বলেন *(মির'আত হা/১৪৩৩ -এর ভাষ্য ২/৩১৬ পৃঃ)*। কাজেই যে খুৎবা মুছল্লীরা বুঝে না, সেটা তাদের জন্য খুৎবা হ'তে পারেনা।

যারা বলেন, খুৎবা আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় দেওয়া যায় না। তারাই আবার ছালাতের ক্বিরাআত ফারসী ভাষায় জায়েয বলেন। দ্বিতীয়তঃ খুৎবা অর্থ ক্বিরাআত নয় যে, কেবল পড়ে গেলেই চলবে। তৃতীয়তঃ আমাদের রাসূল (ছাঃ) কেবল আরবী-ভাষীদের নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। অতএব বিশ্বের সকল ভাষায় জুম'আর খুৎবায় কুরআন ও হাদীছের আলোকে ব্যাখ্যাসহ খুৎবা হওয়াই শরীয়ত সম্মত। খুৎবা মুছল্লীদের মাতৃভাষায় না হ'লে খুৎবার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। বিষয়টি বুঝতে পেরে আজকাল অনেকে খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে মাতৃভাষায় ওয়ায করেন। এইভাবে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু হয়ে গেছে। যেটা নিতান্তই অনধিকার চর্চা ও নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

প্রশ্ন (২/২)ঃ আউলিয়াদের কারামত সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ফায়ছালা কি? কোন আউলিয়ার কারামতের উপর নির্ভর করে একথা সাব্যস্ত করা যাবে কি যে, তিনি সঠিক পথ প্রাপ্ত?

-আবদুল্লাহ
বায়েযীদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ অলী-দের কারামত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কারামত হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কোন নেক বান্দার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন মাত্র। আল্লাহ কখন কাকে কিভাবে এই মর্যাদা প্রদর্শন করবেন এটা একমাত্র তিনিই জানেন। এতে বান্দার কোন নিজস্ব গৌরব নেই। তাছাড়া আউলিয়া বলে কোন শ্রেণী নেই। কে যে সত্যিকারের অলী, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন। আল্লাহ্র খাঁটি বান্দারা কখনোই নিজেকে 'অলী' দাবী করেন না।

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রাঃ) তাদের কোন এক প্রয়োজনে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে আলাপ করতে থাকেন। রাত্রি ছিল ঘোর অন্ধকার। যখন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে যাত্রা করলেন, সেসময় তাদের হাতে একটা করে ছোট লাঠি ছিল। পথে বের হওয়ার পর তাদের একজনের লাঠি প্রদীপের ন্যায় আলো দিতে লাগল। আর তারা লাঠির আলোতে পথ চলতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাদের পথ পৃথক হয়ে গেল, তখন অপরজনের লাঠিটিও আলো দিতে লাগল। অবশেষে তারা প্রত্যেকেই আপন আপন লাঠির আলোতে বাড়ী পৌঁছে গেলেন' *(বুখারী, মিশকাত পৃঃ ৫৪৪)*। অত্র হাদীছে দু'জন ছাহাবীর কারামাত প্রমাণিত হয়, এছাড়া অন্যান্য ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও আল্লাহ্র নেক বান্দাদের কারামত প্রমাণিত আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তবে কারামতের কারণে কেউ 'উম্মতের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি' হিসাবে গণ্য হবেন না। তিনি মানুষের রোগ আরোগ্য কারী, প্রয়োজন পূরণকারী বা ইলমে গায়েবের অধিকারী হতে পারেন না। জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁর প্রতি তা'যীমী সিজদা করা, নযর-নেয়ায পেশ করা, মৃত্যুর পরে তাঁর অসীলায় আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করা স্পষ্ট শিরক হবে।

প্রশ্ন (৩/৩)ঃ লোক মুখে শুনা যায়, প্রেম-ভালবাসা নাকি পবিত্র জিনিষ। উদাহরণ স্বরূপ ইউসুফ-যুলায়খা ও লায়লী-মজনুর কথা বলা হয়। লায়লী-মজনুর কথা নাকি ছিহাহ সিত্তাহ্র হাদীছে আছে। আর যারা প্রথম

http://islaminonesite.wordpress.com

থেকে দাঁড়ি রাখে, তারা নাকি জান্নাতে মজনুর বরযাত্রী হবে।

-আবদুর রহমান
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ভালবাসা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র দান ও অমূল্য নে'মত। মানুষকে ভালবাসা, পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে ভালবাসা অত্যন্ত মূল্যবান গুণ। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তাঁর ভালবাসার একটি ক্ষুদ্রাংশ তিনি সকল বান্দার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আর সেকারনেই মাতা-পিতা ও সন্তানের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে, রাসূল ও উম্মতের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য পরস্পরকে ভালবাসবে, তার জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হবে *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৫০১১)*। কিন্তু এই ভালবাসাকে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করলে গোনাহগার হতে হবে। যেমন স্ত্রীকে ভালবাসলে নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু পরনারীকে ভালবাসলে গোনাহগার হ'তে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একজন পরনারীর সাথে যদি কোন পুরুষ নির্জনে থাকে, তবে সেখানে তৃতীয় আরেকজন থাকে, সে হ'ল শয়তান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অতএব পরনারী বা পর পুরুষের প্রতি এবং সমকামী দুই ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি যৌন ভালবাসা পোষণ করা হারাম (মু'মিনূন ৭)। যুলায়খার সাথে ইউসুফ (আঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল জেল থেকে বের হওয়ার একবছর পরে এবং যুলায়খার স্বামী মারা যাবার পরে মিসরের বাদশাহের নিজস্ব উদ্যোগে। এর মধ্যে প্রেমকাহিনীর কিছু নেই। লায়লী-মজনুর কাহিনী হাদীছের কোতাবে আছে এ ধারণা মিথ্যা। আর যারা প্রথম থেকে দাড়ি রাখবে তারা জান্নাতে মজনুর বিবাহের বরযাত্রী হবে, এটাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা।

প্রশ্ন (৪/৪)ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে কি?

-আবদুল বারী
গ্রাম+পোঃ নয়া দিয়াড়ী
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'শোকসংবাদ' নামে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার যে রেওয়াজ আজকাল চালু হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তোমরা শোক সংবাদ প্রচার করা হ'তে বিরত থাক। কেননা এটা জাহেলী প্রথা' *(তিরমিযী, ছহীহ মওকূফ, নায়ল ৫/৬১)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি মারা গেলে তোমরা কাউকে সংবাদ দিয়োনা। আমার আশংকা হয় যে, এটা শোকসংবাদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা নিষেধ করেছেন' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, নায়ল ৫/৬১)*। ফাৎহুলবারীতে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, যা জাহেলী যুগে লোকেরা করত। তারা মৃত্যু সংবাদ প্রচারের জন্য ঘরে ঘরে ও বাজারে লোক পাঠিয়ে দিত' *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬২, 'শোক সংবাদ' প্রচার করা মকরূহ' অধ্যায়)*। এর আলোকে মাইকে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা মকরূহ বলেই অনুমিত হয়।

তবে মৃতের কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৃতের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে প্রাণখোলা দো'আ করার জন্য নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-স্বজনকে মৃত্যু সংবাদ জানানো আবশ্যক। জানাযার জন্য তিনটি কাতার যথেষ্ট। একটি কাতারের জন্য কমপক্ষে দু'জন মুছল্লী প্রয়োজন। ৪০ থেকে ১০০ জন হওয়া মুস্তাহাব (মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি)। মুছল্লীদের জন্য শিরক বিমুক্ত ও নির্ভেজাল তাওহীদবাদী হওয়া এবং প্রাণখোলা দো'আকারী হওয়া যরূরী *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬০)*। এই ধরণের গুণাবলী সম্পন্ন মুছল্লী বেশী হওয়া উত্তম। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে গায়েবানা জানাযা আদায় করেন *(কুতুবে সিত্তাহ, নায়লুল আওত্বার ৫/৫১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন মৃত মুমিনের জন্য যখন একদল মুমিন জানাযার ছালাত আদায় করে এবং প্রত্যেকে মৃতব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য সুফারিশ করে, তখন তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' *(মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি, নায়লুল আওত্বার ৫/৫৮-৫৯)*।

বর্ণিত হাদীছগুলির আলোকে ইবনুল আরাবী বলেন, মৃত্যু সংবাদ প্রচারের তিনটি অবস্থা রয়েছে। ১- নিজ পরিবার, সাথীবর্গ ও নেককার লোকদের খবর দেওয়া। এটা সুন্নাত। ২- অধিক লোক জড়ো করে গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে খবর দেওয়া। এটা মকরূহ। ৩- শোক প্রকাশ ও শোকানুষ্ঠান করার জন্য লোক ডাকা। এটা হারাম'। ইমাম শাওকানী বলেন, গোসল ও কাফন-দাফনের জন্য নিকটাত্মীয়দের সংবাদ দেওয়ার ব্যাপারটিতে কারু কোন আপত্তি নেই। তবে এর বাইরে যা করা হবে, তা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে' *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬৩)*।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ আমার একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং তার সাথে আমার যৌন মিলনও হয়েছে। এখন

http://islaminonesite.wordpress.com

যদি আমি সেই মেয়েকে বিবাহ করি, তাহ'লে কি আমার পাপ ক্ষমা হবে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই

-আব্দুল্লাহ
থানাপাড়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ এরূপ নারীর বিবাহ এরূপ পুরুষের সাথে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক ব্যক্তি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সময়ে এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করে। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করেন এবং তাদের বিবাহ পড়িয়ে দেন (কুরতুবী সূরা নূর ২)। ওমর ফারূক (রাঃ) অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ২য় খণ্ড ৪৭০ পৃঃ, মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ১৫৭ পৃঃ)*। এরূপ অপরাধী খালেছ তওবা করলে পাপ ক্ষমা হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করতে পারেন (যুমার ৫৩)।

প্রশ্ন (৬/৬)ঃ কোন মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, দান-খায়রাত, সততা ও সদাচরণ ইত্যাদি নেক আমল সমূহ করেন। কিন্তু ছালাত আদায় করেন না। এমন লোক কি জান্নাত পাবে?

-মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
মোংলার পাড়
বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে ছালাত তরককারী ব্যক্তি 'কাফের' ও 'জাহান্নামী'। তবে কলেমায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে সে ইসলামের গণ্ডীমুক্ত খালেছ কাফের হবে না বা চিরস্থায়ী জাহান্নামীও হবে না। (১) রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম বান্দার ছালাত সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হবে। যদি তার ছালাত ঠিক হয়, তাহ'লে সমস্ত আমল ঠিক হবে। যদি ছালাতের হিসাব বরবাদ হয়, তাহ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে। *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৩৫৮)* রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে ছালাত ছেড়ে দেয়, সে কাফের' হয়ে যায় *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৬৯, ৫৭৪)*। ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত ত্যাগ কারীকে কাফের মনে করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত ৫৯ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইসলামের বুনিয়াদ তিনটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে তন্মধ্যে যে কেউ একটা ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার একটি হল ফরয ছালাত। *(আবু ইয়ালা, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৮১ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনটির কোন একটি ছেড়ে দিলে সে কাফের হয়ে যাবে। তার ফরয-নফল কোন ইবাদত কবুল করা হবে না *(আবু ইয়ালা, ফিকহুস সুন্নাহ)*। হাদীছ গুলির সনদ ছহীহ।

প্রশ্ন (৭/৭)ঃ হাদীছে আছে মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত এবং স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত। তাহলে মাতা বা স্বামীর পায়ের নিচে কি সত্যিই বেহেস্ত আছে? যদি থাকে তাহ'লে বেহেস্ত দু'টির নাম কি?

-আবদুল ওয়াহেদ সরকার
গ্রামঃ আমড়া, পোঃ গোপালপুর
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত 'পায়ের নীচে' অর্থ তাদের সন্তুষ্টির কারণে। দুনিয়াতে কোন জান্নাত থাকে না। তাই পায়ের নীচে জান্নাত খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐ জান্নাত দু'টির পৃথক কোন নাম নেই। অন্যেরা যে জান্নাতে থাকবে, সে সেখানেই থাকবে। তবে মায়ের পায়ের নীচে নয়, বরং পায়ের নিকটে সন্তানের বেহেস্ত রয়েছে- কথাটি ঠিক। জাহিমা (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমি যুদ্ধে যেতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মা আছেন কি? আমি বললাম, জি। তিনি বললেন, তাঁর খিদমত কর। তাঁর পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত ৪২১ পৃঃ সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম, হা/৪৯৩৯)*।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির কারণে জান্নাত লাভ করা যায়। তবে 'স্বামীর পায়ের নীচে জান্নাত' একথার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায়নি। কিন্তু স্বামীর আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টিতে স্ত্রী জান্নাত লাভ করতে পারে, তার প্রমাণে একাধিক হাদীছ রয়েছে। যেমন- উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতে যাবে' *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ২৮১, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ কলেজ, স্কুল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে কি?

-আবু তাহের
সাং- কাচিয়া, থানা বুরহানুদ্দীন
যেলাঃ ভোলা।

উত্তরঃ কলেজ, স্কুল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে দান করলে নেকী পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে যে সকল বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, সে সমস্ত বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য যাকাত বা ছাদাক্বার অংশ নেই (তওবা ৬০)।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ খাওয়া অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া যায় কি?

-মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ
সাং- কাচিয়া, থানা বুরহানুদ্দীন
যেলাঃ ভোলা।

উত্তরঃ যে কোন অবস্থায় মুমিনকে সালাম দেওয়া যায়। এমনকি কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত ও পেশাব-পায়খানার অবস্থাতেও সালাম দেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুমিনের জন্য মুমিনের উপরে ছয়টি 'হক' রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল সাক্ষাত কালে সালাম দেওয়া (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৯৭)।

আবু জোহাইম (রাঃ) বলেন, আমি একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যে সময় তিনি পেশাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি উঠে এসে তায়াম্মুম করে জবাব দিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৫৪)। ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে রাসূল (ছাঃ) ইশারায় তার উত্তর দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১, পৃঃ ৯১; হাদীছ ছহীহ)*।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন তেলাওয়াত অবস্থায় সালামের উত্তর না দেওয়ার হাদীছটি 'যঈফ' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১৯৮, পৃঃ ১৯১)*।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ কোন ছেলে মেয়েকে বিবাহ উপলক্ষে দেখতে পারে কি? এবং অভিভাবকের পসন্দ হ'লেই চলবে, না উভয়ের পসন্দ হ'তে হবে।

-জুয়েল, রহমান, রুমেল, শিমন
সাং- জগতপুর
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কোন ছেলে কোন মেয়েকে বিবাহ উপলক্ষে একবার মাত্র দেখতে পারে। মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, আমি একজন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি তাকে দেখছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এটা তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৭, পৃঃ ২৬৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি জনৈকা আনছারী মহিলাকে বিবাহ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কেননা আনছারীদের (কোন কোন লোকের) চোখে দোষ থাকে *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৬৮)*। হাদীছ দ্বয় প্রমাণ করে যে, বিবাহের পূর্বে মেয়েকে দেখা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ মূলতঃ সাবালক ছেলে ও মেয়ের পসন্দের উপরেই নির্ভর করে *(মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৭-২৮; বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২)*।

তবে পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত কোন মেয়ে একাকী বিবাহ বসতে পারে না *(আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১)*। অনুরূপভাবে পিতাকে অসন্তুষ্ট রেখে ছেলেরও বিয়ে করা উচিত নয়। কেননা পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, হাকেম; মিশকাত হা/৪৯২৭; তানক্বীহ ৩/৩২৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায় কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আবদুল বারী
সাং- হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারেন, যদি তিনি নিজের হজ্জ আগে করে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জ পালন কালে জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন যে, 'আমি শুবরুমার পক্ষ হ'তে উপস্থিত হয়েছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, শুবরুমা কে? সে বলল, 'আমার ভাই' অথবা নিকটাত্মীয়। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করেছ কি? সে বলল, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি নিজের হজ্জ কর। অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ কর' *(আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯, পৃঃ ২২২; সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে আসমানে না যমীনে?

-মামূনুর রশীদ
সাং- চেয়ারম্যান পাড়া
পোঃ গোপালবাড়ী
যেলাঃ নীলফামারী।

উত্তরঃ জান্নাত ও জাহান্নাম সপ্তম আকাশের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ঐ জাহান্নামকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে' (আলে ইমরান ১৩১)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক আর ইচ্ছামত খাও' (বাক্বারাহ ৩৫, আ'রাফ ১৯)। এক সময় আল্লাহ বললেন, 'তোমরা এখান থেকে (জান্নাত থেকে) বের হয়ে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান স্থল ও খাদ্যোপকরণ সমূহ' (বাক্বারাহ ৩৬)।

http://islaminonesite.wordpress.com

উপরোক্ত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরও বহু আয়াত ও ছহীহ হাদীছ প্রমাণ করে যে, আদম ও হাওয়া জান্নাতে বসবাস করেছেন। এতদ্ব্যতীত মে'রাজের হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম সমূহ সপ্তম আসমানের উপরে 'সিদরাতুল মুনতাহা'-তে সৃষ্ট অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি মিশকাত 'মি'রাজ' অধ্যায়, হা/৫৮৬২-৬৬, হা/৫৬৯৬ 'জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩)ঃ যুবকরা আজকাল গলায় স্বর্ণের চেইন পরছে। এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি? হারাম হ'লে এবিষয়ে আলেমদের ভূমিকা কেমন হওয়া দরকার?

-আবদুস সাত্তার
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ যুবক হৌক আর বৃদ্ধ হৌক পুরুষের জন্য স্বর্ণালংকার ব্যবহার নিষিদ্ধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী পোষাক ব্যবহার করা হারাম এবং মেয়েদের জন্য তা হালাল *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৭৭)*।

বর্তমানে যুবকেরা যে গালায় স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করছে এবং অনেকেই বিয়েতে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছেলেদেরকে স্বর্ণের আংটি, চেইন ইত্যাদি উপহার দিচ্ছেন এটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ। কেননা স্বর্ণ পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা হারাম। অতএব শুধু আলেম সমাজ নয়, সকলেরই উচিৎ এ ধরণের ইসলাম বিরোধী 'কালচার' পরিবর্তন করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠন করা। উক্ত ছহীহ হাদীছটি প্রত্যেক মুসলমানের কাছে পৌছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাতে করে আমাদের যুবকেরা আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে।

প্রশ্ন (১৪/১৪)ঃ আমি ছোটবেলা থেকে আমাদের উস্তাদজীদের মুখে শুনেছি এবং পড়েছি যে, كل أمر ذى بال لايبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر- ***অর্থঃ প্রত্যেক কাজ যা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ'। এখন শুনছি হাদীছটি যঈফ। কোন কিতাবে হাদীছকে যঈফ বলা হয়েছে জানালে উপকৃত হব।***

-মুজীবুর রহমান
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ হাদীছটি খত্বীব বাগদাদী স্বীয় তারীখে (৫/৭৭ পৃঃ) ও সুবকী স্বীয় তাবাক্বাতে শাফেঈয়াহ-তে (১/৬ পৃঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি 'অধিকতর যঈফ' (ضعيف جدا) *(আলোচনা দেখুনঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১)*। এমনকি সকল কাজের শুরুতে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার বিষয়ে ইবনু মাজাহতে (হা/১৮৯৪) বর্ণিত হাদীছটিও 'যঈফ' *(ঐ হা/২)*। তাই বলে যেন কেউ না ভাবেন যে, বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে না। বরং অসংখ্য ছহীহ হাদীছে প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেন। 'আলহামদুলিল্লাহ 'আলা কুল্লে হাল' অর্থাৎ 'সকল অবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসা' এই মর্মেও আবুদাউদ, নাসাঈ প্রভৃতি গ্রন্থে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/২৪১০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫)ঃ জুম'আর খুৎবা চলা কালীন সময়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেকে ঐ সময় ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেন। বিস্তারিত জানতে চাই।

-ছিদ্দীকুর রহমান
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় কোন মুছল্লী মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষেপে দু'রাক'আত নফল ছালাত পড়ে বসতে হবে। যাকে 'তাহ্ইয়াতুল মসজিদ' বলা হয়। দলীলঃ

(১) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা খুৎবা দানকালে এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ জুম'আর দিন খুৎবা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১ 'জুম'আর খুৎবা' অনুচ্ছেদ)।

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, একদা এক ব্যক্তি জুম'আর সময় মসজিদে প্রবেশ করল। এমন সময় যে তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন' (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)। তিরমিযী হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং উক্ত বর্ণনায় আরও স্পষ্টভাবে এসেছে যে, ঐ ব্যক্তির ঐ দু'রাক'আত ছালাত আদায় কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা চালিয়ে যাচ্ছিলেন'। 'ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) খুৎবা বন্ধ রেখেছিলেন' বলে দারাকুৎনীতে আনাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা (হা/১৬০২) এসেছে, খোদ দারাকুৎনী সেটিকে 'ধারণা মাত্র' (وَهْمٌ) বলেছেন এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছটি 'যঈফ' (ঐ, তাহকীক)। বরং দারাকুৎনী সহ আহমাদ ও অন্যান্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, ঐ ব্যক্তি দু'রাক'আত না পড়েই বসেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ছালাত পড়েছ? লোকটি বলল, না। তখন তিনি তাকে বললেন, দু'রাক'আত পড়ে নাও এবং পুনরায় কখনো এরূপ (ভুল) করো না' *(নায়লুল আওত্বার ৪/১৯৩; ছহীহ তিরমিযী হা/৪২১-২২; দারাকুৎনী হা/১৬০৪)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬)ঃ ছালাতরত মুক্তাদীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যায় কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

আবদুল মুমিন
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা অতীব গোনাহের কাজ। এইভাবে অতিক্রমকারীকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে 'শয়তান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং ঐ ব্যক্তিকে বাধা দিতে বলা হয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৭৭)*। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীছে এসেছে তিনি বলেন যে, আমি (বিদায় হজ্জের সময়) গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য এলাম। এই সময় আমি কয়েকটি ছফের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলাম। অতঃপর সওয়ারী থেকে নামলাম ও সেটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি একটি ছফে প্রবেশ করলাম। কিন্তু আমার এই কাজে কেউ ইনকার করল না' *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৬৯ 'সুৎরা' অধ্যায়)*। উক্ত হাদীছের আলোকে ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন যে, 'ইমামের সুৎরা মুক্তাদীর জন্য সুৎরা হবে'। কেননা রাসূল (ছাঃ) পৃথকভাবে মুক্তাদীদের জন্য কোন পর্দা বা সুৎরার কথা বলেননি' *(ইরওয়া উল গালীল হা/৫০৪)*।

ইবনু আবদিল বার্র বলেন যে, অত্র হাদীছ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছকে 'খাছ' করে। অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ একাকী মুছল্লী বা ইমামের জন্য নির্দিষ্ট। অতএব ইমামের সম্মুখের সুৎরার ভিতর দিয়ে যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা (নিতান্ত প্রয়োজনে) মুক্তাদীদের সম্মুখ দিয়ে যাওয়া জায়েয প্রমাণিত হয় *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৭০; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৯২)*। অমনিভাবে ত্বাওয়াফের সময় মাত্বাফে কোন সুৎরা নেই *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; নায়ল ৩/২৬০-৬১, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৯৩)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭)ঃ জাদু বিদ্যা শিক্ষা করা যায় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দিয়াড় মানিক চক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জাদু করা বা জাদু বিদ্যা শিক্ষা করা হারাম। এটি নেক আমল সমূহকে বিনষ্ট করে ফেলে। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে তোমরা বেঁচে থাক। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেগুলি কি? জওয়াবে তিনি বললেন, সেগুলি হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান হ'তে পিছু হটে আসা এবং পূত পবিত্র মুসলমান মহিলাদের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২)*।

ছহীহ বুখারীতে হযরত বাজালা ইবনে আবাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) লিখিত ফরমান জারি করেন যে, তোমরা প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা জাদুকরকে হত্যা করে ফেল'। বর্ণনাকারী বলেন, এই ফরমানে তিন জন জাদুকরকে হত্যা করা হয় (মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, কিতাবুত তাওহীদ পৃঃ ৪৪-৪৫)।

প্রশ্ন (১৮/১৮)ঃ সত্যতা প্রমাণের জন্য অনেকে পিতা-মাতা ও কুরআনের কসম করে থাকেন। এটা কি শরীয়ত সম্মত?

-আবদুল জব্বার
শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নামে কসম করা শরীয়তে সিদ্ধ নয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪০৭ 'কসম ও মানত' অধ্যায়)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করল, সে কুফরী বা শিরক করল' (ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১)।

প্রশ্ন (১৯/১৯)ঃ সূরা মায়েদাহ ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত অসীলা-র অর্থ কি?

-আশেকে রব্বানী
পোঃ +থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ অসীলা-র আভিধানিক অর্থ নৈকট্য (القربة)। পারিভাষিক অর্থঃ যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া যায় (আল-কামূসুল মুহীত্ব)। আয়াতে বর্ণিত 'অসীলা'র অর্থঃ তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর'। ক্বাতাদাহ বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন, সে সকল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যাখ্যায় মুফাস্সির গণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই'। এতদ্ব্যতীত 'অসীলা' হ'ল জান্নাতের বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত ও সর্বোচ্চ স্থানের নাম, যা আরশের নীচে ও সর্বাধিক নিকটবর্তী। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দান করা হবে। যে জন্য আযানের শেষে দো'আ করতে হয়।

অতএব মুফাসসিরগণ যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটি হ'লঃ তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর। অনেকেই উক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে আম্বিয়া, আউলিয়া ও পীর-মাশায়েখের 'অসীলা' ধরার কথা বলে থাকেন। যা নিতান্তই ভিত্তিহীন কথা মাত্র।

প্রশ্ন (২০/২০)ঃ আমি স্বল্প শিক্ষিত হানাফী মাযহাবের লোক। আমার জানা মতে أهل الحديث অর্থ দাঁড়ায় হাদীছের অনুসারী। তাহ'লে তো কুরআন বাদ পড়ে যায়। এই নামটি কি তাহ'লে ঠিক হলো? আহলে হাদীছের সংজ্ঞা আপনারা কিভাবে দেন, জানালে খুশি হব।

-শরীয়তুল্লাহ
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ হতেই এই নাম চালু আছে। 'আহ্লুল হাদীছ' নামটি কুরআন ও হাদীছ উভয়কে শামিল করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ

'আল্লাহ সর্বোত্তম হাদীছ অবতীর্ণ করেছেন' অর্থাৎ কুরআন। এমনিভাবে আল্লাহ্র রসূলের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকেও হাদীছ বলা হয়েছে। সুতরাং أهل الحديث। -এর অর্থ দাঁড়ায় 'কুরআন ও হাদীছের অনুসারী'। পারিভাষিকভাবে আহলুল হাদীছের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ 'যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালাকে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্ত ভাবে তা গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়'। দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কৃত ডক্টরেট থিসিস, *'আহলেহাদীছ আন্দোলন'*, পৃঃ ৬৫।

প্রশ্ন (২১/২১)ঃ গণকের কাছে গিয়ে কি কোন কথা জিজ্ঞেস করা যায়? এ সম্পর্কে হাদীছে কিছু ইঙ্গিত আছে কি?

মতীউর রহমান
দক্ষিণ হালিশহর
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তে এটি জায়েয নয়। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে ধারণা পোষণ করলে আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হযরত হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে) তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

প্রশ্ন (২২/২২)ঃ কবরে মাটি দেওয়ার সময় مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ***দো'আটি পড়া যায় কি?***

-আবদুছ ছামাদ
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ এটি মূলতঃ সূরা ত্বা-হা-র ৫৪ নং আয়াত। উক্ত আয়াতটি মাটি দেওয়ার সময় পড়ার প্রমাণে একটি হাদীছ বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেমে আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীছটি 'যঈফ'। বরং কবর বন্ধ করার পরে মাথার দিক থেকে তিন মুঠো করে মাটি ছড়িয়ে দেওয়াই শারীয়ত সম্মত *(নায়লুল আওত্বার ৫/৯৭ 'কবরে প্রবেশ করানো ও মাটি ছড়িয়ে দেওয়া অধ্যায়; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯১)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩)ঃ ইমাম ভুলক্রমে অপবিত্র অবস্থায় ইমামতি করলে তার ও মুক্তাদীগণের ছালাতের কি অবস্থা হবে জানালে বাধিত হব।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পশ্চিমপাড়া কোয়ার্টার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উপরোল্লেখিত অবস্থায় মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপঃ

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইমামগণ তোমাদের ছালাত পড়াবেন। যদি তারা ঠিকমত পড়ান, তবে তা তোমাদের সকলের

http://islaminonesite.wordpress.com

, জন্য। আর যদি বেঠিক পড়ান, তবে তা তোমাদের পক্ষে ও তাদের বিপক্ষে হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ইমামের কর্তব্য' অনুচ্ছেদ)*।

২। হেশাম বিন ওরওয়াহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ছালাত আদায় করেছিলেন *(লোকদের নিয়ে)* অপবিত্র অবস্থায়। পরে তিনি উক্ত ছালাত নিজে পুনরায় আদায় করে ছিলেন *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*।

৩। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) লোকদের নিয়ে আছরের ছালাত আদায় করেছিলেন বে-ওযূ অবস্থায়। পরে তিনি তা একাই আদায় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথীরা পুনরায় পড়েননি *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*। উক্ত আছার দু'টির সনদ ছহীহ, *মুহাল্লা ৩/১৩৪*।

প্রশ্ন (২৪/২৪)ঃ কোন ব্যক্তি কোন ওযর ছাড়াই বাড়িতে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব, যা একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, তোমরা 'ছালাত কায়েম কর ও রুকুকারীদের সাথে রুকু কর' অর্থাৎ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় কর। অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে রাসূল (ছাঃ) ওযরের কারণে বাড়িতে ছালাত আদায় করার অনুমতি দেননি *(মুসলিম, মিশকাত ৯৫ পৃঃ)*। যারা জামা'আতে ছালাত আদায় করতে আসলো না, তাদের বাড়িতে নবী করীম (ছাঃ) আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষন করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত ৯৫ পৃঃ)*। উপরের দলীল সমূহ দ্বারা জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি বাড়িতে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে অন্যান্য হাদীছ অনুযায়ী তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে ও ছওয়াব কম হবে এবং শারঈ ওযর ব্যতীত জামা'আত ত্যাগের কারণে গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (২৫/২৫)ঃ জামে মসজিদ ও ঈদগাহের মুছল্লীগণ সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহ তৈরী করে, তাহ'লে নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-আবদুল বাকী
সাং- কোদালকাটি
পোঃ ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শারঈ অনুমোদন ব্যতীত সামান্য কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যিদ বশতঃ নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহ তৈরী করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এতে মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। ঈমানদারগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তা 'মসজিদে যেরারে' পরিণত হয়। আর 'মসজিদে যেরার' প্রতিষ্ঠাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন (সূরা তওবা ১০৭)।

প্রশ্ন (২৬/২৬)ঃ আমার স্ত্রীর কঠিন রোগ হ'ল আমি মানত করি যে, যদি আমার স্ত্রীর রোগ ভাল হয়ে যায় তাহ'লে আল্লাহ্‌র নামে একটি কোরবানী করব। সেই মুহূর্তে রোগ ভাল হয়ে যায়। এখন কেউ বলে উক্ত কোরবানী ছাদাকায়ে জারিয়াহ্ হয়েছে। অতএব তা সম্পূর্ণ রূপে গরীবদের মাঝে বন্টন করতে হবে। আবার কেউ বলে উক্ত কোরবানী, কোরবানীর গোশ্‌তের মত বন্টন করতে হবে। তিন ভাগের একভাগ গরীবদের, এক ভাগ আত্মীয় এবং একভাগ নিজে খাওয়া যাবে। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি, আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় আছি।

-সিপাহী আলিয়ার রহমান
১০ ই, বেঙ্গল ডি কোম্পনী
খাগড়াছড়ি সেনানিবাস
পার্বত্য চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রথমে আপনার এই বিশ্বাস দূর করতে হবে যে আপনার মানত-এর কারণে আপনার স্ত্রীর রোগ ভাল হয়েছে। কেননা মানত-এর কোন শক্তি নেই। যদি কোন ব্যক্তি অনুরূপ ধারণা রাখে, তাহ'লে তা শির্‌ক এর পর্যায়ে পড়ে যাবে। আবু হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা মানত করবেনা। কেননা তাতে ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। এতে কৃপণদের নিকট থেকে কিছু মাল বেরিয়ে আসে মাত্র' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'নযর' অধ্যায় হা/৩৪২৬, পৃঃ ২৯৭)*। তবে মানত করলে তা পূরণ করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৩৩)*।

আপনার প্রশ্নে উল্লেখিত মানতটি ছাদাক্বা এবং এটা শুধু গরীব-মিস্‌কীনদের হক। কোরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। হযরত ওক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'মানত-এর কাফফারা এবং কসম-এর কাফফারা একই' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৯৭)*। যেহেতু কসম-এর কাফফারা গরীবদের হক। সেহেতু মানত-এর কাফ্‌ফারাও গরীবদের হক হবে। কসমের কাফফারা হ'ল ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা অথবা একটি গোলাম আযাদ করা। তাতে অপারগ হ'লে

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনটি ছিয়াম পালন করা' (মায়েদাহ ৮৯)।

প্রশ্ন (২৭/২৭)ঃ জিন তাড়ানোর জন্য বাড়ীর চার কোণে চারটি ও মাঝখানে একটি কাঁচের বোতলে খাড়া লোহা ঢুকিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা এবং পোঁতার সময় নিম্নস্বরে আযান দেওয়া ও পাতিলের ঢাকনায় আয়াতুল কুরসী লিখে আঙ্গিনার মাঝে লম্বা বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে রাখা জায়েয হবে কি? না হ'লে জিন থেকে আশ্রয়ের উপায় কি?

-মুহাম্মাদ আনোয়ার বিন খায়রুয যামান
সাং- দক্ষিণ বোয়ালিয়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রথমতঃ আপনাকে এ বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে যে জিন-শয়তান আপনার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে। কেননা মঙ্গল ও অমঙ্গলের একমাত্র মালিক আল্লাহ (ইউনুস ১০৭)। অতঃপর প্রশ্নে উল্লেখিত পন্থাটি পুরোপুরি কুরআনুল করীমের অবমাননা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শামিল। আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন যে, তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর আয়াত সমূহ ও রাসূলের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছ?' (তওবা ৬৫)। দ্বিতীয়তঃ এটা গন্ডা-তাবীয-এর পর্যায়ে পড়ে। ছহীহ হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল' *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২)*। তৃতীয়তঃ ইসলামী শরীয়তে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বিধায় এটা একটি বিদ'আতী পন্থা। তবে সূরা নাস ও ফালাক্ব এবং আয়াতুল কুরসী অথবা নিজে সূরা বাক্বারাহ পড়ে বা পড়িয়ে ফুঁক দিয়ে জিন থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা হাদীছ সম্মত পন্থা। এতদ্ব্যতীত এমন সব ঝাড়-ফুঁক করা যাবে, যাতে শিরক নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬০)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮)ঃ শ্বশুর জামাই একই বিছানায় শোয়ার পর জামাইয়ের কাম আবেগের হাত শ্বশুরের গাত্র স্পর্শ করল। এমতাবস্থায় জামাইয়ের জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি? এখন আত্মশুদ্ধির উপায় কি?

-আসুতর রহমান
সাং- দাইপুখুরীয়া, শিবগঞ্জ
রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক যে সমস্ত কারণে কোন ব্যক্তির স্ত্রী হারাম হয়ে যায়, আপনার প্রশ্নে উল্লেখিত কারণটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব স্ত্রী হারাম হবে না। এ ধরণের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত অশোভনীয় কাজ। আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করুন। মনে রাখবেন এক্ষেত্রে তওবা কবুল হবার জন্য শর্ত হ'ল তিনটি। ১- এরূপ কাজ আর কখনোই না করা। ২- লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ৩- ভবিষ্যতে এরূপ কাজ না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করা। যদি এগুলির কোন একটি শর্ত তরক করেন, তবে আপনার তওবা সিদ্ধ হবে না (রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা' অধ্যায় পৃঃ ৪১-৪২)। অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলুন ও সর্বদা শুদ্ধ চিন্তা করুন। দ্বীনী সাহিত্য পাঠ করুন। ছালাতের মধ্যে কান্নার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমেই আপনার আত্মশুদ্ধি ঘটবে।

প্রশ্ন (২৯/২৯)ঃ 'মোরাকাবা' কি? এটা কি কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি মোরাকাবা করেছেন?

-আবদুল হামীদ তালুকদার
শিরীন কটেজ
নাটাইপাড়া রোড, বগুড়া।

উত্তরঃ 'মুরাক্বাবা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ্য করা, পাহারাদারী করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থঃ কোন ব্যক্তির নির্জনে একাকী বসে আল্লাহ তা'আলার কোন আয়াত বা তাঁর সৃষ্টি জগত অথবা তাঁর আশ্চর্য নিদর্শনাবলীর গবেষণায় কিছুক্ষণ নিমজ্জিত থাকা (লুগাতুল হাদীছ ৮ম খণ্ড পৃঃ ১১৩)।

প্রচলিত অর্থে ছূফীদের আবিষ্কৃত ছয় লতীফার বিশেষ পদ্ধতিতে যিকরের মাধ্যমে মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটিয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার মত্ততা ও উল্লাস করাকে মুরাক্বাবা বলে হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তে এইরূপ মুরাক্বাবার কোন অস্তিত্ব নেই। এটি ছূফীদের আবিষ্কৃত প্রথা মাত্র। এই বিদ'আতী তরীকা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩০/৩০)ঃ কোন মুসলমান বেদ্বীন, হিন্দুর রক্ত তার শরীরে নিতে পারবে কি?

অধ্যাপক স.ম. আবদুল মজীদ কাজিপুরী
আল-হুজরাত
মহাদেবপুর কলেজ পাড়া, নওগাঁ

উত্তরঃ যদি কোন মুসলমান এমন অসুস্থ হয় যে, রক্ত গ্রহণ ব্যতীত তার জীবন রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। তাহ'লে সেক্ষেত্রে বেদ্বীন ও অমুসলমানের রক্ত গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই (নাহল ১১৫, আনআম ১১৯)। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের হাদীয়া বা দান গ্রহণ করেছেন (বুখারী পৃঃ ৩৫৬, 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদীয়া গ্রহণ' অধ্যায়)।

http://islaminonesite.wordpress.com